নন্দকুমার।

(ঐতিহাসিক নাটক)

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা,
জে, এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

হেতমপুরের রাজকুমার সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় মহোদয়দ্বয় মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে কতকগুলি কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমার এই নাটকখানি প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নন্দকুমার	...	...	...	
বাপুদেব শাস্ত্রী	...	...	...	নন্দকুমারের কুলগুরু
জগচ্চাঁদ / রাধাচরণ	...	...	...	ঐ জামাতৃদ্বয়।
রামচাঁদ	...	...	...	মুন্সী।
মোহন প্রসাদ	...	..	...	মোক্তার।
বুলাকী দাস	...	...	...	জহুরী।
চৈতন্য চরণ	...	...	...	বাপুদেবের ভৃত্য।
মীরজাফর	...	...	..	নবাব।
নজমুদ্দোলা	...	...	...	নবাবপুত্র।
বাহার	...	...	...	মীরকাশেমের পুত্র।
মহম্মদ রেজাখাঁ	...	...	...	ওমরাহ।
করিম	...	...	...	ঠগীর সর্দ্দার।
মিঃ হেষ্টিংস / ,, বারওয়েল / ,, ম্যাগুয়ার / ,, ফ্রানসেস্	...	...	...	কাউন্সিলের মেম্বরগণ।
,, ম্যাকৃরারি	...	...	...	শেরিফ।

অসুর খাঁ, প্রহরিগণ, সিপাহিগণ, চাপরাশী, ওমরাহ, ঠগীগণ, কর্ম্মচারীদ্বয়, ব্রাহ্মণগণ, নাগরিকগণ, কাপ্তেন সাহেবগণ, সৈন্যগণ, বেলিফ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

প্রমোদা / রাধিকা	...	...	...	বাপুদেবের কন্যাদ্বয়।
মণিবেগম	...	...	...	নবাব মহিষী
ক্ষেমঙ্করী	...	...	...	নন্দকুমারের স্ত্রী
রামচাঁদের মাতা	...	...	...	

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

আলিবাবা (রঙ্গনাট্য)	...	...	||০
প্রমোদ রঞ্জন (নাটিকা)	...	...	||০
কুমারী (ঐ)	...	...	।৵০
বভ্রুবাহন (নাটক)	...	...	||০
জুলিয়া (ঐ)	...	...	৸০
সপ্তম প্রতিমা (ঐ)	...	...	||০
সাবিত্রী (ঐ)	...	...	||০
বেদোরা (গীতিনাট্য)	...	...	||০
প্রতাপ-আদিত্য (নাটক)	...	...	১৲
বৃন্দাবন বিলাস (গীতিনাটিকা)	...	...	।৵০
রঞ্জাবতী (নাটক)	...	...	১৲
কবি-কাননিকা (রঙ্গন্যাস)	...	...	১৲
রঘুবীর (নাটক)	...	...	৸০
উলূপী ঐ	...	...	||০
নারায়ণী (উপন্যাস, বিলাতী বাঁধা)		...	১||০
পদ্মিনী	...	...	১৲
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত	...	...	১৲
রক্ষঃ ও রমণী	...	...	।৵০
চাঁদ বিবি (ঐতিহাসিক নাটক)		...	১৲

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নন্দকুমার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

নন্দকুমার ও রাধাচরণ।

নন্দ। না বুঝে রাজনীতির কথায় তর্ক করোনা রাধাচরণ।

রাধা। মীরকাসিমের অপরাধ কি আমায় বুঝিয়ে বলুন।

নন্দ। তুমি জান ভান্‌সিটার্টের সঙ্গে আমার কি সদ্ভাব ছিল ?

রাধা। প্রথম প্রথম আপনার সঙ্গেতো তার বিলক্ষণই সদ্ভাব ছিল।

নন্দ। সে সদ্ভাব গেল কিসে তা জান ?

রাধা। গেল কি মীরকাসিমের জন্য ?

নন্দ। বাঙ্গলার যত লোক আমার শত্রুতা ক'রেছে তার ভেতরে মীরকাসিমই সর্ব্বপ্রধান। মীরকাসিম যদি আমার গুপ্ত রহস্য ভান্‌সিটার্টের কাছে না প্রকাশ কোরে দিত, তাহ'লে কখনই সে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতো না। আমি কলিকাতায় ইংরেজদের ঘরের ভেতরে ব'সে তাদের সমস্ত কাজ পণ্ড কোরে দিতুম। দেশের বাণিজ্য বজায় রাখ্‌বার জন্য—প্রজার ধনসম্পত্তি রক্ষা ক'র্‌বার জন্য—মীরকাসিমকে তাহ'লে এই প্রকাণ্ড যুদ্ধের আয়োজন ক'র্‌তে হতো না; নীরবে বিনা বিবাদে সেকার্য্য সম্পন্ন হতো।

রাধা। কেমন কোরে হতো জান্‌বার জন্য বড়ই কৌতূহল হোয়েছে।

নন্দ। তোমরা কি জান - দেশের মধ্যে কোম্পানীর নামে এই যে রক্তশোষক ব্যবসায় চ'লেছে, তাকি সব খাস কোম্পানীর ব্যবসায় ?

রাধা। কোম্পানীর নয় তবে কার ?

নন্দ। ওর এক আনা ব্যবসায় কোম্পানীর নয়। কোম্পানীর গোমস্তারা কোম্পানীর নামে চোরাই ব্যবসায় ক'র্‌ছে ! বিশ পঞ্চাশ টাকা মাইনে বিলেতের অতি সামান্য লোক চোরাই ব্যবসায়ে ফেঁপে উঠেছে ! কোম্পানীর তাতে লাভ কি ? ডাইরেক্‌টাররা যদি ইঙ্গিতে একথা জান্‌তে পারে—তাহ'লে তাদের সকলকে একদম বরখাস্ত কোরে দেয়।

রাধা। বলেন কি ?

নন্দ। তাদের তাড়াতে মারামারি কাটাকাটি কিছুই করতে হয় না ; গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ও গবর্ণর টবর্ণর কেউ থাক্‌তো না ! একদিনে গুদোম সাবাড় কোরে দিতুম।

রাধা। কি ক'রে ক'র্‌তেন ?

নন্দ। এরা এখান থেকে যা শোনায় – ডাইরেক্‌টাররা তাই শোনে ; তাদের ভেতরের খবর দেয় এমন লোক বাঙ্গলায় কেউ নেই ; তারা কিন্তু ভেতরের খবর জান্‌বার জন্য লালায়িত। অগাধ টাকা তারা ব্যবসায়ে ফেলেছে ; তার মতন তারা লাভ পাচ্ছে না ; উল্টে বরং লোকসান হ'চ্ছে। কেন হচ্ছে, তারা তা বুঝতে পাচ্ছে না ; একটা খবর — শুদ্ধ একটা খবর দেবার ওয়াস্তা ! আমি দু'চার জন বড় চাকুরের আয় ব্যয়ের হিসাব রেখেছি, সেই হিসাব যদি কোন রকমে বিলেতে পাঠাতে পারতুম, আর সেই সঙ্গে কোম্পানীর লাভের ব্যাপারটা অঙ্ক ক'সে দেখিয়ে দিতুম, তাহ'লে নির্ব্বিবাদে সকল হাঙ্গামা চুকে যেতো। তখন দেখ্‌তে এখানকার সমস্ত ইংরেজ আমার কাছে মাথা হেঁট করে থাকতো ; খবর দেবার সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিলুম, যদি নবাব না প্রতিবন্ধক হতো !

রাধা। আপনি নবাবের কাছে রহস্য প্রকাশ করেছিলেন কেন ?

নন্দ। তাঁর নিজেরই মঙ্গল বলে ক'রেছিলুম। আমি তাঁকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে চিঠি লিখলুম, তিনি সেই চিঠি গবর্ণরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজদের কাছে আমার যা পসার প্রতিপত্তি ছিল, একদিনে নষ্ট হোয়ে গেল। যারা এক সময় আমার প্রিয় বন্ধু ছিল, তারাই এখন আমার ঘোর শত্রু।

রাধা। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, আমি শুনেছিলুম আপনি সা'জাদার সঙ্গে চিঠি লেখালিখি ক'রেছিলেন ব'লে ইংরেজরা আপনার ওপর চ'টে গেছে।

নন্দ। পাগল! তা যদি ক'রতুম তাহলে ওদের সাধ্য কি তার সন্ধান পায়। মূর্খ নবাব আমাকে অপদস্থ ক'র্‌তেগে নিজেরও সর্ব্বনাশ কোরে বোসেছে!

রাধা। এখন কি নবাব কিছু ক'র্‌তে পার্ব্বে না ?

নন্দ। যুদ্ধ কোরে ?

রাধা। কেন নবাব তো বেশ সৈন্য সুশিক্ষিত কোরেছে।

নন্দ। সুশিক্ষিত কোরেছে, শুধু শিক্ষায় কি হবে ? সে প্রাণ কই ? ওরা চার হাজার ক্রোশ তফাৎ থেকে কল্পনায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কোরে এদেশে চোলে এসেছে। ওরা যে প্রাণে যুদ্ধ ক'র্‌বে— নবাবের সৈন্য কি সে প্রাণে যুদ্ধ করতে পারবে ? ওরা যে লড়াই বাধাতে পারলেই বাঁচে। লড়ায়ের আবরণ দিয়ে ওরা নিজের নিজের চরিত্র ঢাকতে না পার্‌লে—যে কোন রকমে এদেশের লোকের ওপর দোষ চাপাতে না পার্‌লে, ওদের যে উদ্ধার নেই তা জান ?

রাধা। কি ক'রে ?

নন্দ। কোম্পানীর জাল দস্তকে ওদের প্রায় বারো আনা লোক চোরাই ব্যবসায় কোর্‌ছে! বিলেতে একথা প্রকাশ পেলে কি আর রক্ষা

আছে। সে দেশে মুড়ীমিছ্‌রীর একদর। রাজাকেই ধোরে তারা বিচার কোরে মুণ্ডচ্ছেদ করে।

রাধা। মুণ্ডচ্ছেদ ?

নন্দ। সেদেশের বড় কড়া আইন ; চুরী ক'র্‌লে ফাঁশী, জাল ক'র্‌লে ফাঁশী—

রাধা। এখন কি সেকাজ করলে হয় না ?

নন্দ। এখন ? আর হয় না ! ওদের চোখ ফুটে গেছে ; ওদের জাহাজ দিয়েইতো চিঠী পাঠাবো। লুকুবো কেমন ক'রে ? তার ওপর চিঠী যেতে ছমাস, জবাব আসতে ছমাস, একেবারে একবছর পেছিয়ে যাবে ! আর কি এখন নূতন কোরে কাজ হয় ?

রাধা। আপনি যদি মীরজাফরের বন্দী অবস্থায় তার সহায়তা না করতেন, তাহলে বোধ হয় মীরকাসিম এরূপ কাজ ক'রতো না।

নন্দ। সেকথা তুলো না রাধাচরণ, মীরজাফরও আমার কম শত্রু নয়। কিন্তু হলে কি হয়, যখন শুন্‌লুম কোটী কোটী বাঙালীর এক সময়ের ভাগ্য-বিধাতা শোভারাম বসাকের বাড়ীতে পোড়ে অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তখন আর স্থির থাকতে পার্‌লুম না। মীরকাসিম ইদানীন্তন তাকে মাসোহারা পাঠানো বন্ধ কোরেছিলো, আর আজকার তার পরম সুহৃৎ ইংরেজ তখন তার পানে একবার চেয়েও দেখেনি।

রাধা। আপনি এখন কি ক'র্‌বেন ?

নন্দ। আপাততঃ করবার কিছুইতো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। হুগলীর ফৌজদার হোয়ে দেশশুদ্ধ লোককেতো চটিয়ে রেখেছি ! কোম্পানীর দেওয়ানী কোরে কত সাহেবের যে বিষ-নয়নে পড়েছি তার কি সংখ্যা আছে ! হেষ্টিংস সাহেব যদি আমায় পায়, তা'হলে তো নখে টীপে মেরে ফেলে।

রাধা। কোম্পানীর কাজ করলেন, তাতে হেষ্টিংস এত বিপক্ষ হল কেন ?

নন্দ। মীরজাফর কোম্পানীর পাওনা টাকা দিতে অপারগ হয়েছিল বোলে, কোম্পানীকে হুগ্‌লী বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের রাজস্ব আদায়ের ভার দেন ; হেষ্টিংস তখন মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট। সমস্ত টাকা আদায় হোয়ে আগে তার কাছে যেতো, কিন্তু টাকা আদায় হতো না ব'লে ক্লাইব সাহেব আমাকে দেওয়ান নিযুক্ত কোরে জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়েছিলেন। আমি সমস্ত টাকা আমার হুগলীর তহবিলে জমা রাখতে হুকুম দিই—কিন্তু হেষ্টিংসের তা ইচ্ছে ছিল না ; আমিও জেদ ছাড়লুম না, ক্লাইব আমারই জেদ বজায় রাখ্‌লেন। কাজেই হেষ্টিংসকে আমার কাছে খাটো হতে হোলো, এই হলো তার রাগ। আরও অনেক কারণ আছে, তবে এইটেই হচ্ছে প্রধান।

রাধা। তবে আর এখানে ওখানে না গিয়ে ভদ্রপুরেই চলুন।

নন্দ। পাগল ! এখন ভদ্রপুরে যায় ! দেখ্‌ছোনা সমস্ত লোক লস্কর দেশে পাঠিয়ে তীর্থ দেখ্‌বার ছল কোরে বেরিয়েছি। এখন কার মনে কি আছে কি বলতে পারি। মীরকাসিম কি ইংরেজ যে আমাকে পাবে, সেই আমাকে আয়ত্বে আন্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে ?

রাধা। তাহলে কোথায় যাবেন।

নন্দ। জরুল গ্রাম। আমাদের পৈত্রিক গুরু সেখানে বাস করেন, আমি সেইখানে যাচ্ছি। চৌদ্দবৎসর তাঁর সঙ্গে দেখাশোনা নেই, চৌদ্দ বৎসর পরে গুরু দর্শনে চলেছি। ইচ্ছা—দীক্ষা গ্রহণ কর্‌বো।

রাধা। আপনার সংবাদ পাব কেমন কোরে ?

রন্দ। যোগ্য সময়ে আমিই সংবাদ পাঠিয়ে দেব।

রাধা। দেখ্‌বেন সাবধানে থাক্‌বেন।

[প্রস্থান

নন্দ। চৌদ্দবৎসর পরে আবার গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ! দেখবার জন্য মন আকুল হচ্ছে! অথচ দেখবার সঙ্কল্পে মনে একটা ভয় হচ্ছে! তা হোক, গুরু দর্শনের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু চৌদ্দবৎসর এদিকে না এসে পথ ভুলে গেছি। কোন দিকে যাবো ঠিক করতে পারছিনে! এক জন লোক দেখ্‌তে পেলে জিজ্ঞাসা করি।

(অসুরখাঁর প্রবেশ।)

অসু। যাক্, নিশ্চিন্ত! খোদা, নবাব জাদাকে তুমিই রক্ষা ক'রেছ! নইলে অত দুস্‌মনের চোখের ওপর দিয়ে আমি কি তাকে বাঁচিয়ে আনতে পারি? তুমি এনে আশ্রয় দিয়েছ, তুমিই তাকে রক্ষা কর। আর আমি বলতে পারি না, আর আমার বল্‌বার শক্তি নেই।

নন্দ। হাঁ বাপু—এখানে বাপুদেব শাস্ত্রীর বাড়ী কোথায় বলতে পার?

অসু। কে আপনি?

নন্দ। সে কথা জান্‌বার দরকার কি? তুমি জান কি বলনা।

অসু। আমি বিদেশী।

নন্দ। তবে যাও।— [অসুরের প্রস্থান ও রাধিকার প্রবেশ।

রাধিকা। কাকে খুঁজ্‌ছো গা?

নন্দ। বাপুদেব শাস্ত্রীর বাড়ী।

রাধিকা। তিনি বুঝি আপনার গুরু?

নন্দ। কি কোরে বুঝ্‌লে?

রাধিকা। বলুন না?

নন্দ। হাঁ, আমি তাঁর শিষ্য।

রাধিকা। আপনি বুঝি মহারাজা নন্দকুমার?

নন্দ। একি! এ অন্তর্যামিনী নাকি?

রাধিকা। ইংরেজের ওপর চাল্ চাল্তে আর বুদ্ধিতে কুলুচ্ছে না বুঝি ? তাই আপনি গুরুর আশ্রয় নিতে এসেছেন ?

নন্দ। কে আপনি ?

রাধিকা। মহারাজ ! গুরু গৃহের পথ অন্যে দেখিয়ে দেবে তবেই আপনি সেখানে প্রবেশ করবেন ? তবেই আপনি বুদ্ধি নেবেন ? তবেই আপনি দেশরক্ষা ক'র্ব্বেন ?

নন্দ। না, আর জিজ্ঞাসা ক'র্বোনা।

রাধিকা। তবে এই তিন চারটে পথের যেটা ইচ্ছে ধরে চ'লে যান।

নন্দ। আপনি কে ?

রাধিকা। বড়কে জান্তে চলেছেন, জান্লে ছোট খাটো সব আপনিই জান্তে পারবেন, কাউকেও জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

নন্দ। বেশ ; নমস্কার করবো কি ?

রাধিকা। বাপ্ ! ব্রাহ্মণ আপনি, আমি ভিখারিণী ! আমি আপনাকে নমস্কার করি।

নন্দ। তোমায় নমস্কার করতে পারলেম না ; আশীর্ব্বাদ করতেও সাহস হলো না ; তুমি যা থাকতে ইচ্ছা ক'রেছ তাই থাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাপুদেবের বাটীর অঙ্গন।

বাপুদেব ও প্রমোদা।

প্রমোদা। হ্যাঁ বাবা, এখন থেকে আমি কি করবো ?

বাপু। কি করবে এখনো কি তোমাকে বুঝিয়ে ব'লতে হবে না ? বহুদিন থেকে আমার কাছে বসে বসে তুমি শাস্ত্রকথা শুনে আসছো, হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য কি আমার জননীকে দেখেওতো জানতে পেরেছ ! হিন্দু গৃহের ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তিমতী দেবতা—গৃহস্থের সর্ব্বপ্রকারে হিতকারিণী ! ভগবৎ আরাধনায় যোগিনী ! পরসেবাই তার জীবনের ব্রত। এই সেবা ব্রতে শিক্ষিতা হও, সর্ব্ব প্রকারে লোকের কল্যাণ বিধান কর ; শোকার্ত্ত তোমায় দেখে যেন শান্তি পায়, তোমাকে শয্যা পার্শ্বে দেখে রোগীর রোগ যন্ত্রণা যেন উপশম হয়, অতিথি তোমার গৃহে এসে অনুপশান্ত ক্ষুধায় যেন ফিরে না যায়। তুমি কাছে থাকতে দ্রব্যের অভাবে যেন যাজ্ঞিকের যজ্ঞ পণ্ড না হয়। বালক বালিকাদের জননীর স্বরূপা হবে, তাদের শাস্ত্র শোনাবে, সৎশিক্ষা দেবে, মহৎ আদর্শ সম্মুখে দেখে তারা যেন দেশের এক একটী সুসন্তান হয়।

প্রমোদা। আমি গৃহস্থের কন্যা, আমার কার্য্যের প্রসার কতটুকু ?

বাপু। তোমার কর্ম্মবশে যতটুকু গণ্ডীর ভেতর তুমি আবদ্ধ হোয়েছ, তারই ভেতরে থেকে, সদা সন্তুষ্ট চিত্তে কার্য্য কর। রাজা, তাঁর কোটী প্রজার হিতসাধনে তৎপর হয়ে যে কার্য্য করেন, তুমি তোমার ক্ষুদ্র পল্লীর অধিবাসীদের সেবাতৎপর হয়েও সেই কার্য্য ক'রবে, বিধির তুলাদণ্ডে দুয়েরই ওজন সমান।

প্রমোদা। আপনি যতদিন আছেন ততদিন পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে অনেক কার্য্য ক'রতে পারবো। তারপর ?

বাপু। আমি আর অধিক দিন আছি কই! আমারও আয়ু শেষ হ'য়ে আস্‌ছে।

প্রমোদা। তবে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য আমি জোর ক'রে আপনাকে এতকাল ধ'রে রেখেছিলুম: আমার জন্য আপনার তীর্থাদি গমন কিছুই হলোনা; এখন আপনাকে আবদ্ধ রাখতে গেলে যে আমার ইহকাল পরকাল সব যায়।

বাপু। আমিও ইচ্ছা ক'রেছিলুম একবার তীর্থে যাব, কিন্তু তোমার এই দুর্ভাগ্যে আমাকে সে অভিলাষ ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রমোদা। আপনি আমার জন্য আর আবদ্ধ থাকবেন না।

বাপু। তুমি বোঝ।

প্রমোদা। আর বোঝাবুঝি কি? দুদিন বাদেতো আমাকে বাধ্য হয়েই বুঝ্‌তে হবে।

বাপু। তাতো হবেই।

প্রমোদা। কিন্তু তখন কি করবো আপনি উপদেশ দিন।

বাপু। আমি এতক্ষণে তোমার কথার অর্থ বুঝেছি, তোমার ইচ্ছা কি নন্দকুমার রায়ের গৃহে অবস্থান কর।

প্রমোদা। উপযাচক হোয়ে তাঁর বাড়ীতে যাওয়া কি ভাল? বিশেষতঃ চৌদ্দ বৎসর তাঁর সঙ্গে দেখাশুনো নেই! এখন নূতন ক'রে পরিচয় দেওয়াটা কি আপনি ভাল মনে করেন?

বাপু। তাতে নন্দকুমারের বিশেষ দোষ নেই, আমিই তাকে আস্‌তে নিষেধ ক'রেছিলুম।

প্রমোদা। তা যাই হোক, এই বেশে দুরবস্থার সংবাদ নিয়ে তাঁর বাড়ীতে যেতে মন চায়না; তবে আপনি যদি আদেশ করেনতো সে স্বতন্ত্র কথা।

বাপু। তোমার যাতে ইচ্ছা নেই এমন অন্যায় আদেশ ক'র্‌বো কেন?

প্রমোদা। দেশের অবস্থাতো আপনার অজ্ঞাত নেই, এই পরিত্যক্ত গ্রাম এই নির্ব্বন্ধুপুরী, নিজের ধর্ম্ম নিয়ে সর্ব্বদা শশঙ্ক থাক্‌বো—না পর সেবাব্রত গ্রহণ ক'র্‌বো ?

বাপু। তোমার অভিপ্রায় কি ? নিরুত্তর কেন ? নিঃশঙ্ক চিত্তে—আমাকে ব'ল্‌তে পার।

প্রমোদা। আপনি যতদিন মাথার ওপরে আছেন, ততদিন আমার ভাবনার বিষয় কিছুই নেই। পরসেবাতো আর ঘরে বসে চলেনা; এখানে সেখানে যাওয়া আসা করতে হবে তো ?

বাপু। তাতো ক'র্‌তেই হবে।

প্রমোদা। আপনি থাকলে সে সব শোভা পায়, কিন্তু আপনার অবর্ত্তমানে কি তা সম্ভব হবে ? আপনি বলেছেন দেশের অবস্থা দিন দিন হীন হোয়ে আসছে, দেশের লোকের চরিত্রও সঙ্গে সঙ্গে হীন হোয়ে প'ড়ছে ! লোকের ধর্ম্মে অনাস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে ! ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা—আত্মীয় স্বজন এমন কেউ নেই যে পৃষ্ঠপোষক হয়। বাবা—লোকাপবাদের ভয় যে মন থেকে দূর করতে পাচ্ছিনে।

বাপু। তুমি কি আমার সঙ্গে তীর্থে যেতে ইচ্ছা কর ?

প্রমোদা। আপনার অভিরুচি না হলে আমার ইচ্ছায় কি হবে ?

বাপু। তীর্থেরও অবস্থা যে ভাল নয় মা।

প্রমোদা। তীর্থও কি দুর্দ্দশাপন্ন হ'য়েছে ?

বাপু। তীর্থে পাপ প্রবেশ না করলে কখনও কি দেশের দুরবস্থা হয় ?

প্রমোদা। তাহলে এ হতাশের জীবন নিয়ে ক'র্‌বো কি ?

বাপু। বেশ, অভিলাষ যদি কোরেছ তাহ'লে আমার সঙ্গে একবার তীর্থেই চল। কিন্তু তারপর কি ক'রবে প্রমোদা ? তীর্থবাসিনী হবে ?

প্রমোদা। আর এ দুরবস্থায় দেশে ফেরবার প্রয়োজন কি ?

বাপু। কিন্তু তীর্থেও যদি সুখ না পাও? দেশে ফেরবার জন্য তোমার যদি আবার অভিরুচি হয়? তাহলে আস্‌বে কি কোরে?

প্রমোদা। আপনি একদিন নন্দকুমার রায়কে উপদেশ দিতে দিতে ব'লেছিলেন যে "কালকের ভাবনা ভেবো না।" ভাব্‌বোনা ভাব্‌বোনা কোরে এই তো কত বৎসরের কথা ভেবে ফেললুম। আর অধিক দিনের কথা ভাবতে হ'লে মাথা গুলিয়ে যাবে।

বাপু। সেটা সন্ন্যাসীর পক্ষে।

প্রমোদা। নন্দকুমার রায় কি সন্ন্যাসী?

বাপু। তাকে সেই রকমই প্রস্তুত ক'রছিলুম, এখন সে সন্ন্যাসী কিনা আমি ঠিক ব'লতে পাচ্ছিনে।

প্রমোদা। তিনি এখন দেশের মধ্যে মহাযশস্বী ফৌজদার, মহারাজা, এতো আপনি শুনেছেন?

বাপু। তা শুনেছি।

প্রমোদা। তবে তিনি সন্ন্যাসী নন কিনা আপনি ঠিক ব'লতে পাচ্ছেন না কেন?

বাপু। শুধু গেরুয়া পরলেই কি সন্ন্যাসী হয় মা! এই আমার গুরু ভাই আদেমসা ফকীরকে দেখনি? অগাধ টাকা—রাজারাজড়ারও তত টাকা নেই; কিন্তু সা'জী ফকীর। কেন মা—তুমিতো তা জান? তা সে ব্যক্তি সহস্রজননিষেবিত হোয়ে স্বর্ণাট্টালিকাতেই বাস করুক, কিম্বা ঘন অরণ্যের পত্রাচ্ছাদিত নির্জ্জন কুটীরে শ্বাপদ বেষ্টিত হোয়ে অবস্থান করুক। সন্ন্যাস বসন রঞ্জনে নয়, বসন বর্জ্জনে।

প্রমোদা। বেশ আমিও সন্ন্যাসিনী হব।

বাপু। এখন তুমি কি? ভগবান আগে থাকতেইত তোমাকে সন্ন্যাসিনী কোরেছেন; তবে তুমি গেরুয়া পরা সন্ন্যাসিনী নও; কিন্তু মা অন্তরের শান্তির দিকে লক্ষ্য না ক'রে যে কেবল বাহ্য পরিচ্ছদেই দৃষ্টি রাখে

তার মত দুর্ভাগ্য আর নেই, তোমাকে গেরুয়াপরা সন্ন্যাসিনী আমি দেখতে চাইনে; নন্দকুমার রায়কে আমি সেই সন্ন্যাসেরই উপদেশ দিয়েছিলুম, যাতে রাজ সিংহাসনে ব'সেও সে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে। বেশ, তীর্থে যাবার যদি একান্তই মন কোরেছ, তাহলে চল তোমাকে একবার বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

প্রমোদা। তাহলে যাবার উদ্যোগ করি।

বাপু। কর। আমি ততক্ষণ ঘর আগলাবার জন্য চৈতন্যচরণকে ডেকে আনি। [প্রস্থান।

প্রমোদা। ক'দিন ধোরে ব'ল্‌বো ব'ল্‌বো মনে ক'রেছিলুম আজ ভগবান দয়া কোরে সব বলিয়ে দিয়েছেন। নিজের ইজ্জতের ভয়েই অস্থির হোয়ে থাক্‌বো না পরের কাজ ক'র্‌বো ? কর্ম্মফলে এই বয়সে এই দুর্দ্দশায় পড়িছি ! আরও অদৃষ্টে কি আছে কে বলতে পারে ! তবে যতদিন উনি আছেন ততদিন ওঁর দুটী চরণ জড়িয়ে থাকি। তারপর যে কটা দিন বেঁচে থাকবো সেই কটা দিন বিশ্বেশ্বরের দোরে মাথা দিয়ে প'ড়ে থাকবো।

গীত।

পাত্‌তে গিয়ে ভেঙ্গে গেল আমার খেলাঘর।
পালিয়ে গেল খেলার সাথী আপনার কেন হবে পর॥
কোন্ খেলা যায় একা খেলা, কেমন কোরে কাটাই বেলা;
রাত্‌টা এলে ঘুমিয়ে বাঁচি, পাই ভাব্‌না হ'তে অবসর।
(নয়) কর নিজ দাসী কাশীনাথ—বিশ্বপতি বাঘাম্বর॥

বাহার। (নেপথ্যে) ওগো ঘরে কে আছ গা ?

প্রমোদা। একি ? অতি মধুর কণ্ঠে কে কথা ক'য়ে উঠলো !

বাহার। (নেপথ্যে) ওগো ঘরে কে আছ গা ?

প্রমোদা। কে তুমি ?

বাহার। (নেপথ্যে) একবার বাইরে এসনা।

প্রমোদা। একি ! বালকের গলার মতন গলা শুনছি না ?

বাহার। (নেপথ্যে) ওগো একবার বাইরে এসনা !

প্রমোদা। একি আশ্চর্য্য ! এত রাত্রে এখানে বালক কেমন কোরে এলো !

বাহার। (নেপথ্যে) কই এলেনা গা ?

প্রমোদা। বাবাতো এখনি এই পথ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ! তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে এ বালক এখানে কেমন ক'রে এলো ! বালকের কথায় কেউ ছলনা ক'র্‌ছে না তো ! শুনিছি দেশ এক রকম অরাজক হয়েছে ! নবাবের সঙ্গে ইংরেজের ভয়ানক লড়াই বেধেছে ! কাজ নেই, বাবা ফের্‌বার অপেক্ষা করি !

বাহার। (নেপথ্যে) এলে না ?

প্রমোদা। না ! এযে খিড়কীর দিক থেকে কথা উঠ্‌ছে ! তাইতো, একি রকম হলো ! কে কোন দিক থেকে কেমন কোরে খিড়কীর দোরে এসে উপস্থিত হলো ! যদি যথার্থ ই কেউ বিপন্ন হয় ?

বাহার। (নেপথ্যে) এলেনা ?

প্রমোদা। ভয় কোরে ঘরে বোসে থাক্‌বো ! যদি যথার্থই বিপন্ন হয় ? দোরের গোড়ায় এসে বিপন্ন ফিরে যাবে ?

বাহার। (নেপথ্যে) যাক্ এখানেও হলোনা ; কোথায় যাই ?

প্রমোদা। ছেলেটা বুঝি ফিরে গেল ! পিতাওতো এখনো ফির্‌লেন না !—অপেক্ষা কর যাচ্ছি, ভয় নেই যাচ্ছি। [প্রস্থান।

(বাপুদেব ও চৈতন্যচরণের প্রবেশ)

চৈতন্য। হাঁ বাবাঠাকুর ! এ হপ্তাটা কি একদিন বেড়েছে ?

বাপু। হপ্তা বাড়বে কি রকম ?

চৈতন্য। এবারে কি আটদিনে হপ্তা ?

বাপু। কে তোমায় এ কথা বুঝিয়েছে ?

চৈতন্য। বলি বেড়েছে কি না বেড়েছে বলই না।

বাপু। আরে মূর্খ হপ্তা বাড়্বে কি ?

চৈত। তবে তোমাদের একি রকম পাঁজি, মাস বাড়ে, তিথি বাড়ে, আর হপ্তা বাড়তে পারে না ?

বাপু। দেশের লোক এসে আমার কাছে বিদ্যা শিখে গেল, আর তোমার কিছু করে উঠ্তে পারলুম না চৈতন্যচরণ ! মনে বড়ই আক্ষেপ রইলো।

চৈতন্য। আমার বিদ্যে কি হয়নি বাবাঠাকুর ?

বাপু। জন্মের সঙ্গে বিধাতা যেটুকু দিয়েছিলেন, তার উপর একটা আঁচড়ও ত দিতে পার্লুম না।

চৈতন্য। বাবাঠাকুর ! তুমি পণ্ডিত মানুষটা হোয়ে একি কথা বল ? তোমার কাছে আমি বিদ্যা নেব ?

বাপু। কেন আমি কি কিছু বিদ্যা দিতে পার্তুম না ?

চৈতন্য। তুমি দিতে পারলেইবা আমি নেবো কেন ? তুমি বামুন মানুষ, তার ওপরে নিষ্টিকিষ্টি, এজন্মে তোমাকে কিছু দিতে পার্লুম না ; উল্‌টে তোমার কাছে নেব ? বল কি বাবাঠাকুর ! তোমায় কিছু দিতে পার্তুম তবে আমার আক্ষেপ যেতো।

বাপু। আক্ষেপ থাকে কেন কিছু দাও।

চৈতন্য। হায় হায়—এতদিন পরে চাইলে ! আর খানিকক্ষণ আগে বলতে পারলে না ! সব বিদ্যা খরচ ক'রে ফেলেছি।

বাপু। কি রকমে খরচ হলো ?

চৈতন্য। নিধি বেটী কথায় কথায় বলে আমায় বোকা ; তাই আজকার-যত বুদ্ধি ছিল বেটীকে সব দেখিয়ে দিয়েছি।

বাপু। কি রকমে দেখিয়ে দিলে ?

চৈতন্য। বেটীর কাছে রোজ একসের কোরে দুধ নিয়ে থাকি, নিধি দুধ না দিয়েই চৌকাটে খড়ি দিয়ে একটা কোরে আঁক্ কাটে। কাল সকালে যেমন বেটী আঁক্‌টী কেটে চোলে গেছে – আমিও অম্‌নি পেছোন থেকে পা টীপে টীপে না গিয়ে খড়ী দিয়ে আর একটা আঁক বেশী কেটে দিলুম।

বাপু। তারপর ?

চৈতন্য। তারপর আর কি, বেটী সপ্তায় সপ্তায় হিসেব কোরে পয়সা নেয়, কাল সন্ধ্যেবেলা হিসেব ক'রতে এসে বেটী একটা আঁকের দাম কাণ মোলে আদায় কোরে নিয়ে গেল !—

বাপু। বেশ বুদ্ধিতো খেলিয়েছিলে চৈতন্যচরণ !

চৈতন্য। তাতো খেলিয়েছিলুম, কিন্তু খেলাতে বেশী পয়সা খরচ হোয়ে গেছে।

বাপু। বুদ্ধি যে একটু বেড়ে ছিল তার কি মূল্য নেই ?

চৈতন্য। ঠিক বোলেছ বাবাঠাকুর ! তাহ্‌লেতো বুদ্ধি বাড়ানো ভাল নয় ! ঐ জন্যেই বাবাঠাকুর বুদ্ধি বাড়াতে চাইনি, বাড়াতে গেলেই পয়সা খরচ।

বাপু। তুমি নিধুকে কেন বল্‌লে না আমি একটা বেশী আঁক কেটেছি, সে ধার্ম্মিক – তাহ'লেতো বেশী পয়সা নিতো না।

চৈতন্য। কি ! তার কাছে আমি ধরা দেব ? সেতো কতবার বল্‌লে "চৈতন্যচরণ ! আঁক্ একটা বেড়ে গেল কি করে ?" আমি বল্লুম পরের চৌকাট পেয়েছ, যত পেরেছ দাগ বসিয়েছ। বাড়লো কি কোরে তুমি বোঝ।

বাপু। এই যে দেখছি তোমার বুদ্ধি আছে !

চৈতন্য। বুদ্ধি না থাকলে তোমার কাছে বোসে আজন্ম কাটিয়ে

দিতে পারি ? তোমার কাছে কত লোক এলো চ'লে গেল ; কাসিম আলি এলো, নন্দকুমার রায় এলো, এলো চলে গেল : আমি কিন্তু কাক ভূষণ্ডির মত এক যায়গায় বসে মজা দেখছি ! আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে, নবাব দপ্তরে চাকরী ক'রে দেবার লোভ দেখালে, আমি গেলুম না। কাসিমআলী নবাব হোলো, রায় মশায় রাজা হলো, আমি কিন্তু তোমার যে ভৃত্য সেইই আছি। এখন বল দেখি বাবাঠাকুর, বেশী বুদ্ধি কার ? রায় মশায় আর কাসিম আলির যদি বুদ্ধি থাকতো তাহ'লে তোমার সঙ্গ ছেড়ে তারা রাজা বাদসা হোতে যেতো ? হোয়ে তারা ক'রলে কি ? তারাতো আর আমি হ'তে পেলে না ! তারা রাজার সিংহাসনে বোসে আছে ! আর আমি যেখান থেকে রাজা বাদসা সৃষ্টি হয় সেই চরণে প'ড়ে আছি। বলনা বাবাঠাকুর ! আমার বুদ্ধি আছে কিনা বলনা ? ভ্যাবা গঙ্গারাম হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

গীত।

তারা সোনার গুঁড়ো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে মরছে চোরের ডরে।
আর, আমি নিত্য ধনের ধনী হ'য়ে আছি ব'সে খনি দখল কোরে॥
ক'রে কিঞ্চিৎ মাত্র সঞ্চিত সোনা বঞ্চিত বোকারাম
আমার হাতের ভেতর পরেশ পাথর কে করে তার দাম,
হ'তে আপনি কাঞ্চন এই অকিঞ্চন আছে বাঞ্ছা সূত্র ধ'রে ;—
তোমার তাপিত তারণ সেবক শরণ ঐ চরণের জোরে॥

বাপু। চৈতন্যচরণ, এখন দেখছি তোমার আমার চেয়েও বুদ্ধি !

চৈতন্য। তাই বল। সংসারের কথায় থাকিনে, থাকলে কি হিসেব রাখতে পারিনে ? ছেলে নেই পুলে নেই স্ত্রী নেই, আছে একমাত্র তোমার চরণ। তা পেতে আর বড় বেশী বুদ্ধি খেলাতে হয় না ; একটু কৌশল কোরে খানিকটে বেশী পথ হাঁটীয়ে আন্‌তে পারলেই হলো—বস। তারপর, রামী কলুনীর তেল আছে, আর ভৃত্য চৈতন্যচরণের হাত আছে,

বস্। তোমার পা থাক, আর তাতে হরদম্ ব্যথা থাক; বস্—তাহ’লেই যথেষ্ট হলো! আর বুদ্ধি চাইনে।

বাপু। যে বুদ্ধি পাবার তা পেয়েছ, সংসার বুদ্ধি চাওনা তাই পাও না। নাও—তবে এক কাজ কর, তোমার দিদিকে গে বল যে “আমিও তোমার সঙ্গে যাব।”

চৈতন্য। দিদিঠাকরুণ!

বাপু। কিরে দেখতে পাচ্ছিস্‌নে?

চৈতন্য। কই না।

বাপু। না কিরে! এইতো ঘরে তাকে রেখে গেলুম! খিড়কীর দিকে গিয়ে সন্ধান নিলি?

চৈতন্য। খিড়কীর দোর খোলা, ফাঁক।

বাপু। তাহলেতো ঠিক হয়েছে, খিড়কীতে কোথায় আছে ডাক, আচ্ছা তুই সদরের দিকে খুঁজে আয়, আমি খিড়কীতে যাচ্ছি।—প্রমোদা, প্রমোদা!

চৈতন্য। আ মর বেটা, ঘাড়ের ওপর পড়িস্ কেন? কানা নাকি?

বাপু। ও কারা চৈতন্যচরণ?

চৈতন্য। দুটো সেপাই।

বাপু। সেপাই!

চৈতন্য। হ্যাঁ, আমার শশুর পুত্র সহোদর হেতিয়ার ধরা সিপাই। আমি যখন দিদিকে খুঁজতে যাই তখন ওরা বাড়ীর ভেতর ঢুকছিল।

বাপু। ঢুকছিল তা আমাকে খবর দিলে না!

চৈতন্য। একসঙ্গে কি দুকাজ হয়? তুমি দিদিকে খুঁজতে পাঠালে, তাই—খুঁজতে গেলুম, এর মধ্যে সেপাই ঢুকলে খবর দেয় কে? এখন পালিয়ে গেল তাই খবর দিচ্ছি।

বাপু। পালিয়ে গেল কিরে মূর্খ? ওরা যে আমার সর্ব্বনাশ কোরে গেল! তোর সম্মুখ থেকে আমার কন্যাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেল!

চৈতন্য। এ্যাঁ! অপহরণ কোরে নিয়ে গেল?

বাপু। বৃদ্ধ বয়সে আমার অদৃষ্টে এই ছিল চৈতন্যচরণ।

চৈতন্য। বলছো কি বাবাঠাকুর? দিদিকে চুরী করে নিয়ে গেল কি? তাহ'লে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ধ'রে আন।

বাপু। কোথায় কে নিয়ে গেল কেমন কোরে জান্‌বো তা ধরে আন্‌বো?

চৈতন্য। ধরে আন্‌বে না? দাঁড়িয়ে থাকবে?

বাপু। স্বপ্নেও ভাবিনে যে আমার গৃহে অত্যাচার প্রবেশ ক'রবে! পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাব যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে গুরুজ্ঞানে এই ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে এসে শ্রদ্ধার সহিত মাথা নুইয়েছে। আজ তার কন্যাকেও দস্যুতে অপহরণ কোরে নিয়ে গেল।

চৈতন্য। তাহলে কি করলুম?

বাপু। তুমি করবে কি? আমার কর্ম্মফল। নাও এক কাজ কর, ত্রিবেণী যাবার যা উদ্যোগ করিছি তা আর বন্ধ করবো না। নাও বস্ত্রাদি তোমার কি কি নেবে, এই বেলায় গুছিয়ে নাও।

চৈতন্য। দিদির খোঁজা তাহলে হলোনা?

বাপু। তাই যদি করতে হয় তাহলে ঘরে বসে তো আর খোঁজ করলে চলবে না? গৃহত্যাগ করতে হবে। নাও আর মুহূর্ত্তের জন্যেও বিলম্ব করো না! গৃহ এখন আমার শ্মশান তুল্য বোধ হচ্ছে।

চৈতন্য। এ্যাঁ! শেষকালে আমার অদৃষ্টে এই ছিল! দিদিকে আমার চোখের ওপর থেকে ধরে নিয়ে গেল! (গমনোদ্যোগ)

বাপু। কোথায় যাও?

চৈতন্য। আমি সেই পাষণ্ডদের ধরে আন্‌বো।

বাপু। সে কি এখনো তোমার জন্য অপেক্ষা করছে মূর্খ?

চৈতন্য। বেশতো খুঁজি না।

বাপু। আমি কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বো না।

চৈতন্য। বেশ, পারিতো খুঁজে নেব। তুমি তোমার, কিন্তু চরণ আমার।

[প্রস্থান।

বাপু। তাইতো! এ আমি কি ক'র্‌ছি? সন্তান মায়ায় মুগ্ধ হয়ে এ আমি কি ক'র্‌ছি? আমার এত দিনের স্বযত্ন গঠিত হৃদয় বৃদ্ধ বয়সে চূর্ণ কর্‌তে চ'লেছি। মায়ামুগ্ধ হোয়ে কি লাভ ক'র্‌লুম, কাকে রাখ্‌তে পারলুম, কে কাকে ধরে, কে কার প্রতি অত্যাচার করে! এ অত্যাচারীতের রক্ষা কর্ত্তা কে? হে বিপন্ন তুমি আশ্বস্ত হও, হে অত্যাচারী তুমি শান্ত হও; হে জগতের কল্যান বিধাতা! তুমি উভয়েরই কল্যান বিধান কর। প্রমোদা! প্রমোদা! না না আবার প্রমোদা? মা মা সর্ব্বশক্তি ধারিণী চণ্ডিকে—এই যে—এই যে! কোথায় চলেছ শ্যামা? কোন বিপন্নকে রক্ষা করতে কার হাত ধোরে তুমি কোথায় চলেছ মা? বালকের সম্মুখে অন্ধকার সাগর—শ্যাম সৌন্দর্য্যে সে শ্যামাঙ্গ ভেদ করতে করতে ও কোথায় চল্‌লি মা? আর যে দেখতে পাইনে! কোথায় চল্‌লি মা?—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

প্রমোদা ও বাহার।

প্রমোদা। আর কত দূরে তোমার সঙ্গী বাপ?

বাহার। ঐ পুকুরের ধারে এক আঁম গাছের তলায় শুয়ে আছে।

প্রমোদা। একটু একটু কোরে অনেক পথ এসে পড়েছ, তুমি একটু এই খানে বিশ্রাম কর না কেন? আমি তাকে খুঁজে নিয়ে আসি।

বাহার। তুমি খুঁজে পাবে না।

প্রমোদা। ডাকলেতো সাড়া পাব?

বাহার। বড়ই ক্লান্ত হোয়ে সে শুয়ে পড়েছে; যদি ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রমোদা। তা কি পারে? তোমায় সে নিরাপদ না দেখে কি ঘুমুতে পারে?

বাহার। সে যখন অচল হোয়েছে তখন আমাকে ছেড়ে দিয়েছে!— তোমাদের ওই বাড়ী দেখিয়ে শুয়েছে।

প্রমোদা। বেশ, তবে চল।

বাহার। হ্যাঁগা, তুমি কি হিন্দু?

প্রমোদা। হ্যাঁ।

বাহার। তবে আমি তোমার কাছে কেমন কোরে থাকবো? আমি যে মুসলমান?

প্রমোদা। তাতে কি? তুমি আমার কাছে থাকবে, আমি তোমার মায়ের মতন তোমাকে যত্ন করবো; আদর করবো, দিবারাত্র বুকে কোরে রাখবো, তাহলেতো তোমার অভিমান থাকবে না?

বাহার। তোমার এত দয়া ?

প্রমোদা। এ আমার দয়া কি বাপ্! দয়া আমার না তোমার ? তুমি সর্ব্বশোভাধার বাগানটীর মত আমার এই মরু হৃদয়ে সহসা জেগে উঠেছ! আমি তোমার মধুময় সঙ্গে যে সুখ ভোগ করবো তার কণাও কি বালক— তোমায় দিতে পারবো ?

বাহার। দেখ গা, আমরা সারা দিন রাত ধোরে পথ চলে আস্‌ছি, সারা দিন রাতের ভেতর একটুও বিশ্রাম কর্ত্তে পাইনি।

প্রমোদা। বিশ্রাম কর্‌তে পাওনি ?

বাহার। কেমন কোরে পাব ? আমাকে ধরবার জন্য পিছোনে পিছোনে কত সওয়ার তেড়ে এসেছিল।

প্রমোদা। সারা দিন খেলে কি ?

বাহার। সে কথা আর বলো না।

প্রমোদা। কিছু খাওনি ?

বাহার। খেয়েছি, কিন্তু কি খেয়েছি তা জানিনে। সমস্ত দিনের ভেতর একটীবার মাত্র সে আমাকে মাটীতে নাবিয়ে ছিল। তা আবার বিজন বনে, সেখানে কি আছে তা খাব। আমার সঙ্গী গাছ থেকে দুটো একটা কি ফল পেড়ে দিয়েছিল তা যে কসা মুখে তুলতে না তুলতে গা কেমন করে। হ্যাঁগা সে ফল কি—আমি খেতে পারি ?

প্রমোদা। কি সর্ব্বনাশ! তাহ্‌লে তো এখনোত তোমাকে বাঁচাতে পারিনি বাবা ? শীগ্‌গীর তোমার সঙ্গীটীকে ডাক, আমার বোধ হয় ক্ষুধার শ্রমে সে জ্ঞান শূন্য হোয়ে পড়েছে। তুমি একবার তার নাম ধরে ডাক।

(নেপথ্যে অশ্বপদশব্দ)

বাহার। ওগো তারা আস্‌ছে যে ?

প্রমোদা। তাইতো, এখনো তারা তোমার সঙ্গ ছাড়েনি।

বাহার। ওগো তাহলে কি হবে?

প্রমোদা। কিছু ভয় নেই, তুমি আমার হাত ধোরে দাঁড়াও।

বাহার। ওগো আমার ভয় করছে যে?

প্রমোদা। ভয় কি, আমি তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি, তুমি আশ্বস্ত হও।

বাহার। তারা যে অনেক।

প্রমোদা। হলেই বা, আমাকেও তুমি অনেক দেখবে, তারা যদি দশ হয়, আমায় দেখবে শত! তারা যদি শত হয় আমাকে দেখবে সহস্র! নাও বাপ অঞ্চল ধর, তারা নিকটে এসে পোড়েছে।

(নেপথ্যে) এই দিকে এই দিকে।

প্রমোদা। ধর বাপ্ অঞ্চল ধর, নির্ভয়ে আমার পার্শ্বে দাঁড়াও।

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে,
অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে,
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু;
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

(রেজা খাঁ ও সিপাহীগণের প্রবেশ)

রেজা। খুঁজে দেখ ঠিক এই খানে আছে।

১ম সি। খোঁজ খোঁজ।

২য় সি। ইয়া আল্লা! মিলা।

১ম সি। কই কই?

২য় সি। ঐ যে ঐ যে!

১ম সি। ও বাবা! পাশে দাঁড়িয়ে ও কিরে?

২য় সি। তাইতো ও কিরে সাদা ধপ্ধপে!

১ম সি। ওকি বল দেখি? নড়েও না, চড়েও না, যেন কাঠের মতন দাঁড়িয়ে আছে!

রেজা। কিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

১ম সি। হুজুর! মিলা বটে! কিন্তু কিছু গোলমেলে—গোছ মিলা।—ছেলেটা একটা বরফের গাছ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

রেজা। সে কি?

১ম সি। আজ্ঞা হুজুর! ঐ দেখুন না।

রেজা। তাইতো এ কি?

২য় সি। আর এ কি! বোঝাত গেল এখন ফিরে চলুন।

রেজা। তাইত, একি! একি বিচিত্র দৃশ্য! বালক এ জনশূন্য প্রান্তরে কার আশ্রয় প্রাপ্ত হলো! নিশ্চল স্ফটিক নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সৌন্দর্য্যের আভাষে গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে এ কোন্ স্বর্গের পরী দুনিয়ায় অবতীর্ণ হোয়ে, বালককে অভয় অঞ্চলে আবদ্ধ ক'র্‌লে!

১ম সি। নড়েওনা চড়েওনা—চেয়েও দেখে না!

২য় সি। গা দিয়ে যেন আগুন ঝ'ল্‌সে প'ড়্‌ছে!

১ম সি। হুজুর! পেছিয়ে আসুন।

রেজা। কে আপনি?

প্রমোদা। (নিরুত্তর)

রেজা। কে আপনি? উত্তর দিচ্ছেন না কেন?

প্রমোদা। আপনি কে?

রেজা। আমি কে উত্তর দিয়ে তো বোঝাতে পারবো না; তোমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'র্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে! রাজদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়েছিস কেন?

প্রমোদা। এই ক্ষুদ্র বালক কখনো কি রাজদ্রোহী হ'তে পারে?

রেজা। হ'তে পারে কি না পারে সে জবাব এখানে আর শুনবে কেন? সঙ্গে চল, শোনাতে শোনাতে যাই—এই ওকে গ্রেপ্তার কর্।

প্রমোদা। তোমাদের প্রাণে কি বীরের অভিমান নেই? একজন বালককে ধ'র্‌তে এত অস্ত্র টস্ত্র নিয়ে সেজে এসেছ! সাবধান কাছে আসিস্‌নে।

১ম সি। মহড়া আগ্‌লা মহড়া আগ্‌লা।

প্রমোদা। অপারে মহা দুস্তরে হত্যন্ত ঘোরে,
বিপৎসাগরে মজ্যতাং দেহভাজাং
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

বাহার। মা, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

প্রমোদা। কেন ছাড়বো, হাতে পেয়ে তোমাকে ছেড়ে দেবো? যাই যদি—মা ও সন্তান দুজনেই যাব। এসো এই অন্তরালে দাঁড়াই। আমার পিতা অনেক রাজা মহারাজার স্বষ্টিকর্ত্তা। তাঁর নন্দিনী আমি সহজে ধরা দেব?

শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ।

রেজা। ধর ধর সরে গেল, সরে গেল।

সিপাইগণ। যাবি কোথায়, যাবি কোথায়?

প্রমোদা। একি পিতা! একি গুরু! তোমার মন্ত্র কি শক্তিহীন হোয়েছে? অভয়ে! তোর নামের কি মাহাত্ম্য গেছে?

(নন্দকুমারের প্রবেশ)

নন্দ। তাকি কখনো যায়? নাম যদি সুগীত হয়, তাকি কখনো

নিষ্ফল হয় মা ? এই যে অভয়া তোমার উদ্ধারের জন্য তার একজন দাসকে পাঠিয়েছেন ! কে তোরা ? কে তুমি ?

রেজা। আমরা যে হই, তুই কে ?

নন্দ। কে'ও ? মহম্মদ রেজা খাঁ ? আপনি !

রেজা। অ্যাঁ ! কে'ও ফৌজদার সাহেব ?

১ম সি। কেরে কেরে ?

২য় সি। শুনছিস ফৌজদার পেছিয়ে আয় পেছিয়ে আয়।

নন্দ। আপনি এত সেপাই শাস্ত্রি নিয়ে এ বন দেশে কেন ? এ কোন্ গৃহস্থ কন্যার ওপর আপনি অত্যাচার ক'র্‌ছেন ?

রেজা। গৃহস্থ কন্যা নয়, মীরকাসিমের পুত্র এখানে পালিয়ে এসেছে, তাকে গ্রেপ্তার ক'র্‌তে এসেছি।

নন্দ। নবাব মীরকাসিমের পুত্র আছে, তাতো আমরা কখনো শুনিনি।

রেজা। কেউই জানে না। নবাব একে গোপনে রেখেছিলেন, আমিয়ট সাহেব এর সন্ধান পেয়েছিলেন।

নন্দ। সন্ধান পেয়েই ধরতে এসেছেন ? এই যে কাল নবাব আপনাকে অতি দীনাবস্থা থেকে তুলে রেসেলদারের পদ দিয়েছেন, এই কি তার প্রতিশোধ দিচ্ছেন ? খাঁ সাহেব, এখনো ফিরে যান, নবাব মীরকাসিমের ছেলেকে গ্রেপ্তার ক'রে আপনার ইংরেজ ভক্তি দেখা'বার সময় এখনো আসেনি। এখনো বিজয় লক্ষ্মী কোন পথ অবলম্বন করেন তার স্থিরতা নেই। যান্, ফিরে যান্; এ মহত্ব—রমণীর ওপর এ অমানুষিক বীরত্ব দেখাবার এখনো ঢের সময় আছে। আপনি জানেন না যে কি ব্যাঘ্রের বিবরে প্রবেশ কোরেছেন ! এই ক্ষুদ্র গ্রামের এক কুটীর থেকেই রাজা, মহারাজা, নবাবের উদ্ভব। যদি তিনি জান্‌তে পারেন তাঁর গৃহ পার্শ্বে রমণীর ওপর অত্যাচার হচ্ছে—জেনে যদি, তাঁর

একবার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তা'হলে বাংলায় এমন কেউ নেই, আপনাকে রক্ষা করতে পারে! যদি ভবিষ্যতের উন্নতি চান ত কুঠীরাধিকারীর কোপদৃষ্টিতে প'ড়বেন না। আমি আপনার মঙ্গলকামী, আমার কথা রক্ষা করুন।

রেজা। আমি আপনার কথা রাখবো, না হেষ্টিংস্ সাহেবের কথা রাখবো?

নন্দ। একটা সম্ভ্রমের পদ পেয়েছেন, আর কার কথা রাখবেন এটা বুঝ্তে পাচ্ছেন না? হেষ্টিংস্ কাসীম বাজারের কুঠীর একজন গোমস্তা, আমি হুগলী বর্দ্ধমানের ফৌজদার! আমার এলেখার ভেতরে হেষ্টিংস্ কে?

রেজা। এস, সকলে চোলে এস। কিন্তু কোম্পানীর যদি বিপদ হয় তো আপনাকে তার জবাব দিহি ক'রতে হবে।

নন্দ। অবশ্য। এখনো. এত কাপুরুষতা আসেনি যে, আপনাকে বিপন্ন ক'রে আমি আত্মরক্ষা ক'র্বো। নবাব মীরকাসিমের পুত্রকে রক্ষা ক'র্বার যত অপরাধ আমি নিজের ব'লে গ্রহণ ক'র্লুম।

রেজা। বস্ তাহলেই হলো। নে তোরা চ'লে আয়, সেলাম।—

[রেজ খাঁ ও সিপাহীগণের প্রস্থান।

নন্দ। আসুন মা, অভয়া আপনাদের আবেদন শুনেছেন—আপনি নিরাপদ।

প্রমোদা। আপনি! মহারাজ?

নন্দ। প্রমোদা! তুমি! তুমিই এই বালককে রক্ষা করেছো? যে পিতার কন্যা তুমি, এ তোমারই যোগ্য কার্য্য! বালক মুর্শিদাবাদে পৌছিলে পৃথিবী আর তাকে দেখতে পেতো না। সিরাজুদ্দৌলার ভাই— চৌদ্দ বৎসরের বালক, সংসারের কিছুই জানে না—নরপিশাচেরা তাকে তক্তা বুকে দিয়ে চেপে মেরেছিল! এ নবোন্মেষিত ফুলকেও হয় তো তারা সেইরূপ নিষ্ঠুর ভাবেই বিদলিত ক'র্তো! ওদের অসাধ্য কার্য্য

নেই, ওরা করতে না পারে এমন পাপ নেই। নাও ভগিনী, ঘরে চল।

প্রমোদা। মহারাজ!

নন্দ। কে মহারাজ? আমি তোমার কাছে মহারাজ শুনতে আসিনি। আমি তোমার যে দাদা সেই দাদা; চল ঘরে চল, গুরু দর্শনের জন্য মন উৎকণ্ঠিত হোয়ে উঠেছে।

প্রমো। বড় সুসময়ে এসে উপস্থিত হোয়েছেন।

নন্দ। তুমি জ্ঞানবতী, তবে একি কথা ব'ললে ভগিনী? আমি এসেছি না তোমার অভয়া আমাকে এনেছেন! গুরু গৃহে উপস্থিত হবার ত এ পথ নয়। চৌদ্দ বৎসর আমি এদিকে আসিনি, পথ হারিয়ে সন্ধ্যা বেলা থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

প্রমো। সেকি! গ্রামের কাউকেও পথ জিজ্ঞাসা করেন নি?

নন্দ। তবে আর ব'লছি কি! মহামায়ার কাছে ত আর এ ঘটনা অজ্ঞাত নেই, তাই তিনি সন্ধ্যা বেলায় আমার মাথায় এক অভিমান ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন; ভাবলুম গুরুগৃহে মানুষ হলুম, দরিদ্রের অবস্থা থেকে ফৌজ্‌দারী পর্য্যন্ত আমার লাভ হোয়েছে, সেই ঘর চোদ্দ বৎসরের মধ্যেই বিস্মৃত হোয়ে গেলুম! তাইত মনে ক'র্‌লুম যদি নিজে খুঁজে বার ক'র্‌তে পারি তবেই সে পবিত্র গৃহে প্রবেশ ক'র্‌বো। নচেৎ সমস্ত রাত্রি পথে পথে ঘুর্‌বো, এমন কি বৃক্ষতলেও আশ্রয় ক'র্‌বো। এখন বুঝলুম মা এ ভাব আমার মাথায় প্রবেশ করিয়েছিলেন কেন? নাও ভগিনী, ঘরে চল। আসুন নবাবজাদা, ভৃত্য আমি সঙ্গে আসুন। একি প্রমোদা! এ তোমাকে কি দেখছি!

প্রমোদা। এই আমার কর্ম্মফল।

নন্দ। এ কি সর্ব্বনাশ! তোমাকে কুমারী দেখে গেছলুম, আর চৌদ্দ বৎসর পরে ফিরে কি এই দেখতে এলুম?

প্রমোদা। ঘরে চলুন।

নন্দ। না ঘরে তো যেতে পারলুম না; আমি এইখান থেকেই ফিরলুম।

প্রমোদা। সে কি! বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না?

নন্দ। এসে দেখা ক'র্‌বো।

প্রমোদা। তিনি ত্রিবেণী যাবেন মনে করেছেন।

নন্দ। বেশ, তাহ'লে সেইখানেই দেখা ক'র্‌বো। আমি তোমার নাম করে কতকগুলো অলঙ্কার এনেছিলুম।

প্রমোদা। অলঙ্কার নিয়ে আর কি ক'র্‌বো?

নন্দ। তোমার নাম করে আনা সামগ্রী এতো আমি নিজে গ্রহণ কর্ত্তে পারবো না। বেচ্‌লে অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে। আমার এক বন্ধু জহুরী, নাম বুলাকী দাস, তিনি মুর্শিদাবাদে যাচ্ছেন, তিনি পথের মাঝে এক চটীতে রাত্রিযাপন কচ্ছেন, ভোরেই তিনি রওনা হবেন, এখন না গেলে তাকে ধরতে পারবো না। আমি তাকে এইগুলো বেচ্‌তে দিয়ে আসি।

প্রমোদা। টাকা নিয়েই বা কি ক'রবো?

নন্দ। সঙ্গে নবাব পুত্র, তিনি এখন তোমার ভার। টাকা কাছে থাকলে কত প্রয়োজনে লাগ্‌বে। আর না লাগে দরিদ্রকে বিতরণ কর।

প্রমোদা। তবে আসুন।

নন্দ। নবাবজাদা সেলাম।

[সকলের প্রস্থান।

(বাপুদেব ও চৈতন্যচরণের প্রবেশ)

বাপু। আর কেন বৃথা ঘুরছো চৈতন্যচরণ? আমার সঙ্গে তীর্থে চল, তার দেখা পাবে না।

চৈত। অবশ্য পাব, পেতেই হবে, পেতেই হবে কেন, পেয়েছি।

বাপু। চৈতন্যচরণ, এখন বুঝলেম তুমিই বুদ্ধিমান! ঈশ্বর নির্ভরতা তুমিই যথার্থ শিক্ষা করেছ! তোমার তুলনায় আমি অবোধ।

(প্রমোদা ও বাহারের প্রবেশ)

বাপু। প্রমোদা!

প্রমো। এই যে! এই যে! এতক্ষণ সহস্র ছিলুম, এইবারে আবার আমি দশ সহস্র হলুম।

বাপু। এটী কে মা? তাইতো, একি! একে কোথায় পেলে প্রমোদা?

প্রমোদা। বিপন্ন হোয়ে বালক আপনার আশ্রয় নিতে এসেছে।

বাপু। এ বালক কে জান?

প্রমোদা। শুনিছি।

বাপু। সমস্ত বাংলা একে ধ'রবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। তাদের গতির প্রতিরোধ ক'রতে পারবে?

প্রমোদা। শক্তি বল সাহস সমস্তই আপনি।

বাপু। আমি তো থাকবো না, আমি তাঁদের নাম করে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—ফির্‌বো না।

প্রমোদা। তীর্থ দেখেও ফির্‌বেন না?

বাপু। তা এখন বলতে পারি না।

প্রমোদা। তবে আসুন।

বাপু। বালককে আশ্রয় দিতে তুমি সাহস কর?

প্রমোদা। এইতো ব'ললুম সাহস আপনি।

চৈতন্য। উনি কে? ওঁর কোন ক্ষমতা নেই। সাহস ঐ শ্রীচরণ! ঐ চরণ ধর। হাতে গায়ে মাথায় মেখে নাও, ছেলেটার গায়ে মাথায় মাখিয়ে দাও। বাবাঠাকুরের নাম করে যখন একবার আশ্রয় দিয়েছ তখন আর ছেড়ো না—কিছুতে ছেড়ো না।

প্রমোদা। পিতা! লোকে তীর্থ-মৃত্যু কামনা করে, আপনার আশীর্ব্বাদে যখন ঘরে বসে তীর্থ পেয়েছি, তখন মরতে হয়, এই তীর্থকে ধোরেই ম'র্‌বো। প্রাণ থাকতে একে আর আমি হাত ছাড়া ক'র্‌ছিনি।

বাপু। বেশ। মা শুনে সন্তুষ্ট হলেম। বিধাতা তোমাকে এই বালকের ভার দিয়েছেন, যতক্ষণ পার রক্ষা কর। ব্রাহ্মণ কন্যার উপযুক্ত ভারই তুমি স্কন্ধে গ্রহণ করেছ। যদি রক্ষা করতে পার, তবে বাংলায় নবাবের নাম আবার শুন্‌তে পাবে। নইলে মীরকাসিমের সঙ্গেই সব শেষ। আমি আর অপেক্ষা ক'রতে পার্‌লুম না; রাত্রি-শেষের লক্ষণ দেখা দিয়েছে! বালককে গৃহে নিয়ে সুশ্রূষা কর। চৈতন্যচরণ, সঙ্গে যাবে?

চৈতন্য। যাব না?

বাপু। তাহ'লে এসো।

চৈতন্য। দিদি?

বাপু। এ অবস্থায় তোমার দিদিকে আর সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা উচিত নয়।

চৈতন্য। তবে চল।

প্রমোদা। মহারাজ নন্দকুমার রায় আপনার দর্শনে এসেছেন।

বাপু। নন্দকুমার রায়! সে এ বালককে দেখেছে?

প্রমোদা। তিনিই বালককে উদ্ধার ক'রেছেন।

বাপু। নন্দকুমার কোথায়?

প্রমোদা। তাঁর সঙ্গীর অন্বেষণে গেছেন —আর আর—

বাপু। আর কি ?

প্রমোদা। এখনি তিনি ফিরে আসবেন।

বাপু। প্রমোদা ! তুমি বাড়ি ফিরো না, এ বালককে অন্য কোথাও রক্ষা কর।

প্রমোদা। কোথায় যাবো আজ্ঞা করুন।

বাপু। অন্য যেখানে তুমি সুবিধে বোধ কর।

প্রমোদা। নন্দকুমার রায় ফিরে আস্‌বে।

বাপু। না দেখতে পেয়ে বাড়ী ফিরে যাবে। এসো চৈতন্য-চরণ।

[প্রমোদা ও বাহার ব্যতীত উভয়ের প্রস্থান।

প্রমোদা। দারুণ সমস্যার কথা ! বল দেখি বাপ্ কি করি ?

বাহার। পিতার কথা মা পালন কর।

প্রমোদা। পালন সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি যে নিরাহার !

বাহার। আনন্দে আমার প্রাণ পূরে গেছে।

প্রমোদা। মহারাজা অতিথি। তার ওপর তিনি টাকা আনতে গেছেন।

বাহার। আবার টাকা ! আমি যে লক্ষ টাকার শিরপ্যাঁচ ফেলে, লক্ষ টাকার মালা ফেলে, আমার অমূল্য মাকে ফেলে, তাদের বদলে তোমাকে যে পেয়েছি মা ! আবার টাকা ?

প্রমোদা। বেশ, তবে চল। তোমায় কি বলে ডাকবো বাপ ?

বাহার। মা আমাকে বাহার বোলে ডাক্‌তেন।

প্রমোদা। আর কোন নামে ডাক্‌লে হয় না ?

বাহার। না মা। বাবা আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, মা আমাকে আদরের আবরণে ঢেকে রেখেছিলেন, একবার লুকিয়েছি এই ঢের। আর লুকুবো না—জান গেলেও না। মা! নাম আমার বজায় রাখ, তারপর দেখবে বাংলার রাজত্ব এক ব্রাহ্মণ কন্যার হুকুমে চালিত হচ্ছে।

প্রমোদা। বক্ষের নিধি—বক্ষে এসো।

[উভয়ে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হেষ্টিংসের কক্ষ।

হেষ্টিংস ও মোহনপ্রসাদ

হেষ্টিংস। আমি মান্দ্রাজ থেকে আসিতে না আসিতে এত কাণ্ড হইয়া গেল ?

মোহন। তুমি না থাকবার দরুণই তো যত গোল বাধলো। সাহেব, তুমি আর দিন কতক আগে আসতে পারতে তাহ'লে বোধ হয় লড়াই বাধতো না। তুমি মুর্শিদাবাদে কতকাল কাটিয়েছ, কাসিমবাজারে আমিয়টের সঙ্গে কত মজা লুটেছো—আমারত আর কিছু অবিদিত নেই—শেষে যখন নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাসিমবাজার লুট ক'রে তোমাদের গ্রেপ্তার ক'রতে সেপাইদের হুকুম দেয়, তখন কান্ত বাবুর ঢেঁক্‌সেলে আমিয়টের সঙ্গে পান্তা পর্য্যন্ত খেয়েছ, তুমি থাকলে কি আর লড়াই বাধে? তুমি আমিয়টকে বোঝালে সে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হোয়ে যেতো। লড়াই বন্দ করা কি গবর্ণরের কাজ ?

হেষ্টিংস। তবু আসিবামাত্র আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

মোহন। তুমি যখন এসেছো তখন লড়াই এক রকম বেধে গেছে।

হেষ্টিংস। Poor Amyatt! শুধু অস্থিরতার জন্যই হতভাগ্য প্রাণ দিয়াছে।

মোহন। দিয়াছে বলিয়া দিয়াছে, একটা গুলি সহ্য হয় না, এ কি না—হাজার গুলি পেটে ঢুকে গেল! নবাবের সেপাই ডেঙ্গা থেকে rifle

throw করতে লাগলো ; গুলির জ্বালায় বজরার লোক সব একেবারে mad, সাহেবও rifle throw ক'রতে লাগলো! কিন্তু হ'লে কি হবে সাহেব, আমিয়ট একা আর তারা হাজার। গোটাকতক গুলি খেয়েই সাহেব বজরার ওপরেই অমনি back side এ fall, একেবারে চিৎপাৎ। অমনি all গোলমাল। Life air get out হল, প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেল, সাহেবও ঝপাং কোরে জলে পড়ে গেল!—Boat eighty one—বজরা হয়ে গেল একাশি all earth, সব মাটী—Oh, God! আমি সেই বজ্‌রায় থাকলে আমাটীর সঙ্গে ঝপাং কোরে জলে প'ড়তুম।

হেষ্টিংস। তুমি পড়িয়া আর কি লাভ হইত?

মোহন। আর সাহেব আমাটীই আমার মুরুব্বি, নবাব দপ্তরে চাক্‌রী আমিয়টই আমায় কোরে দেয়। তার মৃত্যুতে জলে ঝাঁপ খাবো সেটা কি আর লাভালাভের কথা হল সাহেব। আমি যখন আমার মায়ের cotton give কটন গিভ্‌—

হেষ্টিংস। Cotton give!

মোহন। বুঝতে পারলে না সাহেব, মাই মাদার কটন গিভ—মায়ের তুলো দিয়েছিলেম—তুলো—that very large verb—প্রকাণ্ড ক্রিয়া—দাঁড়ি পাল্লা—সে এক কথায় বোঝাবার নয়। Mother one side বাঁট্‌-খারা—very heavy mother সাহেব—otherside, gold, silver, copper, paddy— শেষকালে হাঁড়িকুঁড়ি—তাতেও যখন হ'ল না, তখন নিজে গাট্‌-অপ্‌ সাহেব—অনেক কষ্টে বেম্‌ সোজা হল! তারপর thousand thousand Brahmin thousand thousand বৈষ্ণব! কেবল eat, eat and bundle bind—ছাঁদা বেঁধে নিয়ে গেল। এ সমস্ত মুরুব্বি আমিয়টের জন্যেই হয়েছিল। আমার মর্ম্ম কেবল সেই জানতো—সেই আমাকে চিন্‌তো।

হেষ্টিংস। কেন, আমি চিনিব।

মোহন। তা যদি চেনো সাহেব তবেই আমি রইলুম, নইলে আমি গেছি। আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা সব ওই হোয়াইট ফেস্ ফরসা। তোমাদের জন্যই আমি দেশের লোকের চক্ষুশূল eye colic।

হেষ্টিংস। কোন ভয় নেই। তোমার উপর Honourable Company যেরূপ অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছেন সেইরূপই করিবেন। এই গোলোযোগের সময় তোমার বিষয় চিন্তা করিবার সময় পাইতেছি না; তুমি সে জন্য কিছু মনে করিও না।

মোহন। দেখো সাহেব নবাবের গোয়েন্দা গিরি কাজ ক'র্‌তুম, কিন্তু তার পয়সা খেয়ে তোমাদেরই আমি চাক্‌রী করেছি, নবাবেরই গুপ্ত কথা তোমাদের প্রকাশ ক'রে দিয়েছি! নবাবের সঙ্গে নন্দকুমার রায়ের এমন বিচ্ছেদ কোরে দিয়েছি যে, এ জন্মে আর তাদের মিল হচ্ছে না।

হেষ্টিংস। ওইটাতেই তুমি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছ।

মোহন। যদি নেক নজর রাখ সাহেব তাহ'লে আরও কত উপকার ক'র্‌বো।

হেষ্টিংস। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নেক নজর তোমার উপর যথেষ্টই রাখিয়াছি এবং যথেষ্টই রাখিব।

মোহন। বস্ তাহলেই যথেষ্ট।

হেষ্টিংস। আপাততঃ আমি কাটোয়া চলিলাম, সেইখানে নবাব মীরজাফরের সঙ্গে আমার দেখা করিবার প্রয়োজন আছে। তুমিও সেই খানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

মোহন। তাহ'লে আসি সাহেব—সেলাম।

হেষ্টিংস। নন্দকুমার রায় কোথায় আছে তা জান?

মোহন। পরশু দিন তাকে তো হুগলীতে দেখেছি।

হেষ্টিংস। খবর পাইয়াছি রাজা হুগলীতে নেই।

মোহন। তাহ'লে ভদ্রপুরে।

হেষ্টিংস। তুমি সে খবরটা লইতে পার ?

মোহন। বেশ নেবো।

হেষ্টিংস। যত সত্বর পার খবরটা আমাকে আনিয়ে দাও।

মোহন। কেন, রাজা কি তোমাদের চাকৃরীতে ইস্তফা দিয়েছেন ?

হেষ্টিংস। শুনিয়াছি দিয়াছে, তবে গবর্ণরের সঙ্গে দেখা না হইলে আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না ; শুনিতেছি ভান্সিটার্টের সঙ্গে তাহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছে।

মোহন। বটে, তাতো জানিনে।

হেষ্টিংস। তুমি এই খবরটা আনিয়ে দিলে বড়ই উপকৃত হই।

মোহন। এতে আর কথা কি আছে সাহেব! এতো আমি অমনি অমনিই নিয়ে থাকি, five percent comission pocket পাঁচ জনের খবর নেওয়াইত আমার কাজ five person's news take my business তাইতেইত আমার আমোদ। বিশেষতঃ নন্দকুমার আমার ছেলে বেলার ইয়ার। তার খবর আমি রাখবো না ?

হেষ্টিংস। বেশ, তাহা হইলে এখন আসিতে পার। ভাল কথা মোহন প্রসাদ, মীরকাসিমের ছেলে আছে আমাদিগকে তো বল নাই!

মোহন। কই সাহেব আমিত জানি না! তাকেত কোন দিন দরবারে দেখিনি। আছে কি না কারও মুখে শুনিনি।

হেষ্টিংস। আছে।

মোহ। শুনেছিলুম বটে মীরকাসিমের এক ছেলে ছিল তা সে বাল্যকালেই মরে গেছে।

হেষ্টিংস। মরে নাই বাঁচিয়া আছে, মীরকাসিম তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

মোহন। আপনারা জানলেন কেমন ক'রে ?

হেষ্টিংস। ঘটনা ক্রমে আমিয়টের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল। সে

ছেলিয়া বড় ধড়িবাজ হইয়াছে! মীরকাসিম তাহাকে লুকাইয়া লুকাইয়া মানুষ তৈয়ারি করিতেছে! তাহার উদ্দেশ্য আপনি না পারে ছেলেকে দিয়া আমাদিগকে দেশত্যাগ করাইবে। তাহার প্রাণে এমনি ইংরেজ বিদ্বেষ প্রবেশ করাইয়াছে যে, সে আমিয়টকে দেখিয়া জুতা লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল!

মোহন। বটে, তারপর?

হেষ্টিংস। তারপর আর কি, বালক হাত তুলিতে না তুলিতে আমিয়ট তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

মোহন। আরে মলো! আস্পর্দ্ধাতো কম নয়! আমিয়ট সাহেব মুরুব্বি মানুষ, আমরা দেখলেই তাকে সেলাম ক'রতুম! তার গায়ে হাত! তাহ'লে বাপ বেটাকে এক সঙ্গে গ্রেপ্তার না ক'রলেতো আর চ'লছে না! ভাল কথা, আমরা কতদূর এগুলম সাহেব, জানতে তো পারলুম না।

হেষ্টিংস। শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

মোহন। শীগ্‌গির জানাও সাহেব, শীগ্‌গির জানাও।

হেষ্টিংস। তোমার কি বোধ হয়? এ লড়াই আমাদের ফতে হইবে?

মোহন। হবে না? বল কি সাহেব! অমঙ্গল কথা মনে আন কেন? মা কাত্যায়নী আমাদের সহায়। শীগ্‌গির মীরকাসিম ধরা প'ড়বে! আমাদের জাঁদ্‌রেল আদমসাহেব—তার সঙ্গে গুরগণ খাঁ লড়াই ক'রবে! যত বেটা ভুনোওয়ালা কাপড়াওয়ালা খাজা এক সঙ্গে জুটেছে, তারা করবে আমাদের সঙ্গে লড়াই! গুম্ গুম্ ক'রে কেবল কামানের আওয়াজ চ'লছে, আমি যে এগুতেই পাচ্ছিনে; নইলে আমরা কতদূর এগুলুম তোমার এতক্ষণ জানতে বাকি থাকে?

হেষ্টিংস। আমাদের পল্টনের খবর পাইতেছি না বলিয়া অনেকটা চিন্তিত রহিয়াছি।

মোহন। কিছু চিন্তা নেই, মা ডাকাতে কালী আমাদের ঠিক পথ

দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! এই শুনলে বোলে, আমরা মুঙ্গেরের কেল্লায় হুড়মুড় কোরে ঢুকে পড়েছি। তবে কি জান, আমরা চলবো গ্যাড্‌ব্যাড্‌ আর তারা ছুট্‌বে হুড় হুড়; এই জন্যে মীরকাসিমকে ধরতে দুদিন দেরি হবে।

হেষ্টিংস। আচ্ছা তুমি এখন বিদায় লইতে পার, আমার সঙ্গে কাটোয়ায় দেখা হইবে, আমি সেখানে মীরজাফরের সঙ্গে তোমার পরিচয় করাইয়া দিব। কিন্তু ভুলিও না, নন্দকুমারের খবর যেখান হইতে পাও আমাকে আনিয়া দিবে।

মোহন। বহুত আচ্ছা। [প্রস্থান।

(রেজাখাঁর প্রবেশ)

হেষ্টিংস। কি খবর?

রেজা। খবর ভাল হোয়েও হলো না সাহেব।

হেষ্টিংস। কি জন্য হইল না?

রেজা। মীরকাসিমের ছেলেকে গ্রেপ্তার ক'রেছিলুম।

হেষ্টিংস। কোথায় গ্রেপ্তার করিয়াছিলে?

রেজা। মীরকাসিম মুঙ্গেরের কেল্লা থেকে স্ত্রীও পুত্রকে রোটাসের কেল্লায় সরিয়ে দিচ্ছিল, পথে আমাদের লোক প'ড়ে তাদের আট্‌কেছিল।

হেষ্টিংস। তারপর?

রেজা। অনেক মারামারি কোরে তারা বেগমকে গ্রেপ্তার ক'রেছে। কিন্তু ছেলেকে পাওয়া গেল না।

হেষ্টিংস। কেন?

রেজা। বেগম আগে থাকতে তাকে লুকিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল?— তবু আমি সন্ধান কোরে তার পেছোন নিয়েছিলুম, পথে ধরেও ছিলুম।

হেষ্টিংস। রাখিতে পারিলে না?

রেজা। কেমন কোরে রাখবো সাহেব? ঘরের লোক শত্রুতা ক'র্‌লে!

হেষ্টিংস। কে ক'র্‌লে ?

রেজা। দেখো সাহেব বিপদে না পড়ি, অভয় দিতে পার তো নাম বলি।

হেষ্টিংস। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে প্রাণপণে আপনাকে রক্ষা করিব।

রেজা। মহারাজা নন্দকুমার।

হেষ্টিংস। বহুত আচ্ছা। আমি উহাকে বুঝিয়া লইব। আপাততঃ— আমি এক খানা চিঠি আপনাকে লিখিয়া দিতেছি, আপনি ইহা লইয়া সত্বর গবর্ণরের সঙ্গে দেখা করুন। নন্দকুমারকে কোথায় দেখিয়াছেন ?

রেজা। যায়গার নাম জানিনে, মুর্শিদাবাদ জেলার ভেতরে একটা ছোট গ্রাম।

হেষ্টিংস। সে গ্রামের সন্ধান দিতে পারিবেন ?

রেজা। যখন গেছি তখন পারবো না কেন সাহেব !

হেষ্টিংস। মোহনপ্রসাদ বেশী দূর যায় নি, শীঘ্র তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাপুদেবের বাটীর সন্নিকট।

নন্দকুমার ও জগচ্চন্দ্র।

নন্দ। তাইতো জগৎচাঁদ একি রকমটা হলো! নবাব পুত্রকে ও গুরুকন্যাকে আবার ইংরেজ ধরে নিয়ে গেল নাকি?

জগৎ। তা যদি নিয়ে যায় আপনি কতক্ষণ তাদের আট্‌কে রাখবেন।

নন্দ। একি কথা বলছো জগৎচাঁদ!

জগৎ। আমি যা ভাল বুঝছি তাই বল্‌ছি মহারাজ।

নন্দ। তোমার বুদ্ধির আমি প্রশংসা করতে পারি না।

জগৎ। তা আপনি না ক'র্‌তে পারেন। কিন্তু গ্রামের লোক কেউ আপনার কাজের বড় প্রশংসা ক'রছে না।

নন্দ। কি কাজ ক'রলে গ্রামের লোক প্রশংসা করে বল?

জগৎ। সে আর আমি ব'লবো কি? আপনি কি তা বুঝতে পাচ্ছেন না? একজন কাঁচা লোকের হাতে সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়ে আপনি কিনা ঘর ছেড়ে পথে পথে সন্ন্যাসীর মত বেড়াচ্ছেন। রাধাচরণ নিতান্ত গরিবের ছেলে, তার কোন পুরুষে কখনও বিষয়ের ধার দিয়ে যায়নি, এককাঠা জমি রোজকারের ক্ষমতা নেই, তার হাতে কিনা আপনি সর্ব্বস্ব সমর্পণ কোরে বোসেছেন?

নন্দ। তখন তোমাদের কাউকেও দেখ্‌তে পেলুম না, কাজেই রাধাচরণকে বিষয়ের ভার না দিয়ে করি কি?

জগৎ। বেশতো, এখনতো আমি এসেছি।

নন্দ। তুমিও কি বিষয় কখনও ঘেঁটেছ?

জগৎ। আমি ছাইতে না জানি গোড় চিনি তো, আমার বাপ পিতামহ এক সময় বিষয় নাড়াচাড়াতো ক'রেছে।

নন্দ। বেশ, আমি বাড়ী ফিরে তার ব্যবস্থা ক'রবো।

জগৎ। বাড়ী ফিরে তবে ব্যবস্থা ?

নন্দ। নইলে কেমন কোরে ক'র্‌বো ?

জগৎ। ততদিন আমি বড় জামাই হোয়েও রাধাচরণের হাত তোলায় প্রাণধারণ কোরে থাক্‌বো ?

নন্দ। হাত তোলায় থাকবে কেন ? তুমিও আমার জামাতা, সেও আমার জামাতা, তবে তুমি বড় সে ছোট !

জগৎ। বড় আর আমাকে রাখলেন কই ? আমি রাধাচরণের জন্ত গ্রামে আর মুখ দেখাতে পারি নে।

নন্দ। সে ব্যক্তি এমন কি ক'র্‌লে যে তার জন্য তোমাদের মুখ দেখানো পর্য্যন্ত বন্দ হোয়ে গেল।

জগৎ। কেন হলো তা আপনাকে কি বল্‌বো, আর বল্‌লেই বা আপনি বুঝবেন কি ? আপনি ছোট জামাইকে ভালবাসেন আর আমাদের দুজামাইকে দেখ্‌তে পারেন না।

নন্দ। আমি সকলকেই সমান ভালবাসি।

জগৎ। তাতো দেখ্‌তেই পাচ্ছি। গ্রামের লোক আপনার ভাল-বাসার কথা নিয়ে আমাকে তামাসা করতে আরম্ভ কোরেছে।

নন্দ। কি আপোদ ! তুমিতো তখন ছিলে না !

জগৎ। এখনতো আমি এসেছি।

নন্দ। আমি কি মরতে চলেছি বাপ জগচ্চাঁদ ! মনে করেছ আর কি আমি ফিরবো না, তাই আমার জীবদ্দশাতেই বিষয় নিয়ে টানাটানি আরম্ভ কোরেছো ?

জগৎ। তাইতো বলি যে আমার দুর্ভাগ্যে আপনি চিরদিনই আমার প্রতি বিরূপ ! গুরুদাস বেঁচে থাক আমরা বিষয় নিয়ে টানাটানি ক'রবার কে ? রাধাচরণ আমাকে হাত তুলে দেবে তবে আমি শ্বশুরবাড়ীতে বসবাস

করবো ? বেশ, আপনার রাধাচরণ থাক—আর আপনি থাকুন—আপনার কন্যারা থাকুক—আমি চক্ষুশূল চলে যাই।

নন্দ। আমার ফেরবার বিলম্বও তোমার সইছে না ?

জগৎ। বেশ আপনি আগে ভদ্রপুরে ফিরুন তারপর না হয় আমি যাবো।

নন্দ। তাই যেও, আপাততঃ কিছু ক'রতে পারি না। (জগচ্চাঁদের প্রস্থান) দুই জামায়ে বিষদৃশভাব! শেষকালে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝড় বোয়ে যাবে নাকি ?

(মোহনপ্রসাদের প্রবেশ)

মোহন। করলেন কি মহারাজ, জামাই বাবুকে চটীয়ে দিলেন!

নন্দ। মোহনপ্রসাদ তুমি এখানে কি মনে করে ?

মোহন। পরে ব'ল্‌ছি—আগে আপনি জামাই বাবুকে ফিরিয়ে আনুন।

নন্দ। ও যাক।

মোহন। রেগে তিনি হেষ্টিংসের কাছে চাকরী ক'রতে গেলেন।

নন্দ। যাক্ না, হেষ্টিংস আগে নিজের চাক্‌রী ঠিক করুক!—তা সে পরকে চাকরী দেবে ? তুমি হঠাৎ এমন সময় এখানে কি ক'রে উপস্থিত হ'লে ?

মোহন। আর বলেন কেন মহারাজ! পাপ—পাপ—কত পাপ করিছি তার ফল ভুগ্‌তে হবে তো ? এ পথে কি আর মনে ক'রে কেউ এসে ? ঘরবাড়ী সব লুটপাট হ'য়ে গেল! এখন যাই কোথায়, কাজেই পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পোড়া অদৃষ্টে মৃত্যুও নেই মহারাজ মৃত্যুও নেই।

নন্দ। তোমার ঘর বাড়ী লুটপাট হলো কি!

মোহন। শুধু কি আমার ? কার জন্যে যে দুঃখ করবো তা এখনও ঠিক কোরে উঠতে পারিনি। মুকিম সাহেব! ও মুকিম সাহেব! মহারাজের সন্ধান মিলেছে।

(বুলাকীর প্রবেশ)

আরে ছাই এগিয়ে এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে পিটপিট কোরে চাইলে কি মহারাজার সন্ধান পাবে ? আর দেখ্ছেন কি মহারাজ! কেঁদে কেঁদে গো বেচারীর চোখ কুত্কুতে হোয়ে গেছে।

নন্দ। কি বুলাকী দাস! এখানে তুমি কি মনে কোরে ?

মোহন। মহারাজকেই মনে কোরে। মহারাজ কি আর যে সে লোক! একে একে সকলকে একদিন না একদিন মহারাজের কাছে আসতে হবে। ইংরেজে টুপি খুলবে, খাঁ সাহেব কপাল চাপড়াবে, আর আমার মতন বাবু সাহেব সব মাথা খুঁড়বে। বেঁচে থাকুন—দেশের নাম। বামুনের ছেলে কলার বাসনা কেটে কোথায় যজমানের বাপের পিণ্ডি চট্কাবে, তা না কোরে কোথায় একেবারে জেলার মালিক ফৌজদার!—বাঙ্গালীর ছেলে, বছর শালিয়ানা আড়াই লক্ষ টাকা তন্খা। বাপ! এ কথন কি কেউ শুনেছে, না শুন্বে!

নন্দ। ব্যাপারটা কি বল।

মোহন। আরে ব্যাপারটা কি বল। মহারাজা কি তোমার মন গড়ে জবাব দেবেন ? স্বনাম ধন্য! স্বনাম ধন্য! খোজা মজুমদারের নাতি, রায় বংশের বাতি।

বুলাকী। মহারাজ! আপনার সমস্ত গহনা নষ্ট হোয়েছে।

নন্দ। সে কি হে!

বুলাকী। কিছু নেই মহারাজ!

নন্দ। সব গেছে ?

বুলাকী। সব। কিছু নেই! আপনার আমার সব গেছে।

মোহন। বেচারী একেবারে সর্ব্বস্বান্ত মহারাজ! কিছু নেই।

নন্দ। কিসে গেল?

বুলাকী। ইংরেজ মুর্শীদেবাদ দখল কোরেছে, তাদের সেপাই লুট কো'রেছে।

নন্দ। দখল করেছে!

মোহন। দখল কোরেই নবাব মীরজাফরকে মস্নদে ফিরে বসিয়েছে। আর যেখানে যা পেয়েছে সব হাত্ড়েছে।

বুলাকী। যে যে নবাব মীরকাসিমের পক্ষের লোক ছিল, ইংরেজ তাদের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে!

নন্দ। কিছু নেই?

বুলাকী। কিছু নেই, খাবার পাত্র নেই, জলখাবার ঘটী নেই।

মোহন। তোমার তবু ঘর আছে, আমার আবার তাও নেই। আমি নবাবের গোয়েন্দা বোলে তারা ঘরের চাল ভেঙে, দেওয়াল ভেঙে, আমার সন্ধান কোরেছে।

বুলাকী। এখন কি ক'র্বো হুকুম করুন মহারাজ!

নন্দ। সেতো আমার নয়। আমি গুরুকন্যার নামে সে সব অলঙ্কার উৎসর্গ করেছি।

বুলাকী। এখন আমি সর্ব্বস্বান্ত, কেমন কোরে তা দেব মহারাজ!

নন্দ। তা আর কেমন কোরে দেবে, সম্পত্তি চুরি গেছে তোমার অপরাধ কি।

মোহন। কি দয়া, দেখ্‌লে মুকিম সাহেব? কথা বর্ণে বর্ণে ফল্‌লো কিনা দেখ।

নন্দ। তবে কি জান, অলঙ্কারের মূল্য এখনো ঠিক হয়নি! গুরুকন্যাকে দান করা সামগ্রী, ঠিক মূল্য জানতে পার্‌লে নিশ্চিন্ত

হতুম। টাকা আমাকে দিতেই হবে। যদি কম হয় তাহ'লে—দত্তাপহারী হব।

বুলা। দাম তার পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী হবে না।

নন্দ। বেশ তবে যাও।

বুলাকী। টাকার কি হবে?

নন্দ। কিছুই নেই যখন তখন আর কেমন করে দেবে?

বুলাকী। দেখুন গুরুকন্যার নামে উৎসর্গ করা গহনা, মহারাজ! এক কাজ করুন, আমি একখানা খৎ লিখে দিই।

নন্দ। তাতে কি হবে?

বুলা। এখন কিছু হবেনা, তবে যদি সম্পত্তির কিনেরা হয়, তাহ'লে পরিশোধ করবো।

মোহ। খুব ভাল কথা, খুব ভাল কথা, তাই দাও মুকিম সাহেব তাই দিয়ে দাও।

নন্দ। তাতে আবার খৎ কেন বুলাকী দাস? তুমি ধার্ম্মিক, তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট।

বুলাকী। কি জানেন, মরা বাঁচার কথা বলা যায়না। আমি যদি মোরেই যাই, ছেলে পুলেতো আমার মনের কথা জানবে না!

মোহন। এক মরা বাঁচার কথা, তার ওপর পুরুষের দশ দশা! লিখে নিন্, সময় আছে অসময় আছে, লিখে নিন্! লিখে নিন্।

নন্দ। বেশ, তবে তাই দিয়ো।

মোহন। তাই দিয়ো, আমি মুসোবিদে কোরে দেবো। আপনি না নিলে, পাঁচজন আছে, গরিব আছে দুঃখী আছে। আর মহারাজ তো বাল্যকাল থেকে এ অধমকে পায়ে রেখেছেন সুতরাং আমিও আছি।

নন্দ। তোমার আবার কি? তুমিতো যথেষ্ট উপার্জ্জন ক'রছো মোহনপ্রসাদ!

মোহন। আমি! হায় হায়! আর বল্‌বেন না—হায় হায়!

নন্দ। তুমি আবার হায় হায় কেন?

মোহন। কেন—নবাবের চাকরী গেছে।

নন্দ। কেন, কি দোষে গেল?

মোহন। কি দোষ তা জানিনা, তবে নবাবের গোয়েন্দা গিরি কাজে বাড়ী থেকে বেরুলুম, এসে দেখি চাকরী নেই—ঘর নেই! পিসী বাট্‌না বাট্‌ছে, বৌ কাটনা কাটছে, কুনো বেরালটা পরের হাঁড়ী খাচ্ছে—গরু ভাগাড়ে গেছে।

নন্দ। বটে, তা'হলে কি ক'র্‌বে?

মোহন। আমি আবার কি ক'র্‌বো? আমার মহারাজ আছেন! তিনিই সব ক'ববেন।

নন্দ। বেশ, তোমরা আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

মোহন। কোথায় দেখা পাব?

নন্দ। দেখা, আপাততঃ ভদ্রপুরে যাচ্ছি।

বুলাকী। বেশ, সেইখানেই আমরা মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবো।

নন্দ। তবে অমাবস্তার মধ্যে যদি দেখা কর তা'হলেই দেখা হবার সম্ভাবনা। অমাবস্তার পরে আমি কোথায় থাকবো ব'ল্‌তে পারিনি।

মোহন। বেশ, অমাবস্তার আগেই হবে। চল চল—ব'ল্‌লুম ভেবোনা—স্বনাম পুরুষ, দয়ার প্রাণ, আমাদের দুপয়সা ক'রে খাবার সংস্থান—চল চল।

নন্দ। আর দেখ মোহন প্রসাদ, জগচ্চাঁদ আমার ওপর ক্রোধ কোরে চ'লে গেল, তাকে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে কোন রকমে ভদ্রপুরে পাঠিয়ে দাও; হেষ্টিংস লোক ভাল নয়, কুপরামর্শ দিতে পারে! তুমি শীগ্‌গির তার নাগাল ধরে পাঠিয়ে দাও।

মোহন। সেকি কথা; এখনি পাঠিয়ে দেব।

নন্দ। তাকে বোলো চাকরীই করা যদি তার অভিপ্রায় হয়, তাহ'লে এখানে সেখানে ছুটতে হবে না, নবাব দপ্তরে আমিই তার একটা ভাল রকমের চাকরী কোরে দেবো।

মোহন। হেষ্টিংসের কি কৌনসিলে চাক্‌রী পাবার সম্ভাবনা নেই?

নন্দ। এখনতো নেই, আর হওয়াও সহজ নয়। যেহেতু ক্লাইব বিরোধী। যাক্, তোমায় যা বল্লুম তুমি তাই কোরো।

মোহন। যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞা, মহারাজ! এ বাড়ীটা কার মহারাজ?

নন্দ। আমার ইষ্ট দেবের।

মোহন। এঁ্যা! আপনার ঈষ্টদেবের? (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া) বাঁচিয়ে রাখো বাবা ঈষ্টদেব! মহারাজাকে বাঁচিয়ে রাখো।

[নন্দকুমার ব্যতীত উভয়ের প্রস্থান।

নন্দ। তারপর আমি এখন কোথায় যাই? কি যে ক'রবো কিছুই যে ঠাউরে উঠতে পারছি নে! কি অশুভক্ষণেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি! গুরুর সঙ্গে দেখা হলোনা! গুরু কন্যাকে বিধবা দেখলুম! তার জন্য আনীত সম্পত্তি দস্যুতে লুটে নিয়ে গেল! শুভের একটী মাত্র যে চিহ্ন দেখেছিলুম তাওতো দ্বিতীয় বার দেখতেই মিলিয়ে গেল! নবাবজাদাকে যদিও রক্ষা ক'রলুম কিন্তু ফিরে এসেতো তাকে দেখ্‌তে পেলুমনা! আবার কি তারা রেজাখাঁর হাতে প'ড়্‌লো! কিছুইতো বুঝতে পারছি না! তা যদি হয়, বাপুদেবের কন্যা যদি বিধর্ম্মীর হাতে পড়ে, তাহ'লে তার চেয়েত দুঃখের কথা আর হতেই পারে না। নন্দকুমার রায়ের গুরু কন্যা, তারই অধীন কর্ম্মচারীর হাতে বন্দিনী! এ মর্ম্মভেদী অপমান কার? আমাকে যদি বাঙ্গালায় পৃথক অস্তিত্ব রাখতে হয়, তাহ'লে এ আমার অপমান, আমার রায় বংশের অপমান। এই অপমান আমি চুপ কোরে সহ্য কোরে যাব! গুরুর কাছে মন্ত্র নিতে চ'লেছি, গুরু যদি আমার এ কাপুরুষতা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারেন, তাহ'লে কি তিনি তাঁর

উটজ প্রাঙ্গণের তৃণ ধূলা পর্য্যন্ত আমাকে স্পর্শ করতে দেবেন ? কি করি, কি করি ? আমার শক্তির এখনও পরীক্ষা ক'রবার অবকাশ পাচ্ছিনা ! বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে আমার স্থান কোথায় !

তৃতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

বাপুদেব।

বাপু। চৈতন্যচরণকে দেশে পাঠিয়ে দিলুম, আমার সঙ্গে ঘুরে ও হৃত-ভাগ্য কষ্ট পায় কেন ? আহা ! ভৃত্যটী আমাতে একান্ত অনুরক্ত, কিছুতেই ছেড়ে যেতে চায় না, কি করবো, না ছাড়লেও উপায় নেই, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াও যা আমার সমস্ত কাজ পণ্ড করাও তা। আমার কথা শুনতো, তাহলে সেও আমাকে পাগল মনে না করে আর কি করতো ! আমি দুর্ব্বল ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমি ইচ্ছা করলে তীর্থের পথ নিষ্কণ্টক করতে পারি, ত্রিবেণীর স্নানের ঘাট অবরোধকারী ইংরাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি, ইংরেজের যথেচ্ছাচারের প্রতিকার করতে পারি, এ কথা যে শুনবে, সেই আমাকে উন্মাদ মনে না করে আর কি করবে ? কিন্তু এই দুর্ব্বল ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যে কত বড় শক্তির অধিকারী তাত কেউ জানেনা। ভাগ্যবলে আমার পর্ণ কুটীরে এক সময় দুটী জীবন-বহ্নির স্ফুলিঙ্গ পেয়েছিলুম, সুশিক্ষার ইন্ধন ও সদুপদেশের বাতাস দিয়ে সেই দুটী স্ফুলিঙ্গকে পাবক শিখায় পরিণত করেছিলুম। এখন তারা দূরে। যদি কোন ক্রমে আবার তাদের হাতের কাছে আনতে পারি, তাহ'লে নদীর বক্ষে ভাসমান ইংরেজের সমস্ত বজরা আমি পুড়িয়ে ছারখার ক'রে বাংলা থেকে ইংরেজ নাম লোপ করতে পারি। (নন্দকুমারের প্রবেশ) কে—নন্দকুমার ?

নন্দ। এই যে, এই যে, এতক্ষণে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হলো, সকল অপমান দূরে গেল। গুরুদেব, আমি অতি কুক্ষণে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম। নানারূপ মানসিক পীড়ায় পীড়িত হোয়ে হতাশ হোয়ে আবার আমি গৃহে ফির্‌ছিলুম। আনন্দময়ী এতক্ষণ পরে অভাগ্যকে কৃপা কোরেছেন।

বাপু। কোথায় গিছলে?

নন্দ। যাওয়া আর হলো কই? গুরুর শ্রীপাদ দর্শনের জন্যই বেরিয়েছিলুম, পথে ভগিনী প্রমোদার সঙ্গে সাক্ষাৎ। তার দুর্দ্দশার আমি কোন খবরও পাইনি, সঙ্গে তাঁর জন্য কিঞ্চিৎ অলঙ্কার এনেছিলুম, প্রয়োজন হলোনা বোলে সেই অলঙ্কার আমার কোন জহুরী বন্ধুর কাছে বেচতে দিয়েছিলুম। সেখান থেকে আমি পুনর্ব্বার গৃহে যাই। গিয়ে দেখি গৃহশূন্য! আপনিও নেই ভগিনীও নেই! একটী বালক ভগবদিচ্ছায় তার কাছে আশ্রয় পায়, সেটীরও আর কোন সন্ধান পেলুমনা! ভগ্ন মনে ফির্‌ছি, পথে সংবাদ পেলুম ভগিনীর জন্য আনীত সমস্ত অলঙ্কার অপহৃত হোয়েছে! কোম্পানীর সেপাই মূর্শিদাবাদে সেই জহুরীর বাড়ী লুঠ কোরেছে।

বাপু। এখন কোথায় চোলেছ?

নন্দ। সেই গহনার মেকদার টাকা আন্‌বো মনে কোরে বাড়ীতেই ফির্‌ছিলুম। টাকাও আন্‌বো আর সেই জহুরী স্বেচ্ছায় একটা খৎ লিখে দিতে চেয়েছে, সেইটেও লিখিয়ে নেবো।

বাপু। যে উদ্দেশ্যে অলঙ্কার এনেছিলে তা যখন সিদ্ধ হলোনা, তখন আর তার কথা তোল্‌বার প্রয়োজন কি?

নন্দ। গুরুকন্যার নামে যে সে অলঙ্কার প্রভু!

বাপু। অন্য কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করলে হয় না?

নন্দ। ওরূপ আদেশ করবেন না।

বাপু। আন্‌তেই যখন বিঘ্ন পোড়েছে তখন ও অর্থে কন্যার সাহায্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়।

নন্দ। ভালো, সে যা হয় পরে স্থির ক'র্‌বো, এখন গৃহে চলুন।

বাপু। কেন ?

নন্দ। একি কথা বল্‌ছেন গুরুদেব !

বাপু। আমি গঙ্গাস্নানের উদ্দেশে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।

নন্দ। তাহলে আমিও প্রভুর সঙ্গে যাই।

বাপু। আমিতো আর সেখানে যাচ্চিনা।

নন্দ। সেকি ! স্নান কর্‌বেন না ?

বাপু। সে কথা পরে বল্‌ছি, তোমার আর আমার সঙ্গে প্রয়োজন কি ?

নন্দ। কি অপরাধ কোরেছি প্রভু যে, শিষ্যের প্রতি এরূপ অভাবনীয় ক্রোধের ভাব দেখাচ্ছেন ?

বাপু। পিতা পুত্রের ওপর ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন, কিন্তু গুরু শিষ্যের উপর ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন না। তাহ'লেই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য।

নন্দ। তাহলে চোদ্দ বৎসর পরে আমি গুরুপাট দর্শন ক'র্‌তে এলুম. আপনি পথ থেকেই আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন !

বাপু। তুমিতো আমার অযোগ্য শিষ্য নও যে, স্ত্রীলোকের ন্যায় আবদার ধোরে আমার গন্তব্যপথে বাধা দেবে !

নন্দ। আমি যে মন্ত্র গ্রহণ ক'র্‌তে এসেছি প্রভু !

বাপু। প্রস্তুত হোয়ে এসেছ ?

নন্দ। মনের অভিলাষ তাই।

বাপু। শুধু অভিলাষ থাকলে তো হবে না ; প্রস্তুত হোয়ে এসেছ ?

নন্দ। আমি আপনার ভাব বুঝতে পাচ্ছিনে।

বাপু। কি মন্ত্র তোমায় দেবো তা তুমি জাননা। যে মন্ত্র দেবো তাই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে ; এবং গ্রহণের পরদণ্ড থেকেই মন্ত্র চৈতন্য সাধনের জন্য তোমাকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে।

নন্দ। মন্ত্র গ্রহণ করলে তবে জীবন উৎসর্গ ক'রতে হবে ? কেন— আপনার যে কোন আদেশ পালনের জন্য এখনি কি আমি জীবন উৎসর্গ করতে পারি না ?

বাপু। তুমি দীর্ঘজীবী হও। তাহলে এসো আমার সঙ্গে—ত্রিবেণী তীর্থে এমন শুভ যোগে হতভাগ্য হিন্দু স্নান ক'রতে পেলে না !

নন্দ। কেন ?

বাপু। ইংরেজ পল্টন নিয়ে সেখানে ছাউনি করেছে। কাউকেও তারা সেখানে দাঁড়াতে পর্য্যন্ত দিচ্ছে না। দেখে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে ! সেইজন্য স্নান না কোরে আমিও সেখান থেকে চ'লে আস্‌ছি ! লোক-গুলোকে স্নান না করাতে পার্‌লে আমিও স্নান করতে পারছি না।

নন্দ। ত্রিবেণীতে সৈন্য কেন ? লড়াইতো হচ্ছে কাটোয়ায়, গিরিয়ায় —তা এখানে কি ?

বাপু। তা জানিনা, জানবার প্রয়োজনও নেই। এই শুভদিনে তীর্থের দ্বার রুদ্ধ ! নন্দকুমার, তুমিই সেই রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত কর।

নন্দ। বড়ই কঠিন আদেশ প্রভু !

বাপু। কঠিন না হ'লে আমি তোমাকে ব'লবো কেন ?

নন্দ। তবে পদধূলি দিন। যদি কিছু কোরে উঠ্‌তে পারিতো এরই জোরে। (পদধূলি গ্রহণ)

বাপু। তোমার মঙ্গল হ'ক।

নন্দ। তাহ'লে আপনি অগ্রসর হ'ন্—আমি পরে যাচ্ছি।

বাপু। আশীর্ব্বাদ করি—তুমি একার্য্য সুসম্পন্ন কর। তারপর আগামী অমাবস্যায় কিরিটেশ্বরীর মন্দিরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো।

নন্দ। যদি একার্য্য সুসম্পন্ন ক’রতে পারি, তবেই প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ; নইলে চোদ্দবৎসর পরের দেখা, এইখানেই শেষ বিদায়।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

জঙ্গল ভূমি—ঠগীর আড্ডা।

রাধিকা ও করিম।

রাধিকা। কি দেখে এলে?

করিম। দেখে যা এলুম তা আর বল্‌বার কথা নয়।

রাধিকা। ইংরেজ বণিক মুরশিদাবাদ দখল করেছে?

করিম। দখল করেছে কি মা, মুরশিদাবাদ খেয়েছে।

রাধিকা। খেয়েছে মানে কি?

করিম। উন্মত্ত সেপাই আর গোরা যেখানে যা পেয়েছে সব লুটেছে। কারও কিছু রাখেনি।

রাধিকা। অভাগ্য প্রজা কি অপরাধ ক’রলে?

করিম। তা কি বলবো মা, তবে ঘরে ঘরে হাহাকার।

রাধিকা। তাহলে মীরজাফর যাচ্ছে কোথায়?

করিম। শ্মশানে।

রাধিকা। তবে আর থাকা কেন বাপ্? আমায় তোমরা ছেড়ে দাও।

করিম। একি বলছো মা?

রাধিকা। দেখ আমি রমণী, তার ওপর ভিখারিণী। কোন বংশে জন্মেছি, কে আমি, কিছুই জানি না; এক ব্রাহ্মণ আমাকে তোমা-

দের হাতে সমর্পণ কোরে গেছেন। তোমাদের ব্যবসা তোমাদের ব্যবহার সমস্ত তিনি জানতেন। জেনেও তিনি আমাকে তোমাদের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি রেখে গিয়েছিলেন তা কিছুই জানি না।

করিম। আমরা আগে জানতুম না, কিন্তু মা এখন কতক জান্তে পেরেছি।

রাধিকা। কি উদ্দেশ্য করিম।

করিম। আমরা ঠগী, মানুষ মারাই আমাদের ব্যবসায়, জীবনে কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছি তার কি সংখ্যা আছে মা। কত স্ত্রীলোককে বিধবা করেছি, কত বালককে বাপ মা হারা করেছি, রাজার ছেলে এক দিনে আমাদের জন্য ভিখারী হয়েছে। আমাদের কল্যাণে এক এক দিনে এক একটী সংসারের ছবি দুনিয়া থেকে মুছে গিয়েছে, ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আর তারা ঘরে ফেরেনি, মানুষ মারতে আমাদের আমোদ ছিল কত, সেই আমি মুর্শিদাবাদে গিয়ে লোকের দুঃখ দেখে কেঁদেছি।

রাধিকা। আমাকে পেয়েই কি তোমাদের এই অবস্থা হয়েছে ?

করিম। তবে আর কাকে পেয়ে মা ? মানুষের কাছে একটা পয়সা থাক্‌লে তার লোভ ছাড়তে পারিনি ; একটা পয়সার জন্য মানুষ মেরেছি ! বেশী আর কি ব'লবো, তোমায় বুকে কোরে মানুষ করেছি, দেখবার সুখের জন্য হীরে মুক্তো দিয়ে তোমার ননীর গা সাজিয়েছি ! কিন্তু এম্‌নি ব্যবসার গুণ, সেই আমি এক দিন তোমাকে অলঙ্কারে ভূষিত দেখে মেরে ফেল্‌তে ফেল্‌তে কালীর দয়ায় সাম্‌লে গিছি। তাই বলি মা অধম সন্তানদের ছাড়বার কথা মনেও এনো না ; শোকে তো অনেকে মরেই যাবে ! যদি না মরে তা হ'লে তাদের মরার বাড়া হবে ! আবার দেখতে দেখতে উচ্ছৃঙ্খল হোয়ে কত লোকের যে সর্ব্বনাশ ক'রবে তার ঠিক নেই।

রাধিকা। যে উদ্দেশ্যে সম্প্রদায় সৃষ্টি কোরেছিলে তাতো আর সিদ্ধ হলো না ; এক অত্যাচারীকে দমন করতে শত অত্যাচারী মাথা তুল্‌ছে। করিম! যে মর্‌বে, সে মর্‌বে। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে দেখছি কেবল তার মরণেরই সহায়তা করছি।

করিম। তাতো দেখছি, কিন্তু তুমি আমাদের ত্যাগ করলে অত্যাচার আরও যে শত গুণে বাড়বে তার কি ? তোমার ছেলেরা এই দুঃসময়ে যদি বিগড়ে যায়, যদি আবার ঠগী ব্যবসা আরম্ভ করে, তার চেয়ে যে কত অধিক মানুষ মরবে তা বলতে পারিনে।

রাধিকা। বড়ই সমস্যার কথা বাপ ; তোমার আদর, তোমার সেবা ফেলে কোথাও যেতে পাচ্ছিনি ; অথচ তোমাদের কাছে থাকা ক্রমে আমার দায় হয়ে উঠছে।

করিম। কি অপরাধ ক'র্‌লুম মা ? দেখ মা আমি মুসলমান হোয়ে জন্মেছিলুম, কিন্তু মা তবু আমি তোমাকে সুখী ক'রবার জন্য আমার সম্প্রদায়ের একজন মুসলমানকেও মুসলমানের আচার পালন ক'র্‌তে দিই নি। আমার হিন্দু ভায়েরা যা করে আমরাও তাও করি। কেন ? পাছে তোমার মনে কষ্ট হয়।

রাধিকা। তাইতো ব'ল্‌লেম, বাপ্ করিম, তোমার ভালবাসা ভোল্‌বার নয়।

করিম। ব্রাহ্মণের কাছে তোমাকে পেয়েছি, তুমি কে, কি তোমার ধর্ম্ম, কিছুই না জেনে, ব্রাহ্মণ কন্যার মত তোমায় পালন ক'রেছি, ব্রাহ্মণ দিয়ে তোমাকে শিখিয়েছি। ব্রাহ্মণ কন্যার প্রাণ পেয়েছিস্, তবু এত নিষ্ঠুর হচ্ছিস্ কেন মা ?

রাধিকা। ইংরেজ আর বণিক থাকবে না, তা কি বুঝ্‌তে পেরেছ ?

করিম। এখনি নবাবের মত হুকুম চালাচ্ছে আর বোঝাবুঝি কি ? ত্রিবেণীতে তোমাদের আজ একটা কি বড় গোছের পরব ছিল না ?

রাধিকা। ছিল, মহা মহা বারুণী যোগ। এ রকম যোগ বিশ পঞ্চাশ বছরের ভেতর হয় তো একবার আসে।

করিম। হিন্দুরা দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে এই পরবে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান ক'র্‌তে এসেছিল, কিন্তু তাদের ধূলো পায়েই আজ ফিরে যেতে হোল! বেচারীরা স্নান ক'র্‌তে পেলে না।

রাধিকা। কেন?

করিম। যাত্রীরা এসে দেখে ঘাটে হাজার হাজার নৌকা বাঁধা, তাতে কেবল কোম্পানীর তেলেঙ্গা আর গোরা! তারা নবাবের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে মুঙ্গের চলেছে! ত্রিবেণীতে রাতকাটাতে ঘাটে নৌকা বেঁধেছে। তারা যাত্রীদের জলে নাব্‌তে দিলে না।

রাধিকা। অপরাধ?

করিম। কালা আদমি নাব্‌লেই জল ময়লা হবে, গোরারা সেই জল খাবে, খেলে যদি তাদের ওলাউঠো কি আর কোন বেমার হয়।

রাধিকা। বুঝেছি, কেউ প্রতিবাদ ক'রলে না?

করিম। প্রতিবাদ ক'রবে কে? দেশে কি আর মানুষ আছে? লোকেরা তেলেঙ্গাদের তলওয়ারের ঝক্‌ঝকানি দেখেই একটু গঙ্গাজল মাথায় স্পর্শ না ক'রেই দে লম্বা। হুড়মুড় কোরে সব ধর্ম্ম ক'র্‌তে ছুটে এলো, আর সঙ্গীন দেখে দুড়্‌দুড়্ কোরে দৌড় দিয়ে পালালো! দেখ মা চক্ষু ফেটে জল এলো! যাত্রীদের ভেতর কত যে বড় লোক ছিল তার সংখ্যা নেই। কিন্তু মা, একটাও কি মানুষ ছিল না?

রাধিকা। থাকলে আর দেশের অবস্থা এমন হবে কেন? বেশ, আমি গঙ্গাস্নানে যাব।

করিম। যাবে?

রাধিকা। কাজ ক'রলেই কাজ, না করলেই চুপ। তোমরা আমাকে কোন কাজই ক'রতে দাওনা সেই জন্যে তোমাদের কাছে থাকতে আর

আমি সুখ পাই না; তাই অন্য স্থানে যেতে চাইছিলেম। এখন দেখছি কাজ তৈরী ক'রে যে নিতে জানে তার কাজের অভাব কি? নাও চল ত্রিবেণীতে স্নান কোরে আসি।

করিম। যদি তোমাকে বাধা দেয়?

রাধিকা। বাধা দেয় গঙ্গায় একেবারে ডুব্‌বো, আর উঠ্‌বো না! তোমরা আমার সন্তান থাকতেও যদি আমি নাইতে না পাই, তাহলে আমার গঙ্গায় ঝাঁপদিয়ে ডুবে মরাই ভাল।

করিম। বল্‌মা আমাদের ছাড়্‌বিনি!

রাধিকা। ছাড়্‌তে পার্‌লে কি এই বিজন বনে বাঘের বাসস্থানে এতদিন থাক্‌তে পারতুম!

করিম। তবে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

বাপুদেব শাস্ত্রী।

বাপু। একি ক'র্‌লি মা চৈতন্যরূপিনী? বাঙালীর কোন পাপে তাকে পরিত্যাগ কোরে চ'লে গেলি? এই অপূর্ব্ব শুভযোগে তুচ্ছ জীবনের ভয়ে অভাগ্য হিন্দু, ধর্ম্ম সাধন করতে এসে ফিরেগেল! চারদিক থেকে স্বার্থরূপী রাক্ষস বাঙ্‌লাকে গ্রাস কর্ত্তে একসঙ্গে হাত বাড়িয়েছে! এই ঘোর দুর্দ্দিনে তার সন্তানদের চেতনা বিহীন ক'র্‌লি! এক মুহূর্ত্তের অন্ধকার যখন কল্পান্ত সময় বোলে বোধ হয়, তখন কতকালের জন্য এই অভাগ্য জাতির মাথায় এই ঘনান্ধকার ঢেলে দিলি? ধর্ম্ম হীনের মনুষ্যত্ব

থাকে না ; মনুষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে মান যায়, মর্য্যাদা যায়, স্বাধীনতা যায়। পরপদ দলিত জাতির ওপর প্রকৃতি মানুষে এক সঙ্গে নির্ম্মম ভাবে অত্যাচার করে। দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি দৈব পীড়নে সোনার গৃহ শ্মশান হয় ; ভাই ভাইকে আর চিন্‌তে পারে না ; পিতা মাতা মোহান্ধ হোয়ে সন্তানের কল্যাণ আর বুঝ্‌তে পারে না ! কিরীটেশ্বরী যে কিরীটের ঔজ্জ্বল্যে একদিন সমগ্র জগৎকে বিমোহিত ক'রেছিলি, জ্ঞানের সে পূর্ব্বাভাস কোন্ গুপ্ত ভাণ্ডারে লুকিয়ে রাখ্‌লি ? তোর সেবক বাঙালী তোরই রূপ প্রভায় কোথায় সমস্ত ধরণীর অজ্ঞানান্ধকার দূর ক'র্‌বে, তা না কোরে দিগন্তের অন্ধকার প্রলয় তরঙ্গ নিয়ে তাকে গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে ! তামসময় জলদমালা, বন্যার বারিরাশি, শূন্যে শকুনী গৃধিনীর পরিক্রমণ, নিম্নে ক্ষুধার্ত্ত ফেরুর চীৎকার ! মা, বাঙালীকে রক্ষা কর। (অন্তরালে অবস্থান)

(রাধিকার প্রবেশ)

গীত।

কি মধুর সুরে বাঁশী উঠ্‌লো বেজে শ্যাম।
এ তোমার লীলা, কি বাঁশীর খেলা, বুঝ্‌তে নারি গুণধাম ॥
একবার বাঁশী বেজেছিল যমুনার কূলে,
সে স্বপন কথা ব্রজবাসী গেছে হে ভুলে ;
সে আকুল প্রাণের নাইকো সাথী শ্রীদাম সুদাম বসুদাম।
যমুনায় আর কি উজান তুল্‌বে সখা রাধার নাম ॥

(বাপুদেবের প্রবেশ)

বাপু। কিরে বেটী বাঁশী পেলি কোথায় ?

রাধিকা। এই যে বাবা, তুমি কোথায় থাকো কোথায় যাও ; আর আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাইনে।

বাপু। আর দেখ্‌তে চাস্‌নে তা দেখ্‌তে পাবিকি ?

রাধিকা। সেকি বাবা ! তোমার চরণ আমি দেখ্‌তে চাইনে ?

বাপু। তবে এতকাল কোন্ চুলোও ছিলি ?

রাধিকা। চুলোকি আর বরাতে আছে, কোথায় ভাগাড়ে ম'রে প'ড়ে থাক্‌বো। শিয়াল কুকুরে ওৎমেরে বসে আছে। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ?

বাপু। সংসারে আবদ্ধ জীব আমি, আমি আবার কোথায় থাক্‌বো ?

রাধিকা। আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে সারা।

বাপু। মনদিয়ে কি খুঁজে ছিলি ? মুক্ত পাখী আকাশের পানে চেয়ে কলকণ্ঠে গান ধরিছিস্ ? সংসারে তো থাকলিনি, মজাতো বুঝ্‌লিনি ? আমাকে তুই ওপরে চেয়ে খুঁজে পাবি কোথা ? তারপর বাঁশী কোথায় পেলি মা ?

রাধিকা। মা যে অসি ছেড়ে দিয়েছেন।

বাপু। দিয়েছেন ?

রাধিকা। দেখে এসোনা।

বাপু। তবে আর কি দেখ্‌তে যাব ?

রাধিকা। এখনো যদি না দেন তো দিলেন দিলেন হয়েছে।

বাপু। ধরিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লিনি ?

রাধিকা। কেন আর দরকার কি ?

বাপু। দরকার কি ?

রাধিকা। মায়ের ইচ্ছার ওপর আমাদের হাত কি ?

বাপু। ইচ্ছার ওপর হাত না থাক, মার করুণার ওপরতো সন্তানের অধিকার আছে।

রাধিকা। হাঃ হাঃ হাঃ—

বাপু। কি সর্ব্বনাশী হাসলি যে ?

রাধিকা। একবার দেখেই এসো, তোমার কথা কি মা রাখবে না ?

বাপু। তবে তুই আমার সঙ্গে চল্।

রাধিকা। তুমি কোথা যাচ্ছিলে ?

বাপু। যাচ্ছিলুম নয়, গিয়েছিলুম।

রাধিকা। গঙ্গাস্নানে বুঝি ?

বাপু। তাই। কিন্তু রাধিকা যাওয়া আমার মিছা হলো।

রাধিকা। কেন ?

বাপু। ত্রিধারার সঙ্গমে স্নান ক'রবো বলে ত্রিবেণীতে গিয়েছিলুম, কিন্তু মা উদ্দেশ্য সফল হলো না; গিয়ে দেখলুম মায়ের বেণীর বাঁধন অমুক্ত! ত্রিধারার একধারা দেখতে পেলুম না! সরস্বতী মধ্যপথ থেকে অন্তর্হিতা হোয়েছেন! সপ্তগ্রামের পার্শ্ব দিয়ে যে উল্লাসে তিনি জাহ্নবী অভিমুখে প্রধাবিতা ছিলেন সে উল্লাস আর তাঁর নেই, ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণা হোয়ে আবার তিনি অন্তঃসলিলা।

রাধিকা। বল কি ?

বাপু। মহাশক্তিশালী সপ্তগ্রাম আজ শ্রীহীন।

রাধিকা। তাহলেতো দেশে বিপ্লব হলো ?

বাপু। বিপ্লব হবে কি হ'য়েছে! ইংরেজ মুর্শিদাবাদ দখল ক'রেছে! নবাবের সৈন্য কাটোয়ায় হেরে গেছে।

রাধিকা। তবে আর এদিক ওদিক ঘুরে মরি কেন ? তীর্থে পালাই।

বাপু। কেন মা, তোরও কি ভয় হলো ?

রাধিকা। ভয় হোক না হোক থেকেইবা আর লাভ কি ? অবলা রমণী! তাতে ভিখারিনী! নিজের ইজ্জত রাখাই দায়, কোন উপকারেই আস্‌বোনা, যখন তখন দেশের দুর্দ্দশা দেখে কেঁদে ম'রে লাভ কি ?

বাপু। এইটে কি কথা হলো রাধিকা ? যাঁর নাম নিয়ে পথ চলেছ, সেই ভগবান বাসুদেব কুরু পাণ্ডব যুদ্ধের প্রারম্ভে দুর্য্যোধনের

সভায় দৌত্য ক'রতে গে'ছিলেন কেন? যুদ্ধ নিবারণের এত চেষ্টা করে-ছিলেন কেন? তিনি কি জানতেন না যে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধে কুরুকুল নির্ম্মূল হোয়ে যাবে। ক্ষত্রিয় কুলের অধঃপতনে এ ভারত বিদেশীর আক্রমণে ছারখার হবে। অন্ধতমসাচ্ছন্ন শ্মশান প্রেতের লীলাভূমিতে পরিণত হবে। অসংখ্য কর্ত্তব্য চোখের ওপর থাকতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাবে কেন মা?

রাধিকা। অনুমতি করুন কি ক'রবো?

বাপু। কি ক'রবে অবস্থায় পড়লে আপনিই বুঝতে পারবে।

রাধিকা। তবু একটা পথ ব'লে দিলে অগ্রসর হই।

বাপু। তুইও কি সময় বুঝে পিতার সঙ্গে রহস্য করতে লাগ্‌লি রাধিকা? ভিখারিণী হোয়ে সংসারে চলবার সকল পথ তুই চিনে নিলি, এখন এই দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোকে পথ বোলে দেবে তবে তুই চল্‌বি? মা মা, আমি আর তোকে কিছু ব'ল্‌তে পার্‌বোনা। এর পূর্ব্বে আমি তিনজনকে তিনপথ দেখিয়েছি, দেখিয়ে অবধি কিন্তু আমি চিন্তিত! ভাবছি ভাল ক'রলুম কি মন্দ ক'রলুম! কন্যা পথে একটা অপূর্ব্বরত্ন কুড়িয়ে পেয়েছে, কিন্তু সে পর্ণকুটীরে রাখবার সামগ্রী নয় বোলে আমি তাকে অরণ্য বাসের পথ দেখিয়েছি। আর একটু আগে প্রিয়ভৃত্যকে প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছি! প্রিয় শিষ্য নন্দকুমারকে বুঝি মরণের পথে পাঠিয়েছি।

রাধিকা। আপনি যেখানে যাকে পাঠিয়েছেন সেই তার মঙ্গলের পথ।

বাপু। সে তুই যা বল, কিন্তু আমি এখনো ভাল মন্দ কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। কন্যার সঙ্গে মীরকাসিমের পুত্র, কিন্তু সে আশ্রয়হীন, সহায় হীন; ভৃত্য কপর্দ্দক হীন; নন্দকুমার বলহীন। ইংরাজ পল্টনের সঙ্গে লড়াই ক'রতে আমি তাকে শুদ্ধ আশীর্ব্বাদ দিয়ে একাকী প্রেরণ করিছি।

রাধিকা। তাই মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষে যথেষ্ট।

বাপু। সাধারণ লোক ত্রিবেণী তীর্থ করতে গিয়ে কতকগুলো সৈন্যের ভয়ে স্নান না ক'রতে পেরে, মনক্ষোভে ফিরে আস্‌ছে। তাদের অবস্থা দেখে বড়ই মনে কষ্ট হলো।

রাধিকা। তাহলে দাসীকে অনুমতি করুন বিদায় হই।

বাপু। মায়ের মন্দিরে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে তোমার অপেক্ষায় রইলুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাধিকার গীত।

শ্যাম আবার নাচ নাচ শ্যামা রূপ ধরে।
হয়ে নৃত্যকালী দৈত্য মুণ্ডমালী
নেচে ছিলে যেমন (অসুর) সমরে।
বহুদিন কানু বাজাইয়ে বেণু চরালে তো ধেনু বনে,
নটবর বেশে লীলা প্রেমাবেশে হোল গোপবধূ সনে,
এখন বাঁকা শশী ক্ষণ রাখ বাঁশী ধর খর অসি করে।
ছাড় পীত ধটি দেখি কটিতটে গাঁথা নরকর হার,
দেখি রক্ত নেত্র রণক্ষেত্রে মুক্ত কেশ ভার.
নহে মুরলী ঝঙ্কার ঘোর রণ হুহুঙ্কার কাঁপাক অম্বরে;
থল থল হাস্য টলমল বিশ্ব শ্যামা বামা পদভরে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ত্রিবেণী তীর।

ইংরাজদিগের ছাউনী।

নন্দ। সাহেব কোথা ?

চাপ। কোন সাহেব ?

নন্দ। কোন সাহেব কি ?

চাপ। বড়াসাহেব না মেইজোসাহেব না ছোটা সাহেব ?—

নন্দ। কজন সাহেব আছে ?

চাপ। আছে সব সাহেবই আছে। কল্‌কেতায় ভান্সিটার্ট আছে, মান্দ্রাজে কুট আছে, বিলেতে ক্লাইব আছে।

নন্দ। এখানে কে বল না ?

চাপ। ছোট সাহেব।

নন্দ। ছোট সাহেবের নাম কি ?

চাপ। কি বলে বুঝি না, কথাটা সুবিধা কোরে মু’দে বেরোয় না।

নন্দ। হেষ্টিংস সাহেব ?

চাপ। ওঃ বড় সাহেবের কথা কইছো। সে ঐ তাঁবুতে, এহ্যানে নবাব আছে। বড় সাহেব হেষ্টিং তাই কও, আর ঐ মাইঝের তাঁবুতে মাইজোসাহেব।

নন্দ। মাইজোসাহেবটা কে ?

চাপ। ও বড় জবর সাহেব, নামও যা ওর কামও তা, বড় রাশভারি সাহেব। নামেই হুজুর মুখ কুট্ কুটায়। বেচে বেচে বাপ মা নাম রেখেলো বারওল। ওর নাম বুনাওল রাখেনি কেন্ ?

নন্দ। ও! বারওয়েল সাহেব।

চাপ। হুজুর! মনের দুঃখে একটা কথা কইছি যেন কাউকেও বলবেন না।

নন্দ। আরে না—ও আমরাও তো বলি।

চাপ। ছোট সাহেবটা মানুষ ভালো, কিন্তু নামটা ছ্যাছ্যা ক্যামন কোরে ওর মা ও নাম মুখে করে রেখেলো? ম্যা—ম্যা—ছ্যাছ্যা।

নন্দ। ও! ম্যাক্গুয়েয়র।

চাপ। আরে ছ্যা! ওর নাম কি মুয়ে আন্‌তে আছে; তোবা তোবা! কোন সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে হুজুর?

(ম্যাগুয়ারের প্রবেশ)

ম্যাগু। এই চাপরাশী!

চাপ। হুজুর।

ম্যাগু। বড়াসাহেব কা পাশ এই চিঠ্ঠি লে যাও—ও কোন্ হ্যায়?

চাপ। ফৌজদার রাজা হ্যায় হুজুর!

ম্যাগু। ফৌজদার রাজা!

নন্দ। সাহেব সেলাম।

ম্যাগু। মহারাজা আপনি। সেলাম সেলাম! কি নিমিত্ত এত রাত্রে এখানে আসিয়াছেন? ভেতরে আসুন—মেহেরবাণি করিয়া ভিতরে আসুন।

নন্দ। না সাহেব ভিতরে যাবো না।

ম্যাগু। এই বেশে আসিয়াছেন! এই রাত্রে একা আসিয়াছেন! সঙ্গে একটা লোক নেই—ও! বুঝিতে পারিয়াছি।

নন্দ। বুঝেছ সাহেব কেন এই বেশে এই অবস্থায় এমন সময় তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। দেখি হিন্দুর ধর্ম্ম যায়, তাই এসেছি।

ম্যাগু। আমি নিজেই দুঃখিত রাজা! এ সব সিপাই এখানে

সমাবেশ করিবার আমার কিছুই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু উপর হইতে আদেশ হইল, সৈন্য ছাউনী করিবার এমন যোগ্যস্থান আর এ দেশে নাই। সুতরাং এইখানেই ছাউনী করিতে হইবে। সঙ্গে নবাব আছেন, অন্য কোন স্থানে ছাউনী করিলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে না।

নন্দ। কে এ রকম সুপরামর্শদাতা আমি একবার দেখ্‌বো সাহেব, চলুন।

ম্যাগু। তাহ'লে কিছু অপেক্ষা করুন।

নন্দ। অপেক্ষা করবার সময় নেই, যোগের সময় আর সামান্য মাত্র বাকি আছে। বহু লোক জাহ্নবীর কাছে সজলনয়নে তোমাদের এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিকার ভিক্ষা করছে! আমি তোমাদের মঙ্গলাভিলাষী। তোমরা এখনো পর্য্যন্ত মীরকাসিমকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে দেশে পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারনি? যথার্থই যদি তোমাদের বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবার অভিলাষ থাকে তাহলে তাদের মনস্তাপের সৃষ্টি করো না।

ম্যাগু। আমি তো আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার এরূপ কার্য্যে কিছুমাত্রও ইচ্ছা নেই।

নন্দ। যার আদেশে এই রকম কার্য্য হয়েছে তাকে আমি বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ বলতে পারিনে।

ম্যাগু। তাহলে সত্বর আমার সঙ্গে আসুন।

(নেপথ্যে কোলাহল ; বারওয়েল ও চাপরাসীর প্রবেশ)

বার। আবার ড্যামনিগারগুলা চীৎকার করিতেছে কেন?

চাপ। ওরে কে আছিস? ড্যামনিগারগুলো আবার চেঁচায় কেন খবর নে।

ম্যাগু। রাজা আর আমাদের যাইতে হইল না, Barwell সাহেব আসিতেছেন। Barwell! Maharaj Nunda Kumar wishes to speak to you.

বার। Oh, the scoundrel! Good evening, Raja, what brings you here? এখানে এরূপ সময়ে কি নিমিত্তে আসিয়াছেন?

নন্দ। আপনারা সৈন্য নিয়ে এখানে ছাউনী করিয়াছেন কেন?

বার। কেন, তাহাতে কি হইয়াছে রাজা?

নন্দ। কি হইয়াছে? অসংখ্য যাত্রী স্নান করতে এসে নাইতে পেলে না!

বার। তাহারা স্নান করিলে জল ময়লা হইয়া যাইবে। সঙ্গে নবাব আছেন পল্টন আছে, ময়লা পানি ব্যবহার করিলে তবিয়ৎ খারাপ হইবে।

নন্দ। কেন, অন্য স্থানে ছাউনী করুন।

বার। প্রয়োজন?

নন্দ। অন্য স্থানে ছাউনী করলে যখন আপনাদের কোন ক্ষতি নেই তখন অন্যায় কোরে তীর্থস্থান আবদ্ধ করিবারই বা প্রয়োজন?

বার। তাহা আমি পথের মাঝে কাহাকেও বলিতে বাধ্যবোধ করিতেছি না।

নন্দ। পথের মাঝের কাউকেও না মানুন, আইন মানিতে ত বাধ্য?

বার। অবশ্য বাধ্য। আইন আমরাইতো এ দেশে আনিয়াছি। কিন্তু আইন বাতলাইবে কে?

নন্দ। আমিই বলছি, যেহেতু আপনারা বেআইনী কাজ কোরে জোর কোরে প্রজার তীর্থস্থান অবরোধ কোরেছেন।

বার। জোর করিয়া করিয়াছি—আপনাকে কে বলিল? আমি আপনাদের পণ্ডিতের opinion লইয়াছি।

নন্দ। এমন মূর্খ পণ্ডিত কে?

বার। আপনি অহঙ্কারে ও গায়ের জোরে তাহাকে মূর্খ বলিলেই তিনি মূর্খ হইতে পারেন না। তিনি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তিনিই বিধান দিয়েছেন।

নন্দ। কে সে পণ্ডিত?

বার। বোনো ষাঁড় বিত্তে কেলেঙ্কার মূর্খ?

নন্দ। বোনো ষাঁড়! ও বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তিনি কি বলেছেন?

বার। এই দেখুন,—

"গঙ্গায়াং সলিলে মোক্ষ, বারানস্যাং জলেস্থলে,
জলেস্থলে চান্তরিক্ষে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥"

নন্দ। সঙ্গমস্থলের মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেও মানুষের তীর্থস্নানের কাজ হয়। তাইতো! ব্রাহ্মণেরও এমন দুরবস্থা হলো! সাহেব এরূপ পণ্ডিত হয়তো কোন দিন ব্রহ্মহত্যারও বিধান দেবে। এরা পণ্ডিত নয়, ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মদ্রোহী। অন্তরীক্ষে মোলে যদি মোক্ষ হয়, তা'হলে গলায় দড়ী দিয়ে তাকেই এখানে নিজে গাছে ঝুলে ম'রতে বোলো। সাহেব! আমি তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাই ব'ল্‌ছি একাজ কোরোনা।

বার। বেশ, কাল ব্যবস্থা করা যইবে।

নন্দ। আজকে যোগ, কাল ব্যবস্থা করবে কি সাহেব!

বার। আজ হইবে না।

নন্দ। হতেই হবে, না হলে কাল হওয়া না হওয়া মিছে।

বার। বড়ই দুখিত হইলাম রাজা, আজ আর কিছুই হইতে পারেনা।

নন্দ। হতেই হবে,—চলুন নবাবের কাছে।

বার। নবাবের কাছে কি হইবে?

নন্দ। না হয় নিজেই প্রতিকার করতে হবে।

বার। রাজা, তুমি পাগল হইয়াছ!

নন্দ। পাগলতো হোয়েছি, নইলে হাজার হাজার লোক আমার মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমি তোমার সঙ্গে বাজে ব'কে সময় নষ্ট কচ্ছি? এসো মাষ্টার ম্যাগুয়ার, নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

বার। নবাব অসুস্থ, এখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না।

নন্দ। মাষ্টার হেষ্টিংস।

বার। তাহার সহিত আপনার দেখাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। তবে তিনি এখন তাঁবুতে নেই। বজরা করিয়া নদী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

নন্দ। আমার কথা বোঝ; বুঝে অনুরোধ রাখ সাহেব।

বার। প্রয়োজন নেই।

নন্দ। প্রয়োজন নেই?

বার। কিছুই নেই। Come away, Macguire.

ম্যাগু। But what's the use of all this *golmal*?

[বারওয়েল ও ম্যাগুয়ারের প্রস্থান।

চাপা। ও শুনবে না হুজুর! বড় সাহেব আগে, তারে বলেন, সে হুজুরের কথায় না করে না।

নন্দ। কি করি! আবেদনে কিছুই হলো না, অস্ত্রবল নেই, লোক বল নেই, কি করিয়াইবা প্রতিকার করি? অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে কেন ম'রতে এ কষ্টকর দৃশ্য দেখতে এখানে এলুম! বিনীত আবেদনে কোন্ শক্তিমান্ স্বার্থপর কবে কর্ণপাত কোরেছে! জেনে শুনে অপমানিত হলুম! অথচ গুরুর কাছে আর যে কখন মুখ দেখাতে পারবো তারও উপায় রাখলুম না! তাহলে কি করি? যে অনর্থ সৃষ্টি ক'রবার তাতো করলুম! তবে চোরের মত এসে চলে যাই কেন? গুরুদেব! শুধু

আপনার পদধূলী সম্বল কোরে রিক্ত হস্তে বিধর্ম্মীর সৈন্যব্যূহ মধ্যে এসে তাদের সঙ্গে লড়াই ক'রছি! তোমার শ্রীচরণই আমার জয়পরাজয়ের জন্য দায়ী! সাহেব, আর একবার ফেরো।

(বারওয়েল ও ম্যাগুয়ারের পুনঃ প্রবেশ।)

বার। রাত্রি হইতেছে, খাবার সময় হইল, কি বলিবেন সত্বর বলুন।

নন্দ। দেখ্‌ছি আর ৫।৬ দণ্ড মাত্র সময় বাকি, তোমাদের কাছে আবেদন কোরে ফল হইল না! আর একটু পরেই লোক সকল হতাশ হোয়ে ফিরে যাবে! সুতরাং আর একবার মাত্র অনুরোধ ক'র্‌বো।

বার। এবার অনুরোধ করিলে আপনাকে আমি বন্দী করিতে বাধ্য হইব। দেখিতেছি কোম্পানীর পয়সা খাইয়া আপনি তাহার শত্রুতা করিতেছেন।

নন্দ। শত্রুতা আমি ক'র্‌ছি না আপনি করছেন? কিন্তু কোম্পানীর নেমক খেয়ে আমি তা করতে দেবো না। ছাউনী আপনি অন্যত্রে নিয়ে যান্; আমার হুকুম।

বার। কে আপনি?

নন্দ। আমি হুগ্‌লীর ফৌজদার।

বার। ভাল অপেক্ষা করুন, আমি হেষ্টিংস্‌কে জিজ্ঞাসা করি।

নন্দ। কে হেষ্টিংস আমি তাকে জানি না।

বার। আমি আপনাকে কেমন করিয়া চিনিব, আপনার ফৌজদারী নিশানা কি?

(রাধিকার প্রবেশ)

রাধি। প্রয়োজন কি? মহারাজার নামই তাঁর নিশানা। এখনি তাঁর হুকুম পালন কর। আর না কর এখনি তোমাদের হাত পা বেঁধে জল সই ক'র্‌বো।

বার। কই হ্যায় ?

রাধি। চেঁচিও না সাহেব কেউ আসবে না ; আর যদি কেউ আসে তোমার ভাল হবে না। শীগ্‌গির মহারাজার হুকুম পালন কর।

বার। বহুট আচ্ছা বিবেচনা করিতেছি।

রাধি। বিবেচনা পরে কোরো, বুঝে রাখ রমণী আমি, যখন এতদূরে এই বেশে এসেছি, তখন মরিয়া হোয়েই এসেছি, তোমার বিবেচনার অপেক্ষা রাখিনি। যদি মঙ্গল চাও মহারাজার আদেশ এখনি পালন কর।

(করিম ও সহচরগণের প্রবেশ)

করি। শীগ্‌গির ঘাট ছেড়ে দাও। নইলে হেষ্টিংস জলে যাবে, তুমিও জলসই হবে।

(জনৈক ওমরাওয়ের প্রবেশ)

ওম। ক'রেছ কি মাষ্টার বারওয়েল ? নবাবের নামে আজ তীর্থের ঘাট বন্দ কোরেছ ! সর্ব্বনাশ করেছো ! খুলে দাও, খুলে দাও— তীর্থযাত্রী সব ক্ষেপে নবাবের বজরায় উঠেছে। বজ্‌রা বুড়িয়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছে। যদি না ক'র, তা হ'লে নবাব মুর্শিদাবাদের দিকে আর এক হাতও অগ্রসর হবেন না।

বার। Go, Macguire, remove the guard, open the ghat। রাজা আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। সকলকেই নিশ্চিন্ত হইয়া স্নান করিতে আদেশ দিলাম।

রাধি। করিম ! নবাবসাহেবের বজরা থেকে লোক তুলে নাও।

[রাধিকা ও নন্দকুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নন্দ। একি হলো ?

রাধি। কি হবে, এ সকলেই আপনার ভৃত্য ! দশহাজার ঠগী স্নানের

ছল কোরে আপনার মান রাখবার জন্য নদীর উভয় পার্শ্বে কোম্পানীর সৈন্যকে ঘেরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় একশত ঠগী তীর্থযাত্রী সেজে নবাবের বজরায় উঠে পড়েছে। হেষ্টিংস সেখানে ছিল, তারা তাকে শুদ্ধ ঘিরে আছে। নবাব ও হেষ্টিংস উভয়েই তাদের কাছে একরূপ বন্দী। জীবন তুচ্ছ কোরে আজ তারা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই দিতো। বিনা রক্তপাতে যখন কার্য্য সমাধা হলো তখন ভগবানের নাম স্মরণ কোরে আসুন— আমরাও জাহ্নবীতে স্নান করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নবাবের কক্ষ।

মীরজাফর।

মীর। মণিবেগম! ঠিক বলেছ, "সিংহাসনে ব'স্‌তে চলেন নি নবাব শ্মশানে চ'লেছেন"। শ্মশান! ঠিক শ্মশান! কল্‌জেটা বহুকাল থেকে আঙার হোয়ে গেছে! দেহে ব্যাধি, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে মানুষের যা যা ঘ'টে থাকে সব ঘটেছে! এমন সময় এত উল্লাসে এরা আমায় কোথায় এনে উপস্থিত ক'রেছে! সিংহাসনলাভের জন্য মানুষ নররক্তে দেশ ভাসায়! সেই সিংহাসন কখনও কি কেউ কারুকে আদর কোরে ডেকে দেয়! সিংহাসন! হাঃ হাঃ সিংহাসন কোথায়! সে কি আমি রেখেছি, একটা বালক তার ওপরে চেপে আহ্লাদে হাত পা নাড়ছিল দেখে আমি তাকে হাত ধোরে টেনে ফেলতে গেছলেম; কিন্তু বালককে ফেল্‌তে সিংহাসন শুদ্ধো উল্‌টে ফেলেছি! বালক মাটীর ভেতরে প্রবেশ কোরে মাটী হোয়ে গেছে! সে নিজের আঘাত ভুলে গেছে; কিন্তু অভাগ্য মস্‌নদ্‌ আজও তার অপমান লাঞ্ছনা ভোলেনি! সিরাজের শোকে আজও পাথর খানা স্বেদবিন্দুরূপে চোখের জল ফেল্‌ছে! আজও হীরেঝিলে মাটীতে মুখ গুঁজ্‌ড়ে সে কাঁদ্‌ছে। শ্মশান! শ্মশান! ইংরাজ এ বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিতে তাকে জীবন্ত শ্মশানে এনে উপস্থিত কোরেছে! চার দিকে তাই ফেরুপালের আনন্দ! আমাকে দেখে তারা অনেক পূতিগন্ধময় শবের প্রতীক্ষায় আগে থাকতেই উল্লাস ক'রছে! এ শ্মশানভূমে আমাকে রক্ষা ক'রবার

জন্য কে আছ? এ শ্মশানে জরাজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত অভাগ্যের কাছে এসে দাঁড়াতে পার? এই ক্ষুধার্থ শৃগালগুলোর দংশন থেকে আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার? এমন বন্ধু কে আছ?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। জাঁহাপনা হুকুম?

মীর। কেও! প্রাণবন্ধু এলে? আচ্ছা এসো বাপ্‌ধন! কাছে এসো। একবার আলিঙ্গন কর।

ভৃত্য। জাহাপনা! গোলামকে এ কি হুকুম ক'রছেন?

মীর। পার্‌বে না? আচ্ছা তবে তামাক সাজো। [ভৃত্যের প্রস্থান। বন্ধুই বলি আর নকরই বলি ঐ তামাক সাজাবার আর গা ম'ল্‌বার দুই একটী আছ, তার ওপরেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ! বলি শ্মশান-সহচর কেউ আছ?

(মণিবেগমের প্রবেশ)

মণি। জাঁহাপনা কাকে ডাক্‌ছেন?

মীর। কেও মণিবেগম? তুমিই আছ, আর কেউ নেই? কিন্তু মণি তুমি যে স্ত্রীলোক।

মণি। কি প্রয়োজন জাঁহাপনা?

মীর। সহরে এত উল্লাস কিসের মণি?

মণি। নবাব এসেছেন বোলে।

মীর। একটা লগুড় নিয়ে উল্লাসটা বন্ধ ক'রতে পার?

মণি। খেতে না পেলেই আপনিই বন্ধ হোয়ে যাবে জাঁহাপনা।

মীর। নবাব? কে নবাব এলো মণি?

মণি। আপনি কাকে ডাকছিলেন?

মীর। কাছে একজন থাকে এমন লোক ডাকছিলুম। মুর্শিদাবাদে

নবাব এসেছে বোলে সবাই উল্লাস করতে চ'লে গেছে!—আমার কাছে থাকে এমন লোক একজন নেই!

মণি। কি কর্‌তে হবে হুকুম করুন।

মীর। তুমি যে স্ত্রীলোক, তোমায় হুকুম ক'র্‌লে সব হুকুম তুমি তামিল করতে পার্‌বে কেন?

মণি। এখন তো কেউ লোক নেই, ইংরেজদের প্রদত্ত পরিচারক তাদের আদেশে প্রাসাদে গেছে, গত লড়ায়ে রাজপ্রাসাদের সমস্ত স্থান বিশৃঙ্খল হোয়ে গেছে বোলে তারা সেই সকলের আবার সুবন্দোবস্ত ক'র্‌তে গেছে। নইলে তারা সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পাচ্ছে না। কি প্রয়োজন বলুন?

মীর। বিনা প্রয়োজনে আমি একজন লোক খুঁজছিলাম, কিন্তু যত বারই খুঁজ্‌ছি ততবারই তোমাকে দেখ্‌ছি। মণি, তুমি ছাড়া আর কি বাংলায় অভাগ্য মীরজাফরের আত্মীয় নেই?

মণি। আমি আপনার বাঁদী, আত্মীয়তা আমি কি জান্‌বো নবাব? ও উচ্চাধিকার আমাকে দিচ্ছেন কেন? আর বাংলা? সে কতদূর, কতবড়, তা আমি কিছুই জানিনা! আমি পরদানসীন্; আমার কারা-গৃহের চারপাশে কতটুকু স্থান,—তাই আমি চোখ্ ভোরে দেখ্‌তে পাইনি! বাংলার খবর আমি কি দেব? বাংলার কোন নিভৃত দেশে আপনার কে আত্মীয় আছে, সমস্ত বাংলার অধীশ্বর হোয়েও আপনি যখন তার সন্ধান পাচ্ছেন না, আমি কেমন কোরে পাব জাঁহাপনা?

মীর। আমি যে অন্ধ মণি?

মণি। তবে আর আত্মীয়ের আভাস আপনাকে কে দেবে? কে দেবে জাঁহাপনা? এ সমস্ত বাংলায় সমস্ত দুনিয়ায় আপনার আত্মীয় আছে কি? আছে, বোধ হয় একজন আছে; পরদার ভেতরে থেকেও

আমি এক আত্মীয়ের ছায়া দেখেছিলুম, কিন্তু জাহাপনা তাকে আমি দেখ্‌তে পাইনি।

মীর। কবে, কোথায় মণি?

মণি। কলিকাতায়, অর্থহীন বান্ধবহীন ক্ষুধার্থ নবাবকে যে ব্যক্তি খোরাক যুগিয়েছিল। তার জন্যেই নবাবকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হয়নি!

মীর। ঠিক, কিন্তু আমিওতো তাকে দেখিনি বিবি!

মণি। আর এক আত্মীয় বোধ হয় রাজা নন্দকুমার।

মীর। না মণি! সে আমার পরম শত্রু! শুধু তার চক্রান্তেই আমার এই দুর্দ্দশা হোয়েছে!

মণি। কিসে কি হোয়েছে তা বলতে পারিনে। কিন্তু শত্রু হয়েও সে সে দিন আপনার যথেষ্ট উপকার ক'রেছে। নবাব!—আপনার সহস্র দুর্নাম হলেও প্রজার ধর্ম্মে আঘাত আজও আপনা হোতে হয়নি। ত্রিবেণী-তীর্থে নন্দকুমার আপনাকে সে দুরপনেয় কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা কোরেছেন।

মীর। ঠিক বোলেছ, চিরশত্রু নন্দকুমার সে দিন আমার পরম মিত্রের কাজ কোরেছে। যে উদ্দেশ্যেই সে এ কার্য্য করুক সে এক দিনের কাজেই সে আমার প্রকৃত বন্ধু! আমি দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ! কিন্তু বেগম! আমি প্রজাপীড়ক একথা প্রত্যক্ষে পরোক্ষে আজ পর্য্যন্ত কেউ ব'লতে পারেনি!

মণি। রাজা নন্দকুমারকে আপনার এক আত্মীয় বলতে ইচ্ছা হয়। আর কারুকেও আমি তা সাহস কোরে ব'লতে পারি না।

মীর। তা বটে, কিন্তু আমি তাকে বড় ভয় করি।

মণি। ভয় আপনি দুনিয়ায় কাকে না করেন জাঁহাপনা? ভয় কেবল আপনাকে করেন না। আপনার আত্মা আপনাকে নিত্য সাহস

কোরতে অনুরোধ করে ভয় দেখায়, আপনি কেবল তার অনুরোধই রাখলেন না।

মীর। মণি, জগতে আত্মীয়ের মধ্যে এক আত্মীয় পেয়েছি ব্যাধি! সে এখন আমাকে সাহসী কোরেছে। তুমি আর একটী আত্মীয় আমাকে দাও। ইংরেজ যত্ন ক'রে একটা গোলামকে মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে বসাতে এনেছে, আমি মস্‌নদে বসেই এ গোলামীর বোঝা ফেলে কিছুদিনের জন্য একবার রাজত্ব করি।

মণি। যদি যথার্থই আপনার সুমতি হয় নবাব, ইংরাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে যথার্থই যদি আপনার সাহস হয় তা হলে ঈশ্বরও আপনাকে সাহায্য ক'রবেন। মন ব'লছে যেন তদ্দত্ত সাহায্য আপনার নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুরালী একটী বাবু।

মীর। বাবু!

ভৃত্য। সে হেষ্টিং সাহেবের এক চিঠি হুজুরালীর কাছে এনেছে।

(পত্র প্রদান)

মীর। আস্‌তে বল।

মণি। দেখি আবার বাবুটী কে আসে।

[ভৃত্য ও মনিবেগমের প্রস্থান।

(জগৎচন্দ্রের প্রবেশ)

মীর। কে তুমি যুবক!

জগ। আজ্ঞা জাঁহাপনা হেষ্টিংস সাহেব আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

মীর। কি লেখা আছে পড়।

জগ। আমাকে নবাবসরকারে চাক্‌রী দেবার জন্য তিনি এই পত্রে আপনাকে অনুরোধ ক'রেছেন।

মীর। তুমি কি?

জগ। আজ্ঞা জাঁহাপনা ব্রাহ্মণ।

মীর। বাড়ী কোথা?

জগ। আজ্ঞা কুঞ্জঘাটা।

মীর। তুমি কি কাজ করবে!

জগ। আজ্ঞা সেরেস্তার সকল কাজই আমার জানা আছে।

মীর। এই বয়সে এত কাজ শিখলে কি কোরে।

জগ। ভাল মুন্সীর কাছে শিখেছি।

মীর। আচ্ছা চাকরী দেব, কিন্তু সে মুন্সীটীকে সঙ্গে আনতে হবে।

জগ। তিনি আমার শ্বশুর।

(মনিবেগমের পুনঃ প্রবেশ।)

মণি। হাঁ বাপ! তুমিই না কলকেতায় গে মাঝে মাঝে আমাদের সাহায্য কোরে আস্‌তে?

জগ। (অভিবাদনান্তে) হাঁ মা আমিই।

মীর। তুমি!

জগ। আজ্ঞে জাঁহাপনা আমার শ্বশুর।

মীর। কে তোমার শ্বশুর?

জগ। জাঁহাপনার কাছে তাঁর নাম ক'র্‌তে আমার নিষেধ আছে।

মীর। কোন ভয় নেই তুমি নাম কর।

মণি। নবাব! ঈশ্বর এত দিনে আপনার প্রকৃত আত্মীয়ের সন্ধান দিচ্ছেন।

মীর। নাম বল?

জগ। মহারাজ নন্দকুমার।

মণি। এ নাম আমার মনেও উদয় হোয়েছিল, নবাব আত্মীয় পেয়েছেন, এখন আপনার অভিরুচি ও সাহস।

মীর। নন্দকুমারের জামাতা! তুমি হেষ্টিংসের সুপারিস নিয়ে এলে কেন?

মণি। তুমি কি শ্বশুরের ওপর রাগ কোরে এসেছ? ঠিক বল?

জগ। হাঁ।

মীর। এখনি যাও, তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও, আর তাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে এসো, তোমার জন্য চাক্‌রী তোলা রইলো।

মণি। তুমি আমার নজ্‌মুদ্দৌলার সঙ্গী হবে।

মীর। শীগ্‌গির যাও তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

মণি। সেকি নবাব আনন্দে আত্মহারা হচ্ছো কেন? আদবের ভুল ক'র্‌ছেন কেন? সন্তানকে সঙ্গে পাঠান।

মীর। নজ্‌মুদ্দৌলা! (নজ্‌মুদ্দৌলার প্রবেশ) তুমি এই যুবকের সঙ্গে রাজা নন্দকুমারের গৃহে যাও, আমার পাঞ্জা নাও, তাকে গোপনে আমার কাছে নিয়ে এস।

মণি। নবাব জাদা! আজ থেকে—তোমার নাম কি বাপ?

জগ। শ্রীজগচ্চাঁদ রায়।

মণি। আজ থেকে জগচ্চাঁদ রায় তোমার সঙ্গী হলো।

মীর। তুমি ফিরে এলে, বাড়ী মাসোহারা সব ব্যবস্থা কোরে দেব। তবে জেনে রাখ, হেষ্টিংসের সুপারিসে তোমায় দিচ্ছিনি; তুমি নন্দকুমারের জামতা বোলে দিচ্চি।

নজ। লোকলস্কর সঙ্গে নেবোনা?

মীর। সামান্য দু একজন।

নজ। কোন সওগাৎ?

মীর। কিছুই না, তুমি সাধারণ ভদ্র লোকের ন্যায় চ'লে যাও, লোক্‌ জানিয়ে আড়ম্বর কোরে কাজ কর্‌বার এখনো সময় আসেনি।

[নজ্‌ম্‌ ও জগতের প্রস্থান।

মণি। বিপদ নিমন্ত্রণ ক'র্‌ছেন বুজেছেন ?

মীর। মরেই যে আছি বিবি ! আর বিপদ কি ? মণি ! একবন্ধু ব্যাধি, দ্বিতীয় বন্ধু তুমি, তৃতীয় বন্ধু যদি পাই, তবেই আবার বাংলার নবাবি করতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদ—হেষ্টিংসের কক্ষ।

হেষ্টিংস্‌, রাজা রামচাঁদ ও রেজাখাঁ।

রাম। হুজুর নবাব সাহেবের মৎলব আমি ভাল বুঝ্‌লেম না।

হেষ্টিং। He is a fool তার আবার মৎলব কি রাজা ? তার মৎলবে আমাদের চলিতে হইবে ? সে মৎলব আমি ঘুরাইয়া দেব। আমি কেবল উধুয়ানালার যুদ্ধ সংবাদ পাইবার অপেক্ষায় আছি, অতি কষ্টে গিরিয়ার যুদ্ধ জয় হইয়াছে, উধুয়ানালা জয় না হইলে আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না ; আপনি আর কিছু দিন অপেক্ষা করুন, রাজা আপনাকে খাজনার দাওয়ান করিব, রেজাখাঁ ফৌজদার হইবেন।

রেজা। এই জন্য আমরা নবাবকে কোন কথাও বলিনি।

হেষ্টিং। আপনাদের কিছু বলিতে হইবে না, বুঝিতে পারিতেছেন না ? নন্দকুমারের কাছে অপমানিত হইয়াও আমি চুপ করিয়া আছি।

রাম। কিন্তু তাকে আট্‌কে না রাখলে যে সে অনিষ্ট কোরে বোসবে রেসিডেণ্ট সাহেব ?

হেষ্টিং। যদি করে উপায় নেই। (সিপাহীর প্রবেশ) খবর কিছু আছে ?

সিপা। হুজুর ! উধূয়ানালা ফতে।

হেষ্টিংস। ফতে ?

সিপা। এই জাঁদরেল সাহেবের খং।

হেষ্টিং। Victory ! God save the King ! রাজা, আজ হইতে কোম্পানী বাহাদুর সমস্ত বাংলার ধর্ম্মতঃ রাজা হইলেন। Hip Hip Hurrah ! Three cheers তিন ফূর্ত্তি !

রাম ও রেজা উভয়ে। হুপ্ হুপ্ হুড়ো ! হুপ্ হুপ্ হুড়ো ! হুপ্ হুপ্ হুড়ো !

রাম। হুজুর আমাদের লড়াই ফতে হলো ? ঠিক দেখুন সাহেব ঠিক দেখুন ; আমি বাড়ীতে সত্যপীরের শিন্নি মানত কোরে এসেছি, বল সাহেব শীগ্‌গীর বল, বল তামাসা ক'রছো না ?

রেজা। আসল কথা বল সাহেব, নন্দকুমারের বাড়ী খানাতল্লাসী কোরে ছেলেটাকে আন্‌তে পার্‌বো ?

হেষ্টিংস। আজি আমি পল্টন নিয়ে তার বাড়ী ঘেরাও ক'রতে হুকুম দিতে পারতেম ; তবে রাজা কোম্পানীর চাকর বলিয়া তাহার উপর বে-আয়িনী জবরদস্তি করিতে সাহস করি না ! পত্রে মীরজাফরকে মুঙ্গেরে পাঠাইবার কথা লেখা আছে ; আমি তাহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়াই কলিকাতায় রওনা হইব, সেখানে গিয়া কাউন্‌সিলের ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াই রাজাকে গ্রেপ্তার করিব। গভর্ণরের সই ভিন্ন ত তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব না। সিপাই, তুমি শীগ্‌গীর নবাবকে সংবাদ দাও ; আমি তাঁহার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি।

রাম। হুজুর কলকেতায় গিয়ে পরোয়ানা বার ক'রবার দেরি সইবে ? আপনি কি ভাবছেন রাজা লড়া'য়ের খবর রাখছে না ?

হেষ্টিংস। তাতো বুঝিতেছি, কিন্তু কি করি ? রাজাকে গ্রেপ্তার করিবারতো আর কোন উপায় দেখিতেছি না ?

(মোহনপ্রসাদের প্রবেশ)

রাম। এই যে মোহনপ্রসাদ, মোহনপ্রসাদ আমাদের লড়াই ফতে।

মোহন। ফতে !

রাম। উধুয়ানালায় মীরকাসিম হেরে পালিয়েছে।

মোহন। উঃ প্রাণ থেকে এত দিন পরে বোঝা নেবে গেল ! বস্ এই বারে দুদিন ঘুমিয়ে বাঁচি। আমিতো বলেছিলুম রাজা যে আমাদের জীং কেউ রক্ষা ক'রতে পারবে না। কেমন সাহেব আমার কথা মিললো ?

হেষ্টিংস। তাতো মিলিল, কিন্তু একটু গোলমাল রহিয়াছে ;— সেটীতো মিলিতেছে না।

মোহন। আবার গোলমাল কিসের সাহেব ? গোলমাল ব'ললে— আর শোনে কে ? কি খাঁসাহেব ? আল্লা আল্লা বল, আমাদের সেপাই লড়াই ফতে ক'রলে আর আপনি চুপ ক'রে আছেন ?

রেজা। ছুড়ো—ছুড়ো তো করলুম, এখন মনে মনে নাম ক'রছি।

রাম। একটু গোলমাল আছে মোহনপ্রসাদ, রাজা নন্দকুমারকে শাস্তি দেওয়া হলো না।

মোহন। রেসিডেণ্ট সাহেবের খর্পরে তাকে এনেদিলুম সাহেব ছেড়ে দিলে তা কি হবে ?

হেষ্টিংস। বেশ, আর একবার তাকে আন্‌তে পার ?

মোহন। এবারেতো আর অমনি আসবে না, এক খানা পরওয়ানা দাও, রাজা যেখানে থাকে তাকে খুঁজে পেতে আনি।

হেষ্টিং। আমি পরওয়ানা দিতে পারলে ভাবনা কি ছিল ?

মোহন। কেন, এখন কি আর রাজা তোমাদের পরওয়ানা—অমান্য ক’রতে পারে ?

হেষ্টিংস। আমাদের পরওয়ানা অমান্য করিতে পারে না, কিন্তু আমার পারে, আমার স’য়ে সে আসিবে না।

মোহ। কার স’য়ে আসিবে ?

হেষ্টিংস। ভান্সিটার্টের স’য়ে আসিবে।

মোহন। আসিবে ঠিক জান ?

হেষ্টিংস। আসিতে বাধ্য।

মোহন। বেশ সাহেব, যদি এনে দিতে পারি তাহ’লে আমাকে কি দেবে ?

রাম। সাহেব কেন, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব।

মোহন। বেশ চ’ললুম।

রাম। খাঁ সাহেবকে লোকলস্কর দিয়ে তোমার সঙ্গে দিই।

মোহন। কোন দরকার নেই, আসেতো রাজা অম্নি অম্নি আস্‌বে, নইলে লোক লস্করে তাকে আন্‌তে পারবে না। জোর ক’র্ত্তে গেলে ফল হবে না।

রাম। তবু নে যাও, আন্‌তে পার্‌লে হাজার রূপিয়া এনাম।

হেষ্টিংস। কেমন করিয়া আনিবে ?

মোহন। সে কথা তোমার জান্‌বার দরকার কি সাহেব ? আন্‌লেইত হ’ল।

হেষ্টিংস। বেশ, তাহা হলে আমিও তোমাকে Despatch এ ইয়াদ করবো।

মোহন। ও সাহেব ! দেশ প্যাঁচে পড়লে তখন বুঝি আমাকে ইয়াদ করবে, তাহ’লে যাতে প্যাঁচে পড়ে তার চেষ্টা করি ?

হেষ্টিংস। Oh no! Despatch খরিতা।

মোহন। তা হলে আমি এখনি চললুম।

রেজা। রাজা কি ভদ্রপুরে আছে মনে কর?

মোহন। না থাকে আজকালের ভেতরেই ভদ্রপুরে ফিরে আসবে। আমার সঙ্গে তার একটা লেখা পড়া আছে।

রাম। কিসের লেখা পড়া মোহনপ্রসাদ?

মোহন। এক খানা খৎ বুলাকীদাস রাজাকে লিখে দেবে; কেন সে আপনাকে এসে ব'লবো; কিন্তু হুজুর আপনাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। গোরারা বুলাকীদাসের বাড়ী লুটে প্রায় তিন চার লাখ টাকা নিয়ে গেছে! সে আমাদের তরফের লোক, তার টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে।

হেষ্টিংস। ভাল, তদন্ত করিয়া সত্য হইলে বুলাকী টাকা ফেরত পাইবে।

মোহন। বেশ, তবে এখন আমি চললুম।

হেষ্টিংস। খাঁ সাহেব, আপনি সেই গ্রামে আবার যাইয়া বালকের সন্ধান করুন। যদিও জানি সে বালক হইতে ভয়ের কোন কারণ নেই, তথাপি আমরা সন্দেহের বীজ রাখিতে চাহি না।

রেজা। বেশ, আবার যাবো। এবারে তাকে গ্রেপ্তার না ক'রে ফিরছিনা।

হেষ্টিংস। আসুন রাজা আমরা মীরজাফরকে মুঙ্গের পাঠাইবার ব্যবস্থা করি। তারপর দুজনেই ক্যাল্‌কাটায় চলিয়া যাই। সেখানে আমার যথেষ্ট কাজ রহিয়াছে, প্রথম কাজ সর্ব্বাগ্রেই আমাকে কাউন্‌সিলে প্রবেশ করিতে হইবে! সে দাম্ভিক রাজাকে নিজের মুখে যতক্ষণ শাস্তি শুনাইতে না পারিতেছি ততক্ষণ আমার স্ফূর্ত্তি নেই।

রাম। (অদূরে মীরজাফরকে দেখিয়া) নবাব আস্‌ছে।

হেষ্টিংস। আসুন নবাব (মীরজাফরের প্রবেশ) আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সংবাদ দিয়াছিলাম। আপনি যে অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিবেন সেটা বুঝিতে পারি নেই।

মীর। সেকি সাহেব! এতদিন আমার কাছে থেকে এটা বুঝ্‌তে পারনি? আপনাদের প্রতি মেহেরবাণী দেখাতে এখানে কেন, আমি ভাগাড়ে পর্য্যন্ত যাইতে পারি।

হেষ্টিংস। নবাব! উধয়ানালাতেও আমাদের জয় হইয়াছে।

মীর। আপ্যায়িত হলুন।

হেষ্টিংস। শুধু আপ্যায়িত হলেন?

মীর। এর বেশী যে আর হবার উপায় নাই সাহেব! হাতে পায়ে বাত, তোমাদের নৃত্যরঙ্গ দেখাই সে ক্ষমতা নাই।

হেষ্টিংস। আমরা আরও কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলাম; আপনার কোম্পানীকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল, আমরা আপনার জন্য আমাদিগের দেশবাসীর অমূল্য প্রাণ সকল বিসর্জ্জন দিতেছি।

মীর। আমার জন্য বিসর্জ্জন দিচ্ছ?

হেষ্টিংস। তবে আর কার জন্য? এ যুদ্ধ ফতে করিয়া আমাদের লাভ কি আছে? মীরকাসিমও যেমন নবাবী করিয়াছে, আপনিও সেই রকম নবাবী করিবেন।

মীর। আর আপনারা শুধু কলকেতা হইতে বসিয়া বসিয়া দূরবীন দিয়া দর্শন করিবেন।

হেষ্টিংস। তার বেশী আর আমরা কবে কি করিয়াছি?

মীর। বেশ, তবে ধন্যবাদ। কিন্তু সাহেব আঠাশ লক্ষ টাকা! তা হোক, তথাপি ধন্যবাদ। ও দিকেও যুদ্ধ জয় হচ্ছে, এদিকেও টাকা গড়াতে সুরু ক'র্‌ছে? তা হোক, তবু ধন্যবাদ!

হেষ্টিংস। টাকা আদায়ের জন্য আমরা ভাল দাওয়ান দিতেছি, আপনাকে দেনার জন্য কিছুই চিন্তা করিতে হইবেনা।

মীর। সাধ কোরে দেনা ঘাড়ে নিলুম, চিন্তা করবো কি সাহেব? দেনা না থাকলে তোমাদের ভালবাসা কেমন কোরে পাব?

হেষ্টিংস। তার পর আপনাকে মুঙ্গের যাইতে হইবে।

মীর। ঐ গোলমাল, মুঙ্গের যেতে পার্ব্বোনা; এই মুর্শিদাবাদে আসতেই প্রাণ আমার বেরিয়ে গেছে।

হেষ্টিংস। আপনাকে অতি সাবধানে লইয়া যাইব, মুঙ্গেরে বাংলার রাজধানী না উঠিয়া গেলে আপনার যাইবার প্রয়োজন হইতো না; আপনি সেখানে অন্ততঃ একদিন দরবার করিয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিবেন।

মীর। বেশ, কখন রওনা হ'তে হবে?

হেষ্টিংস। সুবিধেমত যত শীঘ্র প্রস্তুত হইতে পারিবেন।

মীর। ভাল; তাহ'লে এখন আসি। সময়ে সংবাদ দেবো।

[প্রস্থান।

রাম। দেখ্‌লেন সাহেব?

হেষ্টিংস। ওর pranks আমি অনেক দেখিয়াছি, উহাকে কিছু দিনের জন্য নবাব রাখা ভিন্ন উপায় নেই বলিয়া রাখিতে হইতেছে, আপনি চলিয়া আসুন, আমি ওর অসাক্ষাতেই কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া দিব।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কিরীটেশ্বরীর মন্দির।

বাপুদেব ও নন্দকুমার।

বাপু। কই মা যথাশক্তি তোর অর্চ্চনা ক'র্লেম, হৃদয় পুষ্পোপহার তোর চরণে নিবেদন ক'র্লেম, তথাপি তোর বদন কমলে প্রসন্নতা দেখ্‌তে পাচ্ছিনা কেন মা? অভিশপ্ত জীবন রাখার চেয়ে অনন্ত নিদ্রায় ডুবে যাওয়াও যে সুখকর! দেহে বল, হাতে কার্য্যকারী শক্তি, অগাধ বুদ্ধি, অনন্ত আশা সব থাকতেও কি বাঙালী জাতির নাম ধরণীবক্ষ থেকে মুছে যাবে? কিরূপ বলি দিলে দেশ রক্ষা হয় একবার বল্! ব'ল্‌তে কুণ্ঠিত হোস্ ইঙ্গিত কর্। একবার ভ্রুকুটী কুটীল ঈঙ্গিতে তিরস্কার ছলেও আমাদের একবার গন্তব্য পথটা দেখিয়ে দে! দৃষ্টি শক্তির অভাবে এ অভাগ্য পথিকগুলা চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে পরস্পরে প্রতিহত হোয়ে, ক্রমে চলবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেল্‌ছে! তবু তুই নিথর? কোমল অঙ্গে পাষাণের জড়তা মিশ্রিত ক'রে কঠোর হিমাদ্রির মতন কারুণ্য রসহীন জীবন নিয়ে বসে থাকা তোরও কি এত ভাল লাগ্‌লো? আচ্ছা থাক, নিথর থাক, কতক্ষণ থাকতে পারিস দেখা যাক্। নন্দকুমার মায়ের পায়ে অঞ্জলি দাও।

মধুকৈটভ বিদ্রারি বিধাতৃ বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি॥

যে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কোরে তুমি মধুকৈটভ বিনাশ কোরেছিলে জগদম্বিকে সেই পুষ্প আমি তোমার পাদমূলে উপস্থিত করলুম।

নন্দ। ঠাকুর! পুষ্প ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হ'লো!

বাপু। দেখেছি, গৃহান্তরে গমন কর।

[নন্দকুমারের প্রস্থান।

রাধিকা! (রাধিকার প্রবেশ) মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দাও।

রাধিকা। কি বোলে ফুল দিতে হয় আমি যে জানি না দয়াময়।

বাপু। বলে দিচ্ছি বল—"নতেভ্য সর্ব্বদা ভক্ত্যা চণ্ডিকে দুরিতাপহে।
রূপংদেহি জয়ংদেহি যশোদেহি দ্বিষোজহি॥"

রাধিকা। "নতেভ্য" ইত্যাদি। ঠাকুর! ফুল পড়ে গেল।

বাপু। কেন পড়লো?

রাধিকা। কি জানি।

বাপু। অশ্রদ্ধা কোরে দিলি বুঝি?

রাধিকা। তুমি দিতে ব'ল্লে দিলুম, শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা জানি-না! ঠগীর সঙ্গে বনে বনে ঘুরি, ভীমরূপা প্রকৃতির সহচরী, আমার প্রাণ কত কঠোর! তুমি মাকে দেখাও দেখি, মায়ের কথা শুনাও শুনি, শ্রদ্ধাভক্তি আমি কোথায় পাব? আমি তোমার দোহাই দিয়ে মায়ের চরণে ফুল দিলুম, মা যখন নিলে না তখন বুঝি আর মা আমাদের ফুল নেবে না।

বাপু। নিতেই হবে। আমার এত সাধনা যদি নিষ্ফল হয়, যদি কোন প্রকারে মায়ের ঈঙ্গিত না পাই, তাহ'লে বেটীর কিরীট কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করবো।

রাধিকা। আমাকে মায়ের কাছে কি চাইতে বললেন?

বাপু। রূপ, জয়, যশ, শত্রু সংহার।

রাধিকা। ওঃ তাই ফুল পড়ে গেল। আমার তাতে দরকার?

বাপু। তোমার না থাকৃতে পারে, আমার আছে।

রাধিকা। বেশ, তবে অনুমতি করুন আবার বলি।

বাপু। নন্দকুমার! (নন্দকুমারের পুনঃ প্রবেশ) তুমি এই রমণীর হাত ধরে মায়ের পায়ে আর একবার অঞ্জলি দিতে পারবে?

নন্দ। তাতে কি হবে?

বাপু। কি হবে পরে বুঝতেই পারবে। ইতস্ততঃ কচ্ছো কেন? ভয় নেই ইনি কুমারী।

নন্দ। আপনার অনুমতি?

বাপু। আমার অনুমতি। নাও উভয়েই পুষ্প গ্রহণ কর, তুমি দক্ষিণ হস্তে, তুমি বাম হস্তে। তোমাদের নিজ নিজ সঙ্কল্প স্মরণ কোরে মায়ের পায়ে আর একবার অঞ্জলি দাও।

সকলে। (পুষ্প লইয়া "মধুকৈটভ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় পাঠ ও অঞ্জলি প্রদান)

নন্দ। ঠাকুর! মা ফুল নিয়েছেন।

বাপু। কি সঙ্কল্প কোরেছিলে?

নন্দ। রূপ, জয়, যশ, শত্রুসংহার।

বাপু। তোমার কি?

রাধিকা। রূপ, জয়, যশ, শত্রুসংহার।

বাপু। সন্তুষ্ট হলুম। সর্ব্বাগ্রে রূপ চাই, কেন বুঝেছ? যে শ্রীহীন সে সংসারে কিছুই করতে পারে না। মশকের শোণিত শোষণে বঙ্গভূমি কঙ্কালসার। সর্ব্বাগ্রে নন্দকুমার মায়ের শ্রী রক্ষা কর, দুর্ব্বাসার অভি-সম্পাতে দেবরাজ একদিন শ্রীহীন হোয়েছিলেন। মা বৈকুণ্ঠবিহারিণী কমলা সেইজন্য কিছুকাল সমুদ্রগর্ভে লুকিয়েছিলেন। নন্দকুমার! তোমা-দেরও আজ সেই দশা। শ্রীহীন দেবতা—দৈত্য ভয়ে উচ্চ সুমেরুর অন্ধকারময় কন্দরে মুখ লুকিয়েছিল; আর তোমরা উচ্চ জাত্যভিমানের তমোময়ী কার্য্যহীনতায় মুখ লুকিয়ে বসে আছ।

নন্দ! বুঝেছি কি করতে হবে অনুমতি করুন।

বাপু। মন্ত্র গ্রহণ করবে?

নন্দ। সেই অভিলাষেই তো এসেছি, এইবারে মন্ত্র দিন।

বাপু। দেব, কিন্তু বুঝতে পারলে কি নন্দকুমার! একপক্ষে ভর দিয়ে

পক্ষী উড়তে পারে না। শুধু পুরুষের সাহায্যে জাতি ওঠে না, উন্নতির মুখে তাকে তোলবার জন্য পুরুষ প্রকৃতির মিলন চাই। পশ্চাতে, গতি স্থির রাখবার জন্য পক্ষীর পুচ্ছরূপী ধর্ম্ম। নন্দকুমার এই ত্রিশক্তির মিলনে বাধ্য হোয়ে মা পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেছেন। মোগল আর রাজ্য রক্ষা করতে পারছে না। তুমি মন্ত্র গ্রহণ কোরে রাজা হোয়ে বাংলায় আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপন কর।

নন্দ। কেমন কোরে করবো?

বাপু। আমি তার বিধান করছি। মন্ত্র গ্রহণ করবে—কিন্তু মন্ত্র চৈতন্য সাধনের জন্য—তোমাকে কি কর্ত্তে বলেছি মনে আছে?

নন্দ। আছে।

বাপু। তাহলে আমি প্রথমেই তোমাকে এই বালিকাকে দান করি, তুমি একে পত্নীত্বে গ্রহণ কর।

নন্দ। সে কি! তা কেমন কোরে পারবো?

বাপু। পারবে না?

নন্দ। কার কন্যা! কি জাতি! কিছুই জানি না।

বাপু। তোমার তা জান্‌বার প্রয়োজন কি? গুরুদত্ত উপহার তাতে কুণ্ঠা আনছো কেন?

নন্দ। না প্রভু! আমাকে এরূপ বিসদৃশ আদেশ কর্ব্বেন না! আমি সমাজের নেতা—আমি সমাজ বিরুদ্ধ কাজ করতে পারবো না। আমি ও রমণীকে মুসলমানের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে দেখেছি।

বাপু। তুমি আমার আদেশে জীবন উৎসর্গ করতে প্রতিশ্রুত হোয়েছিলে না?

নন্দ। এখনি গ্রহণ করুন, অনুমতি করুন আমি এখনি মায়ের সম্মুখে আত্ম বলিদান দিচ্ছি,—

বাপু। সে আত্মবলি নয়, আত্মহত্যা। মা বৃথা প্রাণ গ্রহণ করেন

না। পারবে না? তুমি এই বালিকার কাছে প্রাণের জন্য ঋণী তা যান?

নন্দ। আমি কারু কাছে ঋণী নই, আমি আমার কর্ত্তব্য করিছি; অন্যের সাহায্য ভিক্ষা করিনি।

বাপু। করনি?

নন্দ। কই আমিতো তা মনে করি না।

বাপু। তুমি কি মনে কর তোমারই আদেশে ইংরেজ তীর্থ ভূমি পরিত্যাগ করেছে?

নন্দ। এমন অন্যায় মনেই বা কত্তে যাব কেন, বরঞ্চ ইংরেজ আমাকে বন্দী করবার ভয় দেখিয়েছিল, এবং আইন অনুসারে সে আমাকে বন্দী কত্তে পারতো।

বাপু। তবে তুমি আমার কাছে ফিরে এলে কেন?

নন্দ। সেটি অন্যায় করিছি। আমি আবার ধরা দিতে ইংরেজের কাছে ফিরে যাচ্ছি।

বাপু। আমার আদেশ পালন কত্তে পারবে না?

নন্দ। সংসারে থাকতে হলেতো পারি না, আর বনে থাকতে হোলেও পারি না। আমার সহধর্ম্মিণী আছে।

বাপু। তবে যাও।

নন্দ। মন্ত্র দেবেন না?

বাপু। তুমি অন্য গুরু গ্রহণ কর। [নন্দকুমারের প্রস্থান।

রাধিকা। আমি এখন কি করবো?

বাপু। তুমি কি করবে, তাইতো তুমি কি করবে; আমি—কি করলুম বলতো রাধিকা?

রাধিকা। আমি ভিখারিণী! আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর দয়া করতে গেলেন কেন?

বাপু। তুমি ভিখারিণী! তুমি কে জান?

রাধিকা। কেমন কোরে জান্‌বো?

বাপু। তুমি আমার কন্যা। কেঁদো না মা কেঁদো না, পিতাকে নিষ্ঠুর মনে কোরে কাঁদ্‌ছো?

রাধিকা। কি অপরাধে আমাকে বনবাসিনী কোরেছ বাবা?

বাপু। কোন অপরাধে নয়, তোমাকে রাজরাণী করবো বলে। তুমি প্রমদার কনিষ্ঠা। এই অভাগ্যের অদৃষ্টে রাজ্যেশ্বর হবার যোগ আছে বোলে, আমি মনে মনে ওকে একটী কন্যা দান করবার অভিলাষ কোরেছিলুম, কিন্তু প্রমদার বৈধব্য যোগ ছিল বলে আমি আর একটী কন্যার প্রার্থনা করি। মা রাধিকা, তুমিই সেই কন্যা। তোমাকে প্রসব কোরেই তোমার গর্ভধারিণী দেহত্যাগ করেন। আমি তোমাকে অন্তরালে রেখে মানুষ করিছি, প্রমদার সঙ্গে তোমার পরিচয় করতে দিইনি; রাণী করবো বলেই তোমাকে বনবাসের ক্লেশে অভ্যস্ত কোরেছিলুম। প্রকৃতির শক্তিতে শক্তিময়ী কোরেছিলুম।

রাধিকা। তাহ'লে আমি কি করবো?

বাপু। কি করবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা কোরে কষ্ট দাও কেন মা? তুমি রইলে, তোমার দেশ রইলো। আমি তোমার ভগিনীকে ফেলে এসেছি—তোমাকেও শুধু পরিচয়ের যন্ত্রণা দিয়ে ফেলে চল্‌লুম।

রাধিকা। আমার কি অবস্থা হলো বলে যান্।

বাপু। তুমি বাপুদেবের কন্যা, তোমার কি অবস্থা হোলো তুমি নিজেই বুঝে নাও।

[একদিকে বাপুদেবের প্রস্থান, অপরদিক দিয়া প্রমদার প্রবেশ।]

প্রমদা। তোমার অবস্থা কি হলো আমি বলছি। কোন্ গুপ্ত ধনাগারে রক্ষিত অমূল্য রত্ন বোনটী আমার সূর্য্যালোকে এসে, অমানুষের

হাতে পড়ে তুমি ধরণীতে নিক্ষিপ্তা হোলে। এসো বোন্, উদার ধরণী তোমাকে বুকে তুলে নেবার জন্য এই যে আমাকেও সেই সঙ্গে পথে নিক্ষিপ্তা কোরে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।

রাধিকা। কে আপনি ?

প্রমদা। বাপ্পুদেবের কথা, বুঝতে পারলে না ?

রাধিকা। তুমিই আমার সহোদরা ?

প্রমদা। আয় রাধিকা সঙ্গে আয়। অনন্ত দুঃখে একটি অনন্ত আনন্দ ! আমি বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হইছি ! তুমিও বাগ্দানের পরক্ষণেই স্বামী পরিত্যক্তা হোয়ে বিধবার অবস্থা প্রাপ্ত হলে। কিন্তু বিধাতা দয়াময় ! তিনি একটী সুখ-সূর্য্য মধ্যস্থলে দিয়ে, অনন্ত দুঃখের মধ্যভেদ ক'রে দিয়েছেন ! রাধিকা আমি একটী সন্তান পেয়েছি।

রাধিকা। আমি জানি।

প্রমদা। সেটী এখন আমার সুতরাং তোমার। এসো আমরা তাকে আমাদের সংসারের অবলম্বন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীত।

বিধি কি নিধি ছড়াছড়ি করে।
এস এস বোন বুক পোরা ধন,
দিদি বোলে এস আদরে॥
লেগেছিল নগরে উঠিতে বাজরে আগুন মোর,
ভেবেছিনু করম ফুরাল, ছিঁড়িল মরম ডোর;
সংসারে নাহিক সুখের ওর জীবন যাপিলে পরের তরে ;—
পেয়ে নিধি শিশু সুকুমার বোন্‌টি আমার দিদি বুঝেছি পরে॥

চতুর্থ দৃশ্য।

নন্দকুমারের বাটী।

রাধাচরণ ও রাণী।

রাণী। কোথাও সন্ধান পেলে না? তুমি আর লোকের উপর নির্ভর কোরে বাড়ীতে বসে থেকো না। জগচ্চাঁদকে পাঠালে সেও ফিরলো না; বুলাকী দাসকে তিনি এখানে দেখা করতে বলেছেন; সে এসে তিন দিন বোসে আছে; আমার মনে বড়ই আতঙ্ক হচ্চে বাপ! তুমি নিজেই তাঁর সন্ধানে চলে যাও।

(নন্দকুমারের প্রবেশ)

নন্দ। রাধাচরণ।

রাধা। এই যে মা, মহারাজ এসেছেন।

রাণী। এ রকম করে সংসার কি গৃহস্থের চলে মহারাজ? সাত দিনের ভেতর কোন সংবাদ নেই।

নন্দ। সংবাদ! কি সংবাদ শুনলে সুখী হও রাণী।

রাণী। স্বামীর কিরূপ সংবাদ শুনলে স্ত্রী সুখী হয় তাকি মহারাজ জানেন না?

নন্দ। জানি, কিন্তু কিছুই তোমাকে সংবাদ দেবার ছিল না বোলে দিইনি। স্বামীর অগৌরবের সংবাদেতো তুমি সুখী হবে না।

রাণী। এমন লোকর হাতে পড়িনি যে তাঁর অগৌরব শুনতে হবে। তবে বহুলোকের মুখে যা শুনছি তা যদি আপনার অগৌরব হয় তো স্বামীর সে অগৌরব শুন্‌বার জন্য আমি নিত্য প্রস্তুত।

নন্দ। কি শুনেছ?

রাণী। মহারাজের মুখেই না হয় শুনি।

নন্দ। আমি বোধ করি তুমি ত্রিবেণীর কথা বলছো, সে সম্বন্ধে যদি কিছু শুনে থাক তো সে ভুল শুনেছ।

রাধা। তবে কি দেশ শুদ্ধ, লোক মিথ্যা কথা বলছে ?

নন্দ। মিথ্যা কথা না বলুক ভুল বলছে—সে কথায় আস্থা স্থাপন করবার তোমার প্রয়োজন নেই। তুমি এক কাজ কর,—বুলাকী দাস কি খৎ লিখে এনেছে, সেখানা পড়ে নিয়ে তাকে রেহাই দাও। সে গরীব সর্ব্বস্বান্ত হোয়েছে! তাকে আর আবদ্ধ রেখো না! আমি শুদ্ধ তারই জন্য এখানে এসেছি। যাও—বিলম্ব করো না। জগচ্চন্দ্র এসেছে ?

রাধা। কই না দাদাতো আসেননি।

নন্দ। তাহলে সে এখন আসবে না, সে তোমার ঈর্ষা করে, তোমার হাতে সংসারের কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়েছি বলে—সে ক্রোধে হেষ্টিংসের সঙ্গে যোগ দিতে গেছে। সুতরাং তার এখন আসবার প্রত্যাশা রেখো না। আমি আজই কলকেতায় রওনা হব, যতদিন না ফিরি, কিম্বা যদি না ফিরি, যতদিন না গুরুদাস সংসার পালনে যোগ্য হয়, তুমিই সংসার পরিচালনার ভার গ্রহণ কর।

রাধা। এ সব কি কথা বলছেন মহারাজ ?

নন্দ। এর পরে আরও বলবো, এখন তোমাকে যা বললুম তাই কর।

[রাধাচরণের প্রস্থান।

রাণী। মহারাজ! সত্যই কি আপনি বিপন্ন ?

নন্দ। বড়ই বিপন্ন! এমন বিপদে আমি কখনো পড়িনি! গুরু আমাকে পরিত্যাগ করেছেন।

রাণী। কি অপরাধে পরিত্যাগ করলেন ?

নন্দ। ত্রিবেণীর ঘটনা অবশ্য শুনেছ ?

রাণী। শুনিছি।

নন্দ। তাতে লোকে জানে আমি তাদের ধর্ম্মার্জ্জনের সহায়তা করিছি, কিন্তু আমি জানি,আমি কিছুই করিনি।

রাণী। কে এক স্ত্রীলোকের কথা শুনলুম ?

নন্দ। সেই সর্ব্বনাশী রমণীই সব অনর্থের মূল।

(রাধিকার প্রবেশ)

রাধি। কেন মহারাজ। সর্ব্বনাশী রমণী আপনার কি অপরাধ করলে ?

রাণী। তাইতো! একি! এই ক্ষুদ্র বালিকা —একি অসম্ভব কথা মহারাজ ?

নন্দ। সুন্দরী! এখানে পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ কোরেছ ?

রাধি। না এলেতো এ মিষ্ট কথা শুনতে পেতুম না মহারাজ!

নন্দ। কি অপরাধে মিষ্ট কথা শুনালাম। আমি ইংরেজের কাছে বন্দী হলেও, আমারগর্ব্বের ঘরে ঘা পড়তো না।

রাধিকা। এখনি বা ঘা পড়লো কিসে ?

নন্দ। আমাকে স্ত্রীলোকের আঁচল ধরে প্রাণ রক্ষা কর্ত্তে হলো!

রাধিকা। কে জানে ?

নন্দ। আর কেউ না জানলে নন্দকুমার নিজে জানে! তাই তার পক্ষে যথেষ্ট লজ্জা ও অপমানের কথা।

রাধিকা। আপনি এ ক্ষুদ্র ভাব মনে আনছেন কেন? একটা সামান্য বালকেও সময় সময় রাজার দেহ রক্ষার কার্য্য করে।—তাতে কি রাজার মর্য্যাদার হানি হয় ?

নন্দ। হতোনা, যদি গুরু কর্ত্তৃক না তাড়িত হতুম।

রাধিকা। গুরু যা বলছেন তাই হোন্ না কেন। বঙ্গরাজ্যের শাসনদণ্ড ব্রাহ্মণের হাতে কি ভাল মানাবে না ?

নন্দ। ক্ষুদ্র রাজ্য ব্রাহ্মণের আভিজাত্য গর্ব্বের তুলনায় কিছুই নয়, আমি তুচ্ছ সিংহাসনের জন্য জাতিনাশে প্রস্তুত নই।

রাধি। মহারাজ! মাপ করবেন ; এ বুদ্ধিমানের যোগ্য অভিমান নয়।

নন্দ। নীচ, দস্যু-সহচরী! যবনী! তোমার বুদ্ধি নিয়ে রাজ্য করার চেয়ে আমার দাসত্ব শতগুণ ভাল!

রাধিকা। বেশ, তাই ভোগ করুন। রাজা, আমি আপনাকে একা দেখ্‌ছিনি, দেখ্‌ছি আপনি হিন্দুজাতির শক্তিশালী প্রতিনিধি! অন্ধ জাত্যভিমানে আপনি শুদ্ধ নিজের দাসত্ব আনছেন না, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতির দাসত্ব এনে দিচ্ছেন।

রাণী। একি ব্যাপার! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না মহারাজ!

(রাধাচরণের পুনঃ প্রবেশ)

রাধা। মহারাজ! শীঘ্র স্থান ত্যাগ করুন, আপনাকে গ্রেপ্তার ক'র্‌তে পল্টন আসছে।

নন্দ। রাণী স্থান ত্যাগ কর।

রাণী। তাইতো একি হলো!

নন্দ। মর্য্যাদা রাখ, স্থান ত্যাগ কর। আমার এ অবস্থা আমি আগে থাকতে জেনে রেখেছি।

রাণী। এই রমণী কি বলে শুনুন না কেন।

নন্দ। পাগল! এই যবনীর কি বিষম দাবী তাকি তুমি জানো? চ'লে যাও—চ'লে যাও—(রাণীর প্রস্থান।)

(মোহন প্রসাদের প্রবেশ)

নন্দ। হাতে ও কি মোহন প্রসাদ?

মোহন। আর লজ্জা দেবেন না ; নিন্ এই পাপ হস্তের পাপ পত্র-খানা পোড়ে ফেলুন।

নন্দ। এ যে দেখ্ছি আমার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা! এতে ভান্সী-টার্টের সই দেখছি যে?

মোহন। ইংরেজ কি কাজ ভোলে মহারাজ! না খাতির রাখে?—দরকার বুঝলে—আর দিলে খস্খস্ কোরে সই কোরে।

নন্দ। তা তুমিই কি প্যায়াদাগিরি ক'র্ছো?

মোহন। খেতে পাইনে আর কি ক'র্বো মহারাজ!

নন্দ। বেশ—চল।

রাধিকা। আর একবার অনুরোধ ক'র্বো কি?

নন্দ। প্রয়োজন নেই। চল মোহনপ্রসাদ।

[নন্দকুমার ও মোহনপ্রসাদের প্রস্থান।

(রাণীর পুনঃ প্রবেশ)

রাধিকা। রাণী! ইচ্ছা করেনতো আপনার স্বামীকে আমি এখনি ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

রাধা। পার যদি অনুরোধ করি,—মা! মহারাজকে রক্ষা কর।

রাণী। ছি! রাধাচরণ, পাগলের মতন ব'ল্ছো কি? এই রমণী কর্তৃক রক্ষিত হোয়ে রাজাকে বেঁচে থাকতে হবে?

রাধিকা। কথা শুনে তুষ্ট হলুম রাণী! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার স্বামী গৌরবের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মুঙ্গের, নবাবের বাগান।

মীরজাফর ও মণিবেগম।

মীর। ওরা যে বড়ই উল্লাস করছে মণি!

মণি। কেন করবে না নবাব? ক্ষুদ্র বণিক হয়ে এদেশে এসেছিল, ক্ষুদ্র বণিক বেশে একদিন তারা আপনাদের দরবারে মাথা হেঁট করে দয়া ভিক্ষা করেছিল—তারপর পান, দোক্তা তুচ্ছ পণ্য দ্রব্য কিন্‌তে গিয়ে, আপনাদের কল্যাণে বিনা মূলধনে একটা মুলুক কিনে ফেলেছে। এদেশের পয়সায় এদেশের মানুষের সাহায্যে তারা এখানে একচ্ছত্র রাজা হ'ল! তারা উল্লাস করবে না!

মীর। দরবার করবে ব'লে যে আমাকে এখানে আন্‌লে, তা কই আমায় কেবল ঘর বারইতো করছে, দরবারত' করলে না!

মণি। বুঝতে পারছেন না ঠিক দরবারই করেছে, এখন থেকে ইংরেজের দরবারে এ দেশের রাজা নবাবের এই রকম ভাবেই দরবার হবে। মীরকাসিম পরাস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হয়ে দেশত্যাগ করে চলে গেছে। গৌরব দেবার জন্যত তারা আপনাকে এখানে আনেনি, পেছন থেকে বাণ নিক্ষেপ ক'রে শত্রুসংহারের জন্যই তারা আপনাকে এনেছিল। যখন সংহার হয়েছে, তখন আর আপ্‌নাকে প্রয়োজন কি?

মীর। তবে তুমি এক কাজ কর। ওই পীর পাহাড়ের শিখরে আমায় তুলে, তুমি তলায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়।

মণি। হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে নবাব! বাঁদীকে এ সময় রহস্য করবেন না। এখনও যদি আপনি কিছুকাল চোখ চেয়ে থাকতে পারেন তাহলে দেখতে পাবেন এখনও আপনার সব আছে। এ হতে আপনার

আর অনিষ্ট হতে পারে না জেনে, আপনি কেবল আপনার বাঁদীকে বিশ্বাস করুন।

মীর। তোমায় কবে অবিশ্বাস করেছি মণি ?

মণি। এ সে রকম বিশ্বাস নয়। আমি রাজকার্য্যে আপনার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করবো, আপনি তাদের অবিশ্বাস করতে পারবেন না। আমি যাকে বন্ধু ব'লে, আপনার সঙ্গে দেবো, সেই যেন আপনার বিশ্বাসভাজন হয়।

মীর। বেশ।

মণি। সহসা বেশ বলবেন না—আগে চিন্তা করুন। যদি বাঁদীকে বিশ্বাস করতে পারেন, তবে থাকি। যদি না পারেন ত আমাকে বিদায় দিন! আমি বাংলা বেহার উড়িষ্যার বেগম হয়ে গোলাম নবাবের কেলী পুতুলী হয়ে থাকতে ইচ্ছা করিনা।

মীর। চিন্তা করিতে গেলে, হয়ত পেছিয়ে যাবো। মণি!—ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করলুম।

মণি। তাহ'লে প্রথমেই দুটো একটা মর্ম্মভেদী কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত হ'ন। আপনার কন্যা জিন্নত মহল মনস্তাপে জহর খেয়ে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে।

মীর। তার ছেলে ?

মণি। নিরুদ্দেশ। আছে কি না আছে জানবার উপায় নেই।

মীর। আগে শুনলে বোধ হয় কষ্ট হত না, কিন্তু মণি! একদণ্ডের শাসনে তুমি আমাকে যে রকম ক'রে প্রস্তুত করে তুললে, তাতে কন্যা শোকে আমি যে বড়ই কাতর হলুম। জিন্নত! মা আমার! আমি তোমার উপর বড়ই অসদ্ব্যবহার করেছি।

মণি। কাতর হবার সময় নয়, প্রতিশোধ নেবার সময়।

(নজমুদ্দৌলার প্রবেশ)

মণি। কি খবর ?

নজ। খবর ভাল নয়, রাজা বন্দী। আমার চোকের ওপর তাঁকে কলকেতায় ধরে নিয়ে গেল।

মীর। তবে ?

মণি। আরত আপনার ভাববার কথা নয়—ভাববো আমি।—শিগ্‌গির তুমি বারওয়েল সাহেবকে সেলাম দাও।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। জাঁহাপনা, বারওয়েল সাহেব।

মণি। একি ! মেঘ না চাইতেই জল।—জাঁহাপনা ! তবে আপনার শুভদিন এসেছে। যাও, সাহেবকে আসতে বল। আর নবাবজাদাকে বিশ্রাম করবার জন্য আমার ঘর দেখিয়ে দাও।

[ভৃত্য ও নজমুদ্দৌলার প্রস্থান।

মীর। তুমি থাকবে ?

মণি। আমিইত থাকবো, আপনি বরং এস্থান ত্যাগ করুন।

মীর। ত্যাগ করবো ?

মণি। আপনার অভিরুচি। আপনি চিন্তা করবেন না, যুদ্ধে, বিপদে শ্মশানে স্ত্রীলোকের পর্দ্দার প্রয়োজন নেই। নূরজাহানকে স্মরণ করুন।

মীর। বেশ নবাবী কর মণি নবাবী কর—নিজে ত করতে পারলুম না। মরবার আগে নবাবীটা দেখেও চক্ষু জুড়িয়ে যাই।

মণি। তাহলে স্থান ত্যাগ করবেন না—কি ভাবে নবাবী চলবে, তার নমুনা দেখুন।

(বারওয়েলের প্রবেশ)

বার। সেলাম নবাব সাহেব !—ইনি কে আছেন ?

মীর। ভয় নেই—এগিয়ে এসো সাহেব।

মণি। নবাবের শরীর দুর্ব্বল—তার ওপর কন্যা শোকে কাতর। কি জিজ্ঞাসা করবেন করুন। আমি ওঁর হয়ে জবাব দিচ্ছি।

বার। উনি কে আছেন ?

মীর। উনি সব আছেন, উজীর বলতে, সঙ্গী বলতে, বেগম বলতে উনিই এখন আমার আছেন। উনি মণি বেগম।

বার। সেলাম বেগম সাহেব।—নবাবকে মুর্শিদাবাদে যাইতে হইবে।

মণি। ওঁর ইচ্ছা দিনকতক এখানে থাকেন। মিছি মিছি ঠাঁই নাড়ানাড়িতে ওঁর বড় কষ্ট হচ্ছে।

বার। কি করিব বেগম সাহেব! লড়ায়ে আমাদের অগাধ টাকা ব্যয় হইয়াছে, সে সকল টাকা সত্বর শুধিতে না পারিলে কাজ চলিবে না।

মণি। কত দিনে শুধিতে হবে ?

বার। এক বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেক দিতেই হইবে।

মণি। যদি আদায় না হয় ?

বার। আদায় হওয়া চাই—না হয় কি বলিতেছেন বেগম সাহেব!

মণি। নবাব বলেন এক বৎসরে দেনা শোধ অসম্ভব।

বার। কিছুই অসম্ভব নয়—ভাল লোককে দেওয়ান নিযুক্ত করুন।

মণি। তাহলে যতদিন ভাল লোক না পাওয়া যায়, ততদিন নবাব প্রতিশ্রুত হতে পারেন না।

বার। আমি কার কথায় উত্তর করিতেছি!

মীর। (সহাস্যে) ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে—আমার কথা—আমার কথায় উত্তর দিচ্ছ।

বার। আমরা ভাল লোক দিতেছি।

মণি। সে যদি আদায় করতে না পারে, দায়ী হবেন আপনি ?

মীর। বা—মণি—বা!

বার। নবাবের অভিপ্রায় কি?

মণি। তাঁর মনোমত লোক নিযুক্ত করুন, নন্দকুমার রায়কে এনে দিন।

বার। সে কোম্পানীর শত্রু, তাহাকে আমরা দেওয়ান হইতে দিতে পারি না।

মণি। না পার নবাবকে মস্‌নদ নিতে অনুরোধ কর না।

বার। ভাল গবর্ণরকে এ কথা জানাইব।

মণি। জানাবো নয়—এখনি যাও—জানাও। যদি বিলম্ব কর, তাহলে এখনি নবাব সমস্ত বাংলায় ঘোষণা করে দেবেন—"যে সমস্ত পরোয়ানা নবাবের নামে বেরিয়েছে—সে সব জাল। নবাব কেউ নয়—কোম্পানী দেশের প্রকৃত রাজা।" প্রজাকে আর প্রতারিত করতে চাই না—তারা নিজের ধর্ম্মজ্ঞানে কার্য্য করুক।

বার। বেশ, আমি এই কথা গবর্ণরকে বলিতে চলিলাম।

মণি। এখনি যাও—সত্বর উত্তর এনে দাও।

[বারওয়েলের প্রস্থান।

মীর। তাইত এ কি করলে মণি! এই যে আমার নবাবী সুরু হল। রমণী! রমণী! মূর্ত্তি ধর, বাংলার কল্যাণে দয়া করে একবার সে মূর্ত্তি ধর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হেষ্টিংসের ঘর।

হেষ্টিংস ও নন্দকুমার।

হেষ্টিংস। কি রাজা! এখন আমি কে বুঝিতে পারিয়াছেন?

নন্দ। এখন আপনি গবর্ণরের প্রতিনিধি। গবর্ণর সাহেব মুঙ্গের গেছেন ব'লে, আপনি তার একটিনি করছেন।

হেষ্টিংস। আপনি বলিয়াছিলেন না আমি কে?

নন্দ। বলেছিলুম—এখনও বলতুম যদি আপনি গবর্ণরের একটিনি না করতেন।

হেষ্টিংস। কেন, বলুন না—আমি একটু নিজের কর্ণে শুনিয়া সন্তুষ্ট হই।

নন্দ। এমন বে-আইনী কথা কেন বলবো সাহেব? আপনিই এখন আমার মণিব।

হেষ্টিংস। ভারি আইনবাজ হইয়াছেন?

নন্দ। আপনাদের চাকরী করি, আইন না জানিলে কি চলে?

হেষ্টিংস। সেই জন্যই আপনি আমাকে চিনিতে অক্ষম হইয়াছিলেন? সেই জন্য আপনি অনারেবল কোম্পানীর শত্রুতা করিয়াছিলেন?

নন্দ। কবে শত্রুতা করেছি, তাতো বুঝ্‌তে পারিনি সাহেব!

হেষ্টিংস। এও কি আইনের জ্ঞানে বুঝিতে পারিতেছেন না?

নন্দ। কি করতে চান বলুন—আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি, আপনাদের আমার সম্বন্ধে যা কর্ত্তব্য করুন।

হেষ্টিংস। সে কার্য্যে আপনার উপদেশের অপেক্ষা রাখিব না।

নন্দ। আমি তা রাখতে অনুরোধ করি না।

হেষ্টিংস। আপনার এত বড় অহঙ্কার—আপনি এত বড় অজ্ঞান যে

আমাকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করেন? আপনার মনে রাখা উচিত ছিল যে, আমাদের দেশের একজন সামান্য সেলার, এ নিগারের দেশের রাজা বাদশারও এক দিন বিচার করিতে পারে।

নন্দ। এখন ত তাই দেখছি—আগে বুঝতে পারলে কি,—এ রকম করতুম।

হেষ্টিংস। বড় বুদ্ধির অহঙ্কার করেন, আর এটা বুঝিতে পারেন নাই?

নন্দ। এখন বুঝছি আমি মূর্খ।

হেষ্টিংস। তাহাতে আর সন্দেহ কি? আপনি যাহাদের অনুগ্রহে উচ্চপদ পাইয়াছেন, তাহাদেরই আপনি অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 'মূর্খ'' আপনার যোগ্য অভিধান নয়—মূর্খ হইতেও আরও কিছু কঠিন কথা বলিতে পারিলেই ভাল হয়।

নন্দ। বল না সাহেব, বাকি রাখ কেন,—বল আমি বিশ্বাস-ঘাতক। আমি যাদের অনুগ্রহে উচ্চসম্মান লাভ করেছিলুম, তোমাদের যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে আমি সেই নবাবদের পরিত্যাগ ক'রে, তোমাদের সঙ্গে বন্ধুতা করেছিলুম। সাহেব! সত্যই আমি বিশ্বাস-ঘাতক।

হেষ্টিংস। নবাবত আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

নন্দ। নবাবের অপরাধ কি? বিশ্বাসঘাতককে কে স্থান দেয়? তবে এত দিন পরে তার শাস্তি পেয়েছি।

হেষ্টিংস। শাস্তি হইল কই—শাস্তি হইবে। গবর্ণর আসিলে—বিচার হইবে—বিচারের পর শাস্তি। তোমার আচরণের যোগ্য শাস্তি কই হইয়াছে রাজা?

নন্দ। আর বাকি কি—দেওয়ান নন্দকুমারকে অপরাধীর মূর্ত্তিতে তারই কেরাণী হেষ্টিংসের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে, এর চেয়ে আমার শাস্তি আর কি হ'তে পারে! মৃত্যু? তা যদি দিতে পার সাহেব, তাহ'লে আমার শাস্তির অবসান হয়।

হেষ্টিংস। সে আক্ষেপ আর করিতে হইবে না—শীঘ্রই তা দেওয়া হইবে। আপনার কম শাস্তির সম্ভাবনা দেখিতেছি না—Extreme penalty of law. আপনি lawful custody হইতে বিদ্রোহী মীরকাসিমের পুত্রকে কাড়িয়া লইয়াছেন—মিষ্টার বারওয়েলের lawful কার্য্যে বাধা দিয়াছেন। নবাবের বজরা দস্যু দ্বারা অবরোধ করাইয়াছিলেন।

নন্দ। ওর একটা কাজও আমি করিনি। মনে ক'র না প্রাণের দায়ে এ কথা বলছি। যা সত্য তাই বলছি। শোন বাইরে থেকে এ দেশ দেখলে শক্তির নিরূপণ হয় না। এর ভেতরে অপূর্ব্ব গুপ্তশক্তি নিহিত আছে। সে যে কোথায় কখন কি ভাবে কার্য্য করে, তা আমি জানি না, কে যে জানে তাও বলতে পারি না। তা যদি জানতুম, তাহ'লে রেজা খাঁকে দিয়ে আমার অপমান আমি নীরবে সহ্য করতুম না। আর যে হেষ্টিংস এক দিন অনুগ্রহ চাইতে, আমার কাছে টুপি খুলে দাঁড়িয়েছে, তার সুমুখেও এইরূপ হীন ভাবে দাঁড়াতুম না।

হেষ্টিংস। দুঃখ থাকে কেন, একবার সেই শক্তির আবাহন কর। মীরকাসিমের আক্ষেপ ছিল, সে করিয়া দেখিয়াছে তুমি একবার কর, তোমার আক্ষেপ মিটিয়া যাক্—আমরা ও নিশ্চিন্ত হই।

নন্দ। এই যে বললুম সাহেব, সে কোথায় থাকে, কখন থাকে—কখন প্রকট হয়, কেন হয়—কিছুই জানি না। এক দিন মাত্র তার বিকাশ দেখেছি, আর দেখিনি।

(নেপথ্যে-কোলাহল)

হেষ্টিংস। কেয়া হুয়া !

নে-প্রহরী। এই-এই-ভাগো !

রাধিকা। (নেপথ্যে) কেন ভাগবো—আমি সাহেবের কাছে বিচারের জন্য এসেছি। (প্রবেশ) দেখ সাহেব! তোমাদের কে একজন

খয়ের খাঁ মাথায় পাগড়ী, গায়ে বেনিয়ান মুন্‌সী ফুন্‌সীর মতন চেহারা আমাকে দেখে তামাসা করেছে। দেখ দেখি সাহেব! আমি গরীব অবলা —ভিক্ষে করে খাই—আমায় কি না তামাসা! সাহেব! সত্বর এর বিচার কর্ব।

নন্দ। তাইত! এ অসমসাহসিনী এ দুর্গম স্থান পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করেছে!

হেষ্টিংস। কে তুমি আছ?

রাধিকা। আছি কষ্ট সাহেব! তোমার সেই মেণিমুখো বেনিয়ান আমায় থাক্‌তে দিচ্ছে কষ্ট!

হেষ্টিংস। বেনিয়ান কি করিয়াছে?

রাধিকা। এই যে বললুম, আমাকে তামাসা করেছে।

হেষ্টিংস। কি বলিয়া তামাসা করিয়াছে?

রাধিকা। সে ভারী তামাসার কথা সাহেব! আমাকে দেখে বলে "তোমার কি চোক!"

হেষ্টিংস। তাতো ঠিক বলিয়াছে,—

রাধিকা। ঠিক বলিয়াছে?

হেষ্টিংস। আমিত তাই দেখিতেছি।

রাধিকা। তুমিও দেখ্‌ছ, তাহলে তুমি চোকের মাথা খাও। রাজা! আপনি এর বিচার করুন।

নন্দ। আমি ত এ শক্তিময়ীর লীলা কিছুই বুঝতে পারছি না। করুণাময় গুরুদত্ত দান, বিবেকহীনের প্রাণে কি আমি এ অমূল্যদানের মর্ম্ম বুঝতে পারলুম না। গুরু কর্ত্তৃক তাই আমি পরিত্যক্ত—তারই ফলে কি আজ আমি এই চিরশত্রু নরাধমের কাছে অপরাধীর মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছি!

হেষ্টিংস। যাও—যাও।

রাধিকা। তোমাকে আর আমি জিজ্ঞাসা করছি না সাহেব—আমি আমার বিচারক পেয়েছি। আমাদের সমাজের রাজা থাকতে মেনিমুখো বেনিয়ানের থোকামুখো মনিবকে আর জিজ্ঞাসা করবো কেন? চুপ করে আছেন কেন রাজা?

নন্দ। লজ্জা দিয়ো না সুন্দরী। আমি নিজে শক্তিহীন বন্দী।

রাধিকা। সে কি বলছেন রাজা? স্বয়ং বজ্রধর যাকে বন্দী করতে অপারক, সেই ব্রাহ্মণ হয়ে আপনি তুচ্ছ মানুষের কাছে বন্দী। ইংরেজের প্রেমে কি বন্দী হয়েছেন রাজা?

হেষ্টিংস। তুমি এ গভীর রাত্রে আমার কুটীতে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?

রাধিকা। ভিক্ষে করতে এসেছি সাহেব!

হেষ্টিংস। এমন রূপ তোমার, তুমি ভিক্ষা করিয়া মর কেন?

রাধিকা। এত আস্পর্দ্ধা তোমার, তুমি আমাদের মহামান্য গৌড়-পতিকেও অপমান কর, তবে তুমি ভিক্ষে করে মরেছিলে কেন?

হেষ্টিংস। কবে ভিক্ষা করিয়াছি?

রাধিকা। এই ভিখারিণীর কাছে—মনে নেই?

হেষ্টিংস। (হাস্য) তুমি পাগল আছ! (হাস্য) তোমার কাছে আমি ভিক্ষা করিয়াছি?

রাধিকা। করনি?

হেষ্টিংস। চাপরাশি!

(করিমের প্রবেশ)

করিম। হুজুর!

হেষ্টিংস। তোম কোন হ্যায়?

করিম। নয়া চাপরাশি হ্যায়।

হেষ্টিংস। আমার চাপরাশি কাঁহা?

করিম। মর গিয়া সাব্।—উস্‌কা দমবন্ধকা বেমার থা—খাড়া খাড়া মরগিয়া। দেউড়ীমে উতো খাড়া হ্যায়,—লেকেন উসকো জিউ ছোড় গিয়া।

রাধিকা। নবাব সিরাজদ্দৌলার ভয়ে যখন কান্তবাবুর ঘরে আশ্রয় নাও, তখন তোমাকে দুধ জুগিয়েছিল কে?

হেষ্টিংস। সো আপ হ্যায়?

রাধিকা। হ্যায় কি না হ্যায়, তুমি নিজেই বল না সাহেব!

হেষ্টিংস। আপনি কি প্রার্থনা করেন?

রাধিকা। প্রার্থনা- -

নন্দ। সুন্দরী! পুরস্কারের লোভে কি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছিলে? সাবধান সুন্দরী, আজকের স্বার্থচিন্তায় তোমার বহুদিন পূর্ব্বের নিস্বার্থ পরোপকারকে পণ্ড ক'রো না। আর যদি কর, গুরুর দোহাই, এ অভাগ্যের পানে চেয়ো না। যদি চাও ত আমি তোমার সম্মুখেই আত্মহত্যা করবো।

রাধিকা। দোহাই রাজা একটা তুচ্ছ রমণীর ওপর অভিমানে আত্মহত্যা করবেন না।

হেষ্টিংস। রাজা! আপনি আমার সঙ্গে অপর ঘরে আসুন। (স্বগত) আমি বুঝিয়াছি, তুমিই ডাকাতের সরদারণী আছ! এখনি তোমাকে শিখলাইতেছি। [হেষ্টিংশ ও নন্দকুমারের প্রস্থান।

করিম। এখন কি করবে মা?

রাধিকা। তুমি কি করে এলে বাপ্?

করিম। তুমি এলে আর আমি আসতে পারি না?

রাধিকা। দোরে যে প্রহরী ছিল।

করিম। সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি আছে। এই যে রুমাল আছে মা! এই রুমাল দিয়ে তাকে দেয়ালে ঠেসিয়ে রেখে এসেছি।

রাধিকা। তাহ'লে আর বিলম্ব নয়, স্থান ত্যাগ কর। এখনি রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে।

করিম। তুমি ?

রাধিকা। আমারও থাকবার প্রয়োজন নেই—চল।

করিম। তুমি আগে নেবে যাও। আমি দোরে খিল আটকে বাইরে থেকে লোক আসবার পথটা মেরে দিয়ে আসি। কালপিন্ ঘাটে ছিপ্ আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বন্দুক হস্তে হেষ্টিংসের প্রবেশ)

হেষ্টিংস। হারামজাদী ! তোমকো গুলি করেগা ! O ! Where is the Girl ? Vanished in an instant ! What a terror ! A dacoit in the garb of a tender girl ! দরোয়ান ! চাপরাশি। কোন হ্যায়।

নেপথ্যে। হুজুর—হুজুর ! হ্যায়—

হেষ্টিংস। জলদি ইধার আও—

নেপথ্যে। হুজুর হ্যায়—লেকেন নেহি হ্যায়—কেয়াড়ি বন্দ হ্যায়—হুজুর এক দমসে কয়েদী বন গিয়া—আরে খুন কিয়ারে—সিপাইকে গলামে ফাঁস লাগায়কো খুন কিয়া। কড়ানাড়ার শব্দ।

(নন্দকুমারের প্রবেশ)

নন্দ। বলছিতো সাহেব ! গুপ্তশক্তি, দেশের হৃদয়ের কোন নিভৃত-দেশে এ শক্তি নিহিত আছে জানিনা।

হেষ্টিংস। Traitor ! You shall have to answer all these. তোমকো সব জবাবদিহি করনে হোগা।

নেপথ্যে। মাষ্টর হেষ্টিংস—মাষ্টর হেষ্টিংস—

হেষ্টিংস। কোন হ্যায়—

নেপথ্যে। রাজা রামচাঁদ হ্যায়—ডোর ওপেন্ গিভ—দোর খুলে দাও। খুন্ খুন্—গিভ হ্যার। ভেরি রাউণ্ড গুড্স—বড়া গোলমাল।

নেপথ্যে—বারওয়েল। হেষ্টিংস!

হেষ্টিংস। বারওয়েল! I shall keep you in the lock-up Raja. আমি তোমাকে ঘরে আবদ্ধ রাখিব।

নন্দ। কোন আপত্তি নেই, রাখ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বারওয়েল ও রামচাঁদের প্রবেশ)

রাম। কিছু ভয় নেই সাহেব, আমি সব গোলমাল মিটিয়ে দিচ্ছি।

বার। Do that Raja! That wayward rogue Nawab is not amenable to reason. উপায় কর—মীরজাফর সঙ্গে আসিতেছে।

(হেষ্টিংসের প্রবেশ)

হেষ্টিংস। What's the matter?

বার। See the letter of the Governor. I have no time to speak to you. I have come here as an escort of the Nawab.

[বারওয়েলের প্রস্থান।

হেষ্টিংস। তাইত রাজা আমি যে সর্ব্বনাশ করিয়াছি,—রাজাকে কয়েদ করিয়াছি।

রাম। আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। No round goods remain—কোন গোলমাল থাকবে না। door open give দোর খুলে দাও সাহেব।

(নন্দকুমারের প্রবেশ)

নন্দ। এরই মধ্যে ভাব বদলে গেল কেন সাহেব।

রাম। প্রাতঃ প্রণাম মহারাজা মহাশয়—প্রাতঃ প্রণাম।

নন্দ। কি সংবাদ রায় মশায়।

রাম। বুঝতে পারেনা—বিদেশী বোকা—আপনি গৌড়পতি—সমাজের শিরোমণি, তা ওরা কি করে বুঝবে? আসুন কেদারায় বসুন। আপনি না থাকলে রাজ্য চলবে কি করে?

হেষ্টিংস। আপনি নবাব কর্ত্তৃক দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিশ্রুত হ'ন, আমার এ আচরণ মনে রাখিবেন না।

নন্দ। রাজনীতির কার্য্যে এরূপ আচরণ করেছেন—এতে মনে করবার কি আছে? প্রতিশ্রুত হচ্ছি সাহেব—আমি কিছু মনে রাখবো না।

রাম। বেশ করেছেন ব্রাহ্মণের কার্য্য করেছেন। আপনার মহত্ব শতগুণে বর্দ্ধিত হ'ল। সাহেব—নবাব নবাব (নেপথ্যে—খবরদার—খবরদার)

(মীরজাফরের প্রবেশ)

মীর। কই রাজা (সকলের অভিবাদন)—কয়েদ হয়েছিলে—কয়েদ হয়েছিলে রাজা! প্রতিশোধ নাও। তোমাদের নবাবকে কিছু কালের জন্য কয়েদ কর। তোমার জন্য আমি না খেয়ে না দেয়ে মুঙ্গের থেকে বরাবর চলে আসছি। এই রাত্রে আমি সাহেবের ঘরে এসেছি। চল সাহেব, রাজাকে যখন পেয়েছি, তখন আর আমার কোন আক্ষেপ নেই। তোমরা আমার যে বন্ধু—সেই বন্ধু। রাজা! আজ থেকে আপনি—বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান। এই নিন, আপনার মোহর আমি—আপনার হস্তে সমর্পণ করলুম।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নন্দকুমারের শয়ন কক্ষ।

ক্ষেমঙ্করী ও নন্দকুমার।

রাণী। তবু যে মন বোঝাতে পারছিনা মহারাজ!

নন্দ। এখনও যদি মন বোঝাতে না পার, তা হ'লে আমি আরকি করতে পারি রাণি! কার্য্যতঃ ধরতে গেলে আমিই এখন বাংলার নবাব। নবাব সমস্ত শক্তি আমার হাতে ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত। অগাধ বিশ্বাসে তিনি আমার হাতে জীবন পর্য্যন্ত দিয়ে রেখেছেন। অন্য নবাব যাহা মনেও আনতে পারে না, তাই করেছেন। আমার হাতে বেগম মহলের পর্য্যন্ত ভার। বেগম মহলেও আমার অবারিত দ্বার। মণিবেগম আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন—নবাব জাদা আমাকে গুরুর ন্যায় দেখেন। বেগমেরা তোমার বাড়ীতে এসে তোমাকে শ্রদ্ধা দেয়। এর চেয়ে আর তুমি কি সুখের আকাঙ্ক্ষা কর?

রাণী। সুখ ভারে ভারে পেয়েছি—যত না চেয়েছি তত পেয়েছি। কিন্তু কেন জানিনা তবু মনের আশঙ্কা দূর হচ্ছেনা।

নন্দ। কিসের আশঙ্কা! নবাবকে যখন মৃত্যু মুখ থেকে বাঁচিয়েছি বৃদ্ধের দেহে যুবার বল সঞ্চার করিয়েছি, তখন আবার কিসের আশঙ্কা! ইংরেজের পৈশাচিক ব্যবসায় বন্ধ করিয়েছি। দেশ আবার ধনধান্যে পূর্ণ। তাঁতি আবার নিশ্চিন্ত মনে তাঁত বুনছে। তুঁতিয়া আবার গান করতে করতে প্রাণের আনন্দ জানিয়ে গুটি কাটছে। রাণী আর তিনটে বৎসর

যদি নবাবকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহ'লে সোণার বাংলার মহিমমণ্ডিত শ্রী দিগদিগন্ত পুলকিত করবে। বাংলার ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর অভাব মোচন হবে, অথচ দেশের গোরবের হানি হবে না। কতকগুলো শকুনি গৃধিণীর উৎপাতে বাংলার কোমলাঙ্গ আর কঙ্কালাবশিষ্ট হবে না।

রাণী। কোম্পানী কি এরূপ ভাব থাক্‌তে দেবে ?

নন্দ। কোম্পানী দেবে না কেন, তারা এখন আমার কাছ থেকে যথেষ্ট উপকার পাচ্ছে, এতকাল কোম্পানী অংশীদারদের সুদ দিতে পারেনি, এবারে দিয়েছে ; এই ভাবে দিন চললে তারা আরও লাভবান হবে ; এতদিন পরে তারা বাংলার ব্যবসার রস বুঝেছে, তাদের বিশ্বাস-ঘাতক কর্ম্মচারীদের জন্যে তারা এতকাল কিছু করতে পারেনি ; অথচ তাদের অত্যাচারে দেশ ছারে খারে গেছলো ! এর পরে এমন করে দেবো যে তাদের অত নায়েব গোমস্তা রাখবার প্রয়োজনই হবে না।

রাণী। এই সময়ে একবার গুরুর শরণাপন্ন হন না কেন ?

নন্দ। ওঃ তুমি সেই চিন্তার জন্য সুখ পাও না !

রাণী। দেখুন গুরু অসন্তুষ্ট থাকলে শেষটা সুখের হয় না।

নন্দ। আমার সে গুরু নন ; তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, গুরুর আশীর্ব্বাদেই তো আমার আজ এই অবস্থা !

রাণী। তথাপি আপনি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করুন। দেখা ক'রে মন্ত্র নিন্।

নন্দ। মন্ত্র আমি বৈষ্ণবের কাছে নিয়েছি।

রাণী। সে কি মহারাজ ! গুরু ত্যাগ করলেন ?

নন্দ। আমি ত্যাগ করলুম, না গুরু আমাকে ত্যাগ করলেন ?

রাণী। তাই তো বলি এত সুখেও মনে শান্তি পাচ্ছি না কেন ? অমন গুরুকে ত্যাগ করলেন মহারাজ ?

নন্দ। রাণি ! সমস্ত কথা শুনে বুদ্ধিহীনার মত কথা কয়ো না।

রাণী। মন্ত্র নেবার সময় আমাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন না? আমি তো সহধর্ম্মিনী ?

নন্দ। জিজ্ঞাসা করবার সময় পেলুম না ; মুর্শিদাবাদে এক বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে আমার ভাগ্যক্রমে দেখা হয়েছিল, তাঁর নাম রাধামোহন ঠাকুর ! আমি তাঁরই কাছে দীক্ষা নিয়েছি।

রাণী। তা'হলে আমি কি করবো ?

নন্দ। তুমিও তাঁর কাছে মন্ত্র নেবে।

রাণী। কি অপরাধে কুলগুরু ত্যাগ করবো মহারাজ ?

নন্দ। বেশ, তবে তুমি তাঁর কাছেই দীক্ষা নিও। কিন্তু তাঁকে আর দেখতে পাবে কি না সন্দেহ।

রাণী। শিক্ষাগুরু কুলগুরু, মহারাজ! অমন হিতৈষীর আদেশ পালন করাটা আপনার বিধিমতে কর্ত্তব্য ছিল।

নন্দ। বল কি রাণি! একজন মুসলমানীকে বিবাহ করা আমার কর্ত্তব্য ছিল ?

রাণী। মুসলমানী আপনাকে বললে কে ?

নন্দ। তবে কি ?

রাণী। মুসলমানী নয় মহারাজ! আপনার চিরহিতৈষী গুরু আপনার জাতিনাশের সঙ্কল্পে আপনাকে মুসলমানী গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন নি। আর তাই যদি করতেন, গুরুদত্ত দানে আপনার জাতিনাশ হবার কিছু সম্ভাবনা ছিল না।

নন্দ। তুমি তাকে নিতে পারতে ?

রাণী। বুকে কোরে তুলে নিতুম।

নন্দ। বল কি ?

রাণী। আপনার কল্যাণে দেশের কল্যাণ! গুরু দিব্য দৃষ্টির বলে সেই কল্যাণের উপায় দেখেছিলেন। দেখে আপনাকে তদুপযোগী শক্তি

দিয়েছিলেন। আমি সতিনীর সম্বন্ধ ধরে তাকে কি পরিত্যাগ করতুম মহারাজ?

নন্দ। রাণী! শুধু তোমার মনঃক্ষোভের ভয়ে আমি সে কার্য্য করতে সাহস করিনি।

রাণী। মহারাজ! হিন্দু রমণী এখনও এত স্বার্থপরা হয়নি যে নিজের নীচ স্বার্থে দেশের কল্যাণ হানি করে। আপনার সঙ্গ সুখ ত্যাগে যদি আপনার গৌরব রক্ষিত হয় তাহলে অনুমতি করুন স্বর্গের চেয়েও প্রিয়তর আপনার সঙ্গ আমি এখনো পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত আছি। মুসলমানীই হোক আর যাই হোক আপনি তাকে আনান্, আনিয়ে গুরুর ক্রোধ উপশান্ত করুন।

নন্দ। সে বিষয় চিন্তা করবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

রাণী। কেন যাবে, আমি নিজে গুরুর স্মরণাপন্ন হচ্ছি।

নন্দ। তুমি হ'লে আমিই বা তোমাকে যেতে দেবো কেন? তুচ্ছ রাজ্য লোভে আমি তোমার মতন স্ত্রীকে ত্যাগ করবো! তুমি স্বার্থত্যাগ জানো, আর আমি জানি না? বিশেষতঃ এখন রাজা হতে যাওয়া নবাবের ওপর বিশ্বাসঘাতকতা করা। এখন আর তা হয় না।

রাণী। গুরুর কথায় সন্দেহ করবেন না, নবাবের রাজ্য থাকবে না।

(রাধাচরণের প্রবেশ)

নন্দ। খবর কি রাধাচরণ?

রাধা। মহারাজ! কল্‌কেতা থেকে হেষ্টিংস সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

নন্দ। একেবারে এখানে—সাহেবকে অভ্যর্থনা করে বৈঠকখানায় বসাও গে।

রাধা। তিনি বাগানে বেড়াচ্ছেন, বলিলেন, সেইখানেই অপেক্ষা করিতেছি। [রাধাচরণের প্রস্থান।

রাণী। হেষ্টিংস সাহেব এখানে কেন মহারাজ ?

নন্দ। ধন্য জাতি! কাজ হাসিল করতে চিরশত্রুকেও ওরা আলিঙ্গন ক'রতে প্রস্তুত। কাজ শেষ হ'লে আবার যে শত্রু সেই শত্রু।

রাণী। কি জন্যে এসেছে মহারাজ ?

নন্দ। কি জন্যে এখনো শুনিনি তো ; তবে বুঝতে পেরেছি, তবে মহম্মদ রেজা খাঁকে নবাব কয়েদ করেছেন ; সাহেব বোধ হয় তার খালাসের জন্য অনুরোধ করতে এসেছে। যাক্—আমি এখন চললুম, গুরু সম্বন্ধে যা সৎপরামর্শ অবকাশমত করা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নন্দকুমারের বাগান।

হেষ্টিংস ও জগচ্চাঁদ।

হেষ্টিংস। রাধাচরণ বাবু আপনার কে আছে ?

জগ। আমার ভায়রা ভাই।

হেষ্টিংস। ভায়রা ভাই! What's that ?

জগ। শ্যালীপতি ভাই। I one son-in-law, he one son-in-law.

হেষ্টিংস। O! I see. তা উহাকে কলিকাতায় দেখিতে পাইনা কেন ?

জগ। উনি এখানে শ্বশুরের সঙ্গে নবাবদপ্তরে কাজ করেন।

হেষ্টিংস। উহাকে নবাবদপ্তরে রাখিয়া মহারাজা আপনাকে কলিকাতায় নির্ব্বাসিত করিয়াছেন কেন ?

জগ। কেন সাহেব! আমি ত বেশ কাজ করছি।

হেষ্টিংস। হাঁ—নবাবের উকীল—মান্যের কাজ বটে, তবে তাহাতে একটু ছোট কিন্তু রহিয়া গিয়াছে। আপনি কিছু মনে করিবেন না—. আমার মনে হয় আপনার শ্বশুর মহারাজা—আপনা হইতে রাধাচরণ বাবুকে অধিক ভাল বাসেন। আপনাকে তিনি confidence—সে কিনা বিশ্বাসের ভিতরে আনিতে ইচ্ছা করেন না।

জগ। (স্বগত) সাহেব ত ঠিক বলেছে—তাইত বলি, মুর্শিদাবাদে আমাকে রাখতে তিনি একান্ত নারাজ কেন?

হেষ্টিংস। ক্যালকাটায় থাকিলে আপনার লাভ কি আছে? আপনার শ্বশুর পাকা মুন্সি, তাহার কাছে কাজ শিখিলে আপনি ভবিষ্যতে দেওয়ানী পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। আমি আপনার শ্বশুরের কাছে হিসাব নিকাশ শিখিয়াছি। এখন কেউ আমাকে হিসাবে ফাঁকি দিতে পারে না!

জগ। মহারাজা আসছেন—এর পরে বলবো সাহেব। পারেন ত আপনি একটু মহারাজাকে বলবেন।

হেষ্টিংস। ভাল আমি অনুরোধ করিব।

(নন্দকুমারের প্রবেশ)

নন্দ। আসুন সাহেব। আপনি নাকি গবর্ণর হচ্ছেন?

হেষ্টিংস। হাঁ। Spencer সাহেব অবসর লইলেই আমি কার্য্যভার গ্রহণ করিব।

নন্দ। শুনে সুখী হলুম।

হেষ্টিংস। It is very kind of you. ধন্যবাদ।

নন্দ। এখন কি মনে করে এসেছেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি?

হেষ্টিংস। আপনারা রেজাখাঁকে বড় অধিক শাস্তি দিয়াছেন।

নন্দ। বেশ, কাগজপত্র আপনার সুমুখে ধরি, আপনি নিজেই বুঝে দেখুন তার যোগ্য শাস্তি কি? সামান্য একটা পুঁটী চুরি করলে তোমরা চোরকে ফাঁসিকাঠে লটকে দাও, আর এত একেবারে পুকুর চুরি। ঢাকার নবাবী অতবড় মান্যের পদ তাকে দেওয়া গেল—তাতেও তবিল ভাঙ্গার লোভ খাঁসাহেব সামলাতে পারলে না।

হেষ্টিংস। তা যাই হোক, এবারে তাকে ক্ষমা করিতে হইবে।

নন্দ। অবশ্য তাকে কারাগারে দেবার ইচ্ছা ছিল না। নবাব তার পূর্ব্বকৃত সব দোষ ক্ষমা করে তাকে নায়েবীতে বাহাল করে ছিলেন। নবাব এবারে কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করতে পারলেন না।

হেষ্টিংস। এবারে তাহাকে মাপ করুন।

নন্দ। বেশ, তা করছি। কিন্তু আপনারাও আমার একটা অনুরোধ রাখুন।

হেষ্টিংস। কি অনুরোধ, বলিতে পারেন।

নন্দ। এ যাবৎ কেবল তোমাদের অনুরোধই রেখে আসছি। কিন্তু তোমরা আজও পর্য্যন্ত সমানে আমার একটা অনুরোধও রাখলে না। বাগ বিতণ্ডা, মন কসাকসি না হয়ে আমাদের আর কোন দাবীর নিষ্পত্তি হল না।

হেষ্টিংস। আপনি বড় অন্যায় অনুরোধ করিয়া বসেন।

নন্দ। তাইত বলি সাহেব, আপনাদের চোখ আজও পর্য্যন্ত নবাবের একটাও ন্যায় দেখতে পেলে না। কাল আপনাদের দাবীর শেষ কিস্তি ছলাখ টাকা রাজা নবকৃষ্ণের হেফাজতে কলকেতার ট্রেজরিতে আনজাম করেছি। কাসিম আলি দেশকে একরকম ফাঁক করে গিছলো, তবু আমি গুছিয়ে গুছিয়ে আপনাদের দেনা কড়ায় গণ্ডায় শুধলুম। কি করে দিতে হয়েছে, তাকি বুঝতে পেরেছ সাহেব?

হেষ্টিংস। কলিকাতা কাউন্সিলত সে জন্য আপনার ভয়ানক ধন্যবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নন্দ। শুধু ধন্যবাদেত আর সরকারের পেট ভরবে না। আপনারা এদিকেত তাঁর আয়ের ওপর ঘা মারতে ছাড়ছেন না।

হেষ্টিংস। আমরা আবার কি করিয়াছি ?

নন্দ। কি করেছ, শীঘ্রই আমি তালিকা ক'রে কলকেতার বোর্ডে পাঠাচ্ছি। দেখলেই বুঝতে পারবে কি করেছ।

হেষ্টিংস। কিছু কিছু এখনি শুনিতে ইচ্ছা করি !

নন্দ। তোমাদের কর্ণেলগঞ্জের আমলারা সরকারীগঞ্জের ব্যাপারী-দের জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তাতে আমাদের গঞ্জে আর ব্যাপারী আসতে চায় না, সেই জন্য গত বৎসর সরকারের লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে। পুর্ণিয়ার জঙ্গল ইজারা দিয়ে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যেতো। তোমরা তা দখল ক'রে বসে আছ। আমরা তার এক কড়াও মুনফা পাই না।

হেষ্টিংস। এ সবত আমি কিছুই জানি না মহারাজা।

নন্দ। আপনি জানবেন না, বারওয়েল জানবে না, মিডলটন জানবে না—আর জানাতে গেলেই আমরা বদমায়েস বেইমান—আরও ইংরিজিতে কত কি বল তাত বুঝতে পারি না।

হেষ্টিংস। ভাল, এখন আপনি তালিকা পাঠাইবেন না। আর তিন মাস মাত্র সময় অপেক্ষা করুন। তিনমাস পরে আমি গবর্ণর হইতে পারি। সেই সময় বোর্ডে তালিকা পেশ করিবেন। দেখুন রাজা আমার কখনই ইচ্ছা নয় যে, কোম্পানীর লোক নবাবের সহিত অসদ্ব্যবহার করে !

নন্দ। তাহলে এখন পাঠান স্থগিত রাখবো ?

হেষ্টিং। রাখুন—আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, ইহার প্রতীকার করি-বার চেষ্টা করিব।

নন্দ। বেশ, আমিও খাঁসাহেবকে খালাস দেবার চেষ্টা করিব।

হেষ্টিংস। O, you মহারাজ—আপনি আমাকে এত অবিশ্বাস করিতেছেন কেন ?

নন্দ। আপনাকে অবিশ্বাস করবো কেন ? আপনাদের ওই "চেষ্টা করিব" "বোধ হয়" প্রভৃতি বিলাতী নীতি কথাকে বড় ভয় করি। কোম্পানী বাহাদুর এদেশে আসা অবধি এদেশের লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করে আসছেন, কিন্তু একটা চেষ্টাও কখন সফল হ'তে দেখলুম না। ও চেষ্টা করবার কর্ম্ম নয়, একেবারে বলো প্রতীকার করবো, তা হলে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে রেজাখাঁর ছাড় লিখে দি। নইলে নবাবের এই অসুখের সময়ে আমি তার ঘরের শত্রুকে মুক্তি দিতে পারি না।

হেষ্টিংস। তা আমি কেমন করিয়া বলিব—আমার একার ক্ষমতা হইলে বলিতে পারিতাম। কাউন্সিলের অন্য সভ্য আছে, তাদের মত না হইলে—আমি একা কি করিতে পারি ?

নন্দ। হুঁ তা হ'লে আর তিনমাস পরে পাঠিয়ে প্রয়োজন কি—আমি আজই তালিকা পাঠাই। আপনাদের চেষ্টার ফল দেখে নিশ্চিন্ত হই।

হেষ্টিংস। তা'হলে রেজাখাঁকে মুক্তি দিতেছেন না ?

নন্দ। আপনি যখন নিজে সুপারিশ করছেন, তখন আপনার খাতিরে তাকে খালাস দিলুম। অপেক্ষা করুন ছাড় পত্র দিয়ে দি।

[প্রস্থান।

হেষ্টিংস। You are the only person awake in Bengal. I see it is you who alone can scent politics under the Hon'ble Company's commercial surface. Oh let me see,—A shop in Calcutta or the throne of Delhi ! Nund Coomar or Warren Hastings ! There is no room for two of us here !

(জগচ্চাঁদের প্রবেশ)

জগ। কথা বার্ত্তা হ'ল হুজুর ?

হেষ্টিংস। আপনি কলিকাতায় গিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। আমি আপনাকে কিছু সৎপরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি।

জগ। বেশ—

(নন্দকুমারের পুনঃ প্রবেশ)

নন্দ। এই নিন।—

হেষ্টিংস। Thank you Maharaja. তা হইলে তার সরকারে চাকরী থাকিতেছেনা ?

নন্দ। আপনিই বলনা সাহেব, থাকা কি উচিত ?

হেষ্টিংস। All right. ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল।

[প্রস্থান।

নন্দ। দেখ জগচ্চাঁদ একটা কথা বলেদি হেষ্টিংসের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্টতা করতে যেও না। ও তোমাকে সৎপরামর্শ দেবে না।

জগ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(রাধাচরণের প্রবেশ)

রাধা। মহারাজ বড়ই বিপদ। নবাব আর বাঁচেন না।

নন্দ। সে কি !—

রাধা। কাল রাত্রি থেকে হটাৎ ব্যায়রাম বৃদ্ধি হয়েছে। নবাব একেবারে মৃত্যু শয্যায়। বেগম সাহেব এখনি আপনাকে মুরশিদাবাদে যেতে অনুরোধ করেছেন।

নন্দ। কি সর্ব্বনাশ! এই যে আমি তাঁকে আরোগ্য ক'রে পথ্য দিয়ে চলে এলুম। (নেপথ্যে—মহারাজা !) এস এখানে আর কেউ নেই।

(রাণীর প্রবেশ) রাণী তোমার আশঙ্কা মিছে হ'ল না। আনন্দের শৈল শিখর থেকে আমি যে একেবারে অন্ধ তমোময় কূপের ভেতর পড়ে গেলুম!

রাণী। উদ্ধারকর্ত্তা গুরু আছেন—এখনো তাঁর শরণাপন্ন হন। আর আপনি না পারেন বলুন আমি যাই।

নন্দ। আগে মুরশিদাবাদে যাই—অবস্থা বুঝি—তবে তোমায় উত্তর দেবো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মীরজাফরের শয়ন কক্ষ।

মুমূর্ষু মীরজাফর ও মণিবেগম।

মণি। হে ঈশ্বর! একি করলে! চির অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবার জন্য এ ক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রভা দেখিয়ে আমাদের লাঞ্ছিত করলে কেন? আর যে আমরা পথ দেখতে পাচ্ছি না—কোন্ অন্ধকূপে পড়তে চলেছি, কিছুই যে আর বুঝতে পাচ্ছি না! নবাব! একি করলেন! বাঁদীকে যে আপনি জীবনের চেয়ে অধিক ভালবাসেন বলতেন--দারুণ দুর্দ্দশায় পড়ে যে সময় কলকেতায় মধ্যে মধ্যে আপনার জীবন ত্যাগে প্রবৃত্তি আসতো, শুধু বাঁদীর মুখ চেয়ে আপনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করতেন। আর আজকে কোন প্রাণে আমাকে দুর্দ্দশায় ফেলে রেখে চলে যাচ্ছেন! তাইত! কি করি সকলেই ত মুমূর্ষু নবাবকে পরিত্যাগ ক'রে আপনার আপনার স্বার্থ সাধন করতে চলে গেল। ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র! চারিদিকে ষড়যন্ত্র—আর কোন্ মূর্খ নবাবের দিকে দৃষ্টি রাখবে! আমি ফুরসৎ পেলে,

বেইমানদের কার্য্যে বাধা দিতে পারতুম। কিন্তু কেমন করে এ স্থান ত্যাগ করি! অনাথের ন্যায়--নির্ম্মম সংসারের পথে পরিত্যক্ত বান্ধবহীন ভিখারীর ন্যায় নবাবের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে একজনও কি প্রাণী থাকবেনা! মুরশিদাবাদের নবাবীর পরিণাম ত চক্ষের উপর দেখতে পাচ্ছি! যাক্ সব যাক্--আমি এ সময়ে নবাবকে ফেলে যেতে পারি না। নবাব! বাঁদীর প্রতি কৃপা করে কখন যে আমার অনুরোধ অপূর্ণ রাখেন নি!

মীর। মণি!

মণি। জাঁহাপনা-জাঁহাপনা!

মীর। সাবধান—সাবধান!

মণি। বাঁদী প্রভুর কাছে আছে, তার কিসের ভয় জনাব!

মীর। আসছে—ধীরে ধীরে—টীপে টীপে!

মণি। কই কে আসছে! হা ঈশ্বর! এই বুঝি মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ।

মীর। টীপে টীপে মাথা গুঁজে আমাকে নিতে আস্ছে—

মণি। কার সাধ্য! চতুর্দ্দিকে প্রহরী—কার সাধ্য এ গৃহে আপনার বিনা হুকুমে প্রবেশ করে।

মীর। ইস্—মণি! ভারী মজা! আসতে আসতে ফিরলো—ধরবো বলে এলো—ধরার ভয়ে পালালো! এক দিকে ভূত--অন্য দিকে রোজা। হাতে দণ্ড কমণ্ডলু—কি তেজী সন্ন্যাসী—মণি—মণি—ভূত পালালো—জ্বর ছাড়লো! সেলাম সন্ন্যাসী সেলাম।

(বাপুদেবের প্রবেশ)

মণি। তাইত—তাইত! কে আপনি দয়াময়? রক্ষা করুন। যার রক্ষায় সাতকোটী বাঙ্গালীর স্বাধীনতা রক্ষা হয়, তাকে রক্ষা করুন।

বাপু। মীরজাফর!

মীর। জনাব!

বাপু। উঠে বস। (মীরজাফরের উপবেশন) সম্মুখে চেয়ে দেখ!

মীর। মণি! মণি!

মণি। হুকুম জাঁহাপনা।

মীর। পালাও—পালাও।

মণি। কেন পালাব জাঁহাপনা?

মীর। পালাও—যাকে যাকে ভালবাস, তাকে নিয়ে পালাও।

মণি। কোথায় পালাবো জাঁহাপনা?

মীর। যেখানে খুসী—বাংলা ছেড়ে যেখানে খুসী। বাপ্! একি দৃশ্য! একি ভয়ানক দৃশ্য!

বাপু। আরও এগিয়ে দেখ।

মীর। মণি! মণি! চোক গেলে দাও—আর দেখতে পারি না। মণি! পালাও—পালাও। মা ছেলে খাচ্ছে—বাপ্ দূরে শুয়ে দেখছে—উঠতে পাচ্ছে না। তোমাকে এখনি খেয়ে ফেলবে—হাজার হাজার ক্ষুধার্ত্ত—দলে দলে আসছে। আকাশ মেঘের চিহ্ন-শূন্য—নদী জল বিন্দু-শূন্য—গাছ পাতা শূন্য—মাটী তৃণ-শূন্য—চারি দিকে হা অন্ন হা অন্ন। মণি! দলে দলে আসছে—কঙ্কালের কাঁকে কঙ্কাল—কঙ্কালের ভর দিয়ে

মণি। দয়াময়! বুঝতে পেরেছি—দারুণ দুর্ভিক্ষ দেশকে গ্রাস করতে আসছে। প্রভু! অজ্ঞান তিমিরান্ধ রমণী আমি—কিছু দেখতে পাচ্ছি না—তথাপি বুঝতে পারছি, যিনি এই অভাগ্য নবাবকে এই ভীম ভবিষ্যতের ছবি দেখিয়েছেন, তিনিই এই সর্ব্বনাশের প্রতীকার করতে পারেন।

বাপু। মীরজাফর! বাঁচতে চাও?

মীর। এ দেখতে হ'লে এখনি মরতে চাই।

বাপু। প্রতিকার চাও?

মীর। এখনি হ'লে লহমা দেরী করি না।

বাপু। তা হলে রাজ্য হিন্দুকে ভিক্ষা দাও।

মীর। আমার বংশধরের কি হবে?

বাপু। তা বলবো না।

মীর। বাপ্! সাতশো বছরের দখল। পূরো হিন্দুকে পারি না।

বাপু। বেশ, না পার, অপর অধিকারী দিচ্ছি।

মীর। ওই!

বাপু। ওই—চেয়ে দেখ—স্থিরচিত্তে—মমতা বিশোধিত অনাবিল চক্ষে—ওর মুখ নিরীক্ষণ কর।

(রাধিকার প্রবেশ)

মীর। আহা! বড় সুন্দর—

মণি। বড় সুন্দর! এসো মা মদিরাক্ষী! মুমূর্ষুর জীবনে অমৃত বারি সিঞ্চন করতে, নিরাশ জীবনে আশার ফুল ফোটাতে—একবার মা ভিখারিনীর শয্যায় উপবেশন কর।

বাপু। মুসলমান-পালিতা ব্রাহ্মণ কন্যা। মুসলমানের সহায়তা হিন্দুর প্রাণ।

রাধিকা। নবাব! তোমার নবাবিটা আমাকে ভিক্ষা দেবে!

মীর। আমার ছেলেদের যদি আশ্রয় দিস্ত দিতে পারি।

রাধিকা। ইংরেজ দেবে?

মীর। তবুতো তাদের নবাব নাম থাকবে।

রাধিকা। আমি তা বল্‌তে পারি না। যে যোগ্য হবে সে নিজের যোগ্যতায় বাংলায় থাকবে, যে না হবে, সে জাহ্নবী স্রোতে ভেসে যাবে।

মীর। মণি!

মণি। এখনি দিন নবাব! এখনি দিন। দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে দান করুন।

বাপু। প্রতিশ্রুত হও—প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে নীরোগ জীবন লাভ ক'রে আরও কিছু দিন নবাবী কর।

মণি। কাল বিলম্ব করবেন না নবাব, এখনি দান করুন।

মীর। নজমুদ্দৌলা, বাবর খাঁ,— না ঠাকুর পারলুম না—

বাপু। বেশ! হিন্দুকে দিতে কুণ্ঠিত হও, মুসলমান পালিত হিন্দুকে না দাও। হিন্দুপালিত মুসলমান সন্তানকে দান কর।

মীর। মণি! কে বুঝেছ?

মণি। মীরকাসিমের সন্তান।

বাপু। তাকেই দান কর নবাব তা হ'লেই আমাকে দান করা হবে।

মীর। মণি! মণি! কোথায় তুমি?

মণি। দান কর নবাব—দান কর।

বাপু। তোমার মরণ সন্নিকট—যা করবে শীঘ্র কর—

মীর। আর ভাবতে পারি না—(শয়ন)

বাপু। মা! চলে এস।

মণি। দোহাই প্রভু! রক্ষা করুন—সর্ব্বস্ব—সমস্ত মুলুক গ্রহণ করুন। নবাব—নবাব!

বাপু। বুঝলে?

রাধিকা। বুঝেছি! কর্ম্মরোধ করা যায় না।

বাপু। তবে আর কেন?

রাধিকা। আর নয়—তবে ক্ষণেক অপেক্ষা—ভগিনীকে সংবাদ দেবো—তাকেও সাথী করবো।

বাপু। শীঘ্র সংবাদ দাও। [উভয়ের প্রস্থান।

মণি। আর দুঃখ নেই—আমিও বুঝতে পেরেছি—কর্ম্মরোধ করা যায় না। অমানুষিক শক্তিমান যোগীও তা রোধ করতে পারে না।

চতুর্থ দৃশ্য।

রংমহাল কক্ষ।

হেষ্টিংস, নজমুদ্দৌলা ও রেজাখাঁ।

হেষ্টিংস। কিহেতু আপনি নিষেধ করিতেছেন নবাব জাদা!

নজম। এ রাত্রে ঘরে বেগম সাহেব আছেন—কাল দেখা করলে হয় না সাহেব?

হেষ্টিংস। আজ দেখিবার নিষেধ কি আছে?

নজম। কাল দেখা করলেই বা ক্ষতি কি আছে?

হেষ্টিংস। আমি নবাবকে দেখিবার জন্য কাউন্সিল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। কল্য প্রাতেই সংবাদ লইয়া আবার আমাকে ক্যালকাটা রওনা হইতে হইবে। ভাল, আমাদের যাওয়াতে আপত্তি হয়, এই খাঁ সাহেব আছেন, ইনিত আপনাদের আত্মীয়। ইঁহার দেখিতে যাইলে আপনার আপত্তি থাকিতে পারে? Nawabzada! It is a political affair—we must know whether His Excellency is still living or not. ইহা আমাকে জানিতেই হইবে।

নজম। তা হ'লে সঙ্গে আসুন খাঁ সাহেব!

[নজমুদ্দৌলা ও রেজাখাঁর প্রস্থান।

হেষ্টিংস। I think that wily woman Muni Begum is concealing the news of the Nawab's death.

(মোহন প্রসাদের প্রবেশ)

মোহন। হুজুর খবর পেলেন?

হেষ্টিংস। Not yet. আভি নেহি মিলা। আমার বোধ হয় ধূর্ত্ত মণিবেগম তাঁহার মৃত্যু গোপন রাখিতেছে।

মোহন। তাকি এতক্ষণে বুঝলেন হুজুর! নবাব কবে মরেছে তার এখনো ঠিক কি। নন্দকুমার রায় ভদ্রপুরে আছেন—তাঁর না আসা পর্য্যন্ত বেগম নবাবের মৃত্যু কারও কাছে প্রকাশ করছে না।

হেষ্টিংস। তুমি নন্দকুমারের সন্ধান কর। আমি নন্দকুমারকে ভদ্রপুর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। He must be lurking somewhere within the palace.

মোহন। আমি একলা খুঁজবো—কেউ যদি পথের মাঝে খুঁচিয়ে মারে সাহেব।

হেষ্টিংস। আমি থাকিতে খুঁচিয়া মারিবে! কেহ তোমার দিকে চাহিতে সাহস করিবে না।

মোহন। বেশ এখনি যাচ্ছি। [প্রস্থান।

রেজাখাঁ। (নেপথ্যে) মাষ্টার হেষ্টিংস! জনাবালি—

হেষ্টিংস। What news?

(নজমউদ্দৌলা ও রেজাখাঁর প্রবেশ)

রেজাখাঁ। নবাব নেই—cold snow—আড়ষ্ট।

হেষ্টিংস। All right! হুররে!—I mean—so sorry! Take at once the new Nawab His Excellency Nujmuddaula to the durbar hall. রেজাখাঁ! কাল হইতে আপনি বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যার নায়েব সুবা হইলেন। Don't delay—proclaim by beat of drum. Conduct him at once to the durbar hall. The Nawab is dead. (হাঁটু গাড়িয়া) Long live the Nawab! The Hon'ble Company's respectful congratulations to your Excellency. The Nawab is dead. Long live the Nawab!

নজম। রসুন সাহেব! আমাকে কাঁদতে দিন। আমি এখন নবাব হ'তে চাই না।

হেষ্টিংস। হইতেই হইবে। না হইলে ছাড়িবে কে?

(মোহন প্রসাদের পুনঃ প্রবেশ)

মোহন। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

রেজাখাঁ। নবাব মারা গেছে।

মোহন। গেছে!

হেষ্টিংস। Yes, the Nawab is no more. Long live the Nawab!

মোহন। No more! Oh good Nawab কোম্পানীর friend who will time time money them lend? জয় নূতন নবাবের জয়—নয়া সুবাদার বাহাদুরকি ফতে। জয় কালী! জয় মাণিকপীর!

[সকলের প্রস্থান।

(মণি বেগমের প্রবেশ)

মণি। দেবতার অপসারণ মন্ত্রে যে সব ভুত প্রেত এতকাল দূরে ছিল, তারা আবার এসে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্ব্বল মৃগ শাবককে ঘেরে ফেললে। হা মহারাজ নন্দকুমার! তোমার এত চেষ্টা পণ্ড হয়ে গেল।

(নন্দকুমারের প্রবেশ)

নন্দ। বেগম সাহেব!

মণি। কেও রাজা! শার্দ্দুলের চোক এড়িয়ে কেমন করে এলেন! পালান পালান।

নন্দ। জীবনের ভয়ে পালাবো? জীবনত নবাবের সঙ্গে চলে গেছে বেগম সাহেব! নবাব! যদি শক্তি থাকেত আর এক বৎসরের জন্য জীবন বৃদ্ধদেহে ফিরিয়ে আন। ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়ে তরণীকে

আমি কূলের সমীপে এনে উপস্থিত করেছি। নবাব শুধু তোমাকে অবলম্বন ক'রে! হা ঈশ্বর! কূলে এসে সে তরী ডুবে গেল! সোণার বাংলার মুখে সোনার হাসির ক্ষীণ আভাসটুকু মাত্র দেখা দিয়েছিল। এই নবজীবনাগমের সন্ধিক্ষণে আবার কিনা সে আঁধার বন্যায় প্লাবিত হ'ল।

মণি। রাজ্যত গেছে। আপনার পবিত্র দর্শন রূপ যে ভাগ্য ঈশ্বর আমাদের দান করেছিলেন, তাও বুঝি যায় রাজা! ইংরেজরা আপনার তল্লাস করছে। আর কি আপনাকে দেখতে পাব? সুখে দুঃখে মনের সমস্ত ভাব প্রকাশ করবার আধার খোদা রাজ্যের সঙ্গে কেড়ে নিচ্ছে। রাজা! সময়ে সময়ে কথায় কথায় হয়ত কত অমর্য্যাদা করেছি। মেহেরবাণী করে আমায় মাফ কর।

নন্দ। আমি গোলাম—বেগম সাহেব, আমাকে অমন কথা বলবেন না। রাজ্য গেছে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ নিশ্বাস থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজ্য ইংরেজের হাতে যেতে দেবো না। বেগম সাহেব! পুত্রের মমতা ত্যাগ করতে পারেন?

মণি। নন্দকুমার রায় ত্যাগ করতে বললে, পারি।

নন্দ। মীরকাসিমের পুত্রকে পুত্রস্নেহে অঙ্গীকার করতে পারেন?

মণি। যদি তাতে বাংলা রক্ষা হয়, এখনি পারি।

নন্দ। রাধাচরণ!

(রাধাচরণের প্রবেশ)

তিনখানা পত্র নিয়ে এই রাত্রেই বীরভূমের পথে রওনা হ'তে পারবে?

রাধা। মহারাজ হুকুম করলে পারবো না কেন?

নন্দ। বীরভূমের জঙ্গলে এক দস্যুর আবাসে আমার গুরু কন্যা অবস্থান করছেন। এক পত্র তাকে দিয়ো। সেখান থেকে গয়ার পথ

ধরে বরাবর কাশী চলে যাবে, সেখানে কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহকে দুই খানি পত্র দেবে।

রাধা। যথা আজ্ঞা।

নন্দ। লালগোলার আস্তাবলে উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া আমি সজ্জিত করে রেখেছি; তাই নিয়ে তুমি এই রাত্রেই রওনা হয়ে যাও।

রাধা। যথা আজ্ঞা।

মণি। এই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করুন—অন্দরের পথ দিয়ে চলে যান।

[সকলের প্রস্থান।

(রেজাখাঁ ও হেষ্টিংসের প্রবেশ)

রেজাখাঁ। কই সাহেব রাজাকে ত দেখতে পেলুম না।

হেষ্টিংস। I believe he has managed to escape.

(নন্দকুমারের প্রবেশ)

নন্দ। এস্কেপ করবো কেন মাষ্টার হেষ্টিংস—কিসের ভয়ে পালাবো?

হেষ্টিংস। আপনাকেই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। A durbar will be held to-night and your presence is indispensibly necessary. আপনি রাজাকে দরবার ঘরে লইয়া যান। আমি তোষাখানায় চাবী দিতে চলিলাম।

[নন্দকুমার ও রেজাখাঁর প্রস্থান।

Mirjafar! You were a true friend of the English indeed! It was through your help that Clive won the battle of Plassey,—and now you have died, only to leave Bengal to us just when it has emerged out of insolvency and disorder by the efforts of Nuncoomar. For this

accept our hearty thanks. Had you lived a year longer, Bengal would have been a very hard nut to crack.

রেজাখাঁ। (নেপথ্যে) হুজুর হুজুর! নন্দকুমারের জামাতা রাধাচরণ বাবু অন্দরের পথ দিয়ে বরাবর উত্তর মুখে বেরিয়ে গেল।

হেষ্টিংস। রোখো রোখো—বাহারমে Captain ফৌজ লেকে খাড়া হ্যায়। উসকো জলদি খবর দেও—পাকাড়ো—পাকাড়ো।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বীরভূমের জঙ্গল।

রাধিকা।

(প্রমোদার প্রবেশ)

রাধিকা। দিদি দিদি!

প্রমোদা। কেও রাধিকা! কি সংবাদ রাধিকা?

রাধিকা। এখনি এ গৃহ ত্যাগ করে চলে এসো।

প্রমোদা। কোথায় যাব?

রাধিকা। আপাততঃ বিন্ধ্যাচল।

প্রমোদা। এই রাত্রে!

রাধিকা। নইলে পিতাকে সঙ্গী পাব না।

প্রমোদা। এই ঝড়ে!

রাধিকা। কই ঝড়? ঝড় এখানে কই দিদি? এখান থেকে বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে বাংলার বাইরে পা দিয়ে ঝড়ের প্রকোপ নিরীক্ষণ কর। সমগ্র বাংলা আজ প্রবল প্রভঞ্জনে ওলট পালট খাচ্ছে! ঝড়

কি শুধু এইখানে? বাংলার অস্থি মজ্জায় ঝড় প্রবেশ কোরে, বাংলার হৃদয়কে বিপর্য্যস্ত কোরে তুল্‌ছে! এই ঝড়ের আবরণে মীরকাসিমের পুত্রকে নিয়ে আত্মরক্ষা কর। ঝড় থামলে আর বাঁচাতে পারবে না।

প্রমোদা। ব্যাপার কি?

রাধিকা। মীরজাফর মরেছে! সঙ্গে সঙ্গে বাংলার জীবনও অপসারিত হোয়ে যাচ্ছে! স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হোতে চল্‌লো! ইংরেজ বিরাট মুখ বিস্তার ক'রে বাঙ্‌লার মাথাকে সর্ব্বাগ্রেই গ্রাস কোরেছে! রাজা নন্দকুমার ইংরাজের হাতে সর্ব্ব প্রথম বন্দী।

প্রমোদা। রক্ষা করতে পার্‌বে না?

রাধিকা। না।

প্রমোদা। প্রাণ ভয়ে পার্‌বে না—না ইচ্ছা নয়?

রাধিকা। চেষ্টায় ফল হবে না।

প্রমোদা। তাঁর দুর্দ্দশা দেখে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে?

রাধিকা। তা কি ক'র্‌বো!

প্রমোদা। আজ যদি তার গৃহে আশ্রয় পেতে, তাহ'লে বোধ হয় এ কথা ব'ল্‌তে না? বাপুদেব কন্যা! রাজা নন্দকুমার তোমার কে?

রাধিকা। আমি জানি না কে?

প্রমোদা। জানো বই কি ভগিনী—জানো বই কি। তোমার বস্ত্রাবৃত সিক্ত চক্ষু তোমার সেই স্বর্গীয় পরিচয়ের সাক্ষী দিচ্ছে! কেঁদোনা—বনবাসিনী! এতকাল দস্যুর আবাসে বাস করে বনে বনে ঘুরে শৈল শিখরের ভীম গভীর নীরবতায় রমণীর সমস্ত কোমল কামনা বিসর্জ্জন দিয়েছ। রাধিকা! এখনো যদি অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণীর মৃদুহৃদয়ের স্পন্দনের মত, অদৃষ্টের প্রতি তুচ্ছ ফুৎকারে তোমার হৃদয়ে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহ'লে আমিইবা শুধু কঠোর হোয়ে অদৃষ্টকে অবজ্ঞা করবো কেন?

রাধিকা। দিদি ! সত্য বটে, এতকাল আমি দস্যুর আবাসে বাস করেছি, অনাশ্রিত রূপসম্পদ নিয়ে সহস্র লোকের মধ্য দিয়ে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়েছি ! উপরে কত ঝড় চোলে গেছে ! কত কণ্টক কত প্রস্তর কোমল চরণে আঘাত ক'রে আমাকে রহস্য করেছে ! আমি সে সমস্ত উপেক্ষা করে দেশের অস্থি মজ্জার অনুসন্ধান করেছি ! কিন্তু কখনও নিজেকে খুঁজে দেখবার সুযোগ পাইনি। দিদি ! জ্ঞানী বাপুদেব শাস্ত্রী সব ঠিক করেছিলেন ; একটা বিষম ভুলে তাঁর সমস্ত সদভিলাষ অপূর্ণ রয়ে গেল।

প্রমোদা। কি ভুল রাধিকা ?

রাধিকা। পিতা যে সময় তাঁর অভাগিনী কন্যাকে মমতা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বনে নিক্ষেপ করেছিলেন ঐ সময় তার নারী-হৃদয়টাকে ছিঁড়ে তাঁর পদদলিত করা উচিত ছিল।

প্রমোদা। ভালই করেছেন, দৈত্যকুল নির্ম্মূল করেও শৈল-শিখর-বাসিনী পাষাণী ঈশাণী রমণী—স্বামী-নিন্দার আঘাত তাঁর কোমল হৃদয়ে সহ্য হয়নি ! নারীর গর্ব্বের সামগ্রীকে তুমি ঘৃণা ক'র্‌ছো কেন ? স্বামী তোমাকে গ্রহণ করেননি বোলে তুমি স্বামীকে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌বে ? স্বামী নিগৃহীতা সুনীতি, বিপদ-গ্রস্ত স্বামীকে কি পর্ণকুটীর দ্বার থেকে তাড়িয়ে দিতে পার্‌তেন না ? স্বামীর ওপরে অভিমান ক'র্‌বার তোমার চেয়ে তার যথেষ্ট কারণ ছিল ; তা সে'করেনি ব'লে সুনীতি সপ্তলোক-জয়ী সম্রাটের জননী। ভগিনী, বিপন্ন স্বামীকে রক্ষা করবার জন্য যত শক্তি তোমার ভাণ্ডারে আছে সমস্ত প্রয়োগ কর।

রাধিকা। তাহ'লে শীঘ্র এ কুটীর পরিত্যাগ কর।

(বাহারের প্রবেশ)

প্রমোদা। বাহার।

বাহার। ওমা মা, কারা আমাদের ঘরের দিকে ছুটে আস্‌ছে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(নেপথ্যে) ঘরে কে আছ ? দ্বারে অতিথি !

প্রমোদা। কি বিপদ ! যাবার মুখে আবার অতিথি জুটলো যে !

রাধিকা। এখন আর অতিথির মুখ চাইলে চলবে না—চ'লে চল।

প্রমোদা। সেটা কি ভাল রাধিকা ?

রাধিকা। তুমিই এ ঘরে থাকতে সাহস করছ না পরকে আশ্রয় দেবে কি !

বাহার। কেন তোমারত ঘর আছে মা !

রাধিকা। আমার সে ঘরে ইষ্টদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার পর্য্যন্ত প্রবেশ নিষেধ।

রাধা। (নেপথ্যে) অতিথি ব্রাহ্মণ।

প্রমোদা। এ বনের ভেতর অতিথি সম্ভবতঃ বিপন্ন—অবস্থাটা জানতে দোষ কি ?

রাধিকা। বেশ জান।

প্রমোদা। ভিতরে আসুন।

(রাধাচরণের প্রবেশ)

রাধিকা। তাইত ! এ যে মহারাজার জামাতা !

রাধা। তাইত ! এই দুর্য্যোগের লক্ষণ—এমন সময়ে এই গভীর বনের ভিতরে পর্ণকুটীরে দুইজন স্ত্রীলোক আর একটী বালক ! আপনারাও কি দুর্য্যোগ পেয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন ?

প্রমোদা। না এই আমার ঘর।

রাধা। সে কি ! এমন স্থলে কখন কি মানুষ বাস করতে পারে

রাধিকা। আপনি এ বনে কি মনে করে রাধাচরণ বাবু ?

রাধা। সে কি ! আপনি আমাকে চেনেন !

রাধিকা। উপজীবিকার জন্য বাইরেত যেতে হয়, কাজেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভিখারিনীদের সংসারের লোক চিনতে হয়!

রাধা। না—না! একি সম্ভব! আমি এতই ভাগ্যবান! বিপদ কি আমাকে তাড়া দিয়ে সম্পদের ভাণ্ডারে এনে উপস্থিত করলে! মা! তুমি? তা হ'লে এই কি নবাব মীরকাসিমের পুত্র? ইনিই কি মহাত্মা বাপুদেব শাস্ত্রীর কন্যা?

প্রমোদা। তুমিই কি বাপ্ মহাত্মা নন্দকুমারের জামাতা?

রাধা। মা! কথা কই এমন অবকাশ নেই। মহারাজা আপনাকে পত্র দিয়েছেন। (পত্রদান) আমি আপনারই অন্বেষণে এ দিকে এসেছি। আপনার পিতৃগৃহে গিয়ে দেখি—গৃহ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। হতাশ হয়ে ফিরছি, এমন সময় বুঝতে পারলুম ইংরেজের চর আমার পাছু নিয়েছে। তার হাত এড়াবার জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে এই বনে প্রবেশ করেছি।

প্রমোদা। রাধিকা! হারাণ রতন কুড়িয়ে আনবে?

রাধিকা। সে ত পথে নেই দিদি! সে যে দস্যুর কবলে।

রাধা। সেই জন্যই আপনার শরণাপন্ন। দস্যু-হস্ত থেকে তাকে রক্ষা করুন। তিনি এই বালকের রাজ্য-প্রাপ্তির জন্য বিরাট আয়োজন করেছেন। শুধু তাঁর অভাবে যেন আয়োজন নষ্ট না হয়। মা! বালককে সঙ্গে নিয়ে এস।

রাধিকা। বাহার সঙ্গে যাবে?

বাহার। আমি যাব না।

রাধা। কেন বালক ভয় কি?

বাহার। ভয় আপনাকে কে বললে বাবু সাহেব? আমি যাব না।

রাধা। নবাবী চাও না?

বাহার। নবাবী চাইবো না কেন, কিন্তু তোমাদের কাছে চাই না।

রাধা। নন্দকুমার রায় ভিন্ন ভিখারীর পুত্রকে এ দেশে আর কে নবাবী দিতে পারে ?

বাহার। কে পারে তা জানি না, কিন্তু রাজা নন্দকুমার পারেন না।

রাধা। কি ক'রে বুঝলে ?

বাহার। আপনাকে পাঠানতেই বুঝেছি। আপনার মাথা ঠিক নেই।

রাধা। বল কি বালক ?

বাহার। আপনি ত আমাকে আদব দেখালেন না। আমাকে দেখা মাত্রই আপনার কুর্নিশ করা উচিত ছিল।

রাধা। এর পর ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে যখন পথে বেড়াবে তখন কে তোমাকে কুর্নিস করবে ?

বাহার। বে-অকুফে না করতে পারে, তা বলে কি রাজা নন্দকুমারও সেলাম করবে না ?

রাধা। জনাবালি ! গোলাম বড়ই বেয়াদবী করেছে—আমার ইয়াদ হয়েছে। মাফ করুন।

বাহার। বাবু সাহেব ! ঠিকই আমি ভিখারী। আমার বাপ্ বোধ হয়, এত দিনে কোন সহরের পথে ভিক্ষা করছেন।

রাধিকা। এস নবাবজাদা ! সঙ্গে এসো। তোমার জন্য মসনদ্ আয়ত্ত করতে জীবন পণ একবার চেষ্টা করবো।

প্রমোদা। চেষ্টা কর, পত্র পাঠে বুঝেছি এমন শুভ সুযোগ আর আসবে না।

রাধা। আর আসবে না। অযোধ্যার নবাব, বর্গীর সর্দ্দার, কাশীর বলবন্ত সিংহ সকলেই রাজাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। মীরকাসিমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ইংরাজ এখন বড়ই দুর্ব্বল—দেরি করলে আর হবে না।

(নেপথ্যে বন্দুক শব্দ)

(করিম ও সহচরগণের প্রবেশ)

করিম। শিগ্‌গির ঘর থেকে বেরিয়ে এস। ইংরেজ কি ক'রে আমাদের আড্ডার সন্ধান পেয়েছে। তাইত! এই বেইমান—এই বেইমান ইংরেজকে সন্ধান দিয়েছে।

প্রমোদা। কর কি বাপ্‌—অতিথি।

করিম। রাখো অতিথি—

প্রমোদা। রাজা নন্দকুমারের জামাতা।

করিম। এই উল্লুক—আগাড়ি যাও—

(ঠগীগণ কর্ত্তৃক রুমাল দ্বারা রাধাচরণের বধের উদ্যোগ)

প্রমোদা। কি দেখছ রাধিকা! ব্রহ্মহত্যা হয়,—রক্ষা কর।

করিম। তামাকু ভরো।

রাধিকা। এইও বেয়াদব। হট যাও—

করিম। এ কি করছ মা!

রাধিকা। না, ব্রাহ্মণকে আমার সুমুখে হত্যা করতে পাবে না।

করিম। পাব না?

রাধিকা। আমার জীবন থাকতে পাবে না।

করিম। আমাদের গুপ্তমন্ত্র তবে ব্যক্ত হবে? কেল্লা শত্রুর গোচর হবে?

রাধিকা। চুলোয় যাক্ কেল্লা—দারুণ অধর্ম্মে আমি মন্ত্র রক্ষা করতে চাই না।

করিম। ওরে চলে আয়, বারুদে আড্ডা উড়িয়ে দে—মাকে মোহে ঘেরেছে—সব গেছে—কেল্লা ভেঙ্গে সমস্ত হিন্দুস্থান জুড়ে ব্যবসা চালাইগে চল্। খবরদার, বিদেশীর কাছে গুপ্তমন্ত্র ব্যক্ত করিস্‌নি—কেল্লা দেখাস্‌নি—কেল্লা দেখাস্‌নি। [ঠগীগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে বন্দুক শব্দ)

রাধিকা। তুমি শত্রুর চরকে লুকিয়ে আসতে পারনি—ইংরেজ পলটন নিয়ে তোমাকে ধরতে এসেছে।

প্রমোদা। রক্ষা কর ভগিনী—যদি পার ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর।

রাধিকা। এস রাধাচরণ বাবু! তোমাকে নিরাপদে বনের বার করে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

বাহার। ওমা! ঘরে গুলি ঢুকছে।

প্রমোদা। বুঝতে পেরেছি—স্বপ্ন বুদ্‌বুদ্‌ উঠলো আর মিলিয়ে গেল। অদৃষ্টের তীব্র রহস্য, কি পরিতাপ! আর এখানে থাকা উচিত নয়। এখনি এ স্থান থেকে চলে এস।

বাহার। আর আমার জন্য রাজ্য পাবার চেষ্টা করো না মা!

প্রমোদা। রাজ্য আর চাই না—হে করুণানিধান! ভিখারিণীর সন্তানের জীবন রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কোলাহল ও বন্দুকশব্দ)

(সৈন্যসহ কাপ্তেনের প্রবেশ)

কা। আগাড়ি যাও—আগাড়ি যাও—তল্লাস করো—তল্লাস করো।

১ম-সৈ। হুজুর! কোই ডাকু ত নেহি মিল্‌তা।

কা। আগাড়ি চলো—মিলেগা—আগাড়ি চলো—

[সকলের প্রস্থান।

(প্রমোদা ও বাহারের প্রবেশ)

প্রমোদা। হা ভগবান! বাল্য থেকেই যদি এত ভাগ্যহীন করে

পাঠাবে স্থির করেছিলে—তা হ'লে এ নিরীহ বালককে নবাব পুত্র করে পাঠিয়েছিলে কেন? বালক, শীঘ্র এর ভেতর প্রবেশ কর।

বাহার। কোথায় এই মন্দিরে? আমি দেব-মন্দিরে প্রবেশ করবো না।

প্রমোদা। আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি—তোমার ভয় কি?

বাহার। ভয় কি? ঢুকবো না। বাবা বলেছিলেন—যাতে আমার হিন্দু প্রজার প্রাণে আঘাত লাগে ভ্রমেও এমন কাজ করো না।

(বন্দুক-শব্দ ও বাহারের পতন)

প্রমোদা। বাহার গেলি?—

(সৈন্যসহ কাপ্তেনের প্রবেশ)

কা। চোপরাও—খাড়া রও—নেহিতো তোমকোবি গুলি করে গা।

প্রমোদা। আয় শয়তান—এখনি হত্যা কর—

কা। O horror! What have I done! ডাকু মনে করিয়া এক বালককে হত্যা করিলাম!—

প্রমোদা। শয়তান! বন্দুক নামাস্‌নি—আমাকেও হত্যা কর্।

কা। Curse my hand! Poor child!

প্রমোদা। বাহার—বাহার! বাহার!—

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হেষ্টিংসের কক্ষ।

হেষ্টিংস।

হেষ্টিংস। এতকাল পরে আমি সিংহকে বন্দী করিয়াছি। I have caged the Lion at last. যতদিন আমি বাংলায় থাকিব, যতকাল নন্দকুমার জীবিত থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতেই হইবে। ক্লাইব শুধু বাংলার বাণিজ্যের পথ প্রসার করিয়া গিয়াছে। তুচ্ছ বাণিজ্যের দুই পয়সা লাভের জন্য ডাইরেক্‌টরেরা তাহার শরণাগত। তাই আমার শাসন কার্য্যের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিতে তাহারা ক্লাইবের পরামর্শে ফ্রান্সিস ও মনসনকে পাঠাইয়াছে। কিন্তু আমি কি তাহাদের বাধা গ্রাহ্য করিব? ডাইরেক্‌টরেরা ক্লাইবের সঙ্গে সঙ্গে এদেশজাত পণ্য দ্রব্যের কেবল চাউল রেশমের স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু আমি দেখিতেছি কি? আমি দেখিতেছি, আমার চক্ষের সম্মুখে এক বিশাল সুন্দর রাজ্য পড়িয়া রহিয়াছে। এ বিশাল সাম্রাজ্যকে আয়ত্তে রাখিতে পারে, এমন লোক কে কোথায়? আমি বহু চেষ্টাতে দেখিতে পাইতেছি না। Bright jewel cast on the road—no one to claim it! Shall I leave it to be picked up by a vagabond? By no means. ডাইরেক্‌টরেরা বাধা দিক, ফ্রান্‌সিস, মনসন—যে যেখান হইতে আসিয়া আমার গতি রোধের চেষ্টা করুক আমি এ সাম্রাজ্য ব্রিটিস রাজকে খেলাত না দিয়া দেশে

ফিরিতেছি না। আজিও পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায়ে কেহ কিছু সন্দেহ করে নাই। সন্দেহ করিয়াছে—কেবল একজন—সে ওই নন্দকুমার। যতদিন বাংলা সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিতে না পারি, ততদিন তাহাকে খোলসা দিতে পারিব না।

(চাপরাশীর প্রবেশ।)

চাপ। খোদাবন্দ! রাজা রামচাঁদ!

হেষ্টিংস। সেলাম দেও। (চাপরাশীর প্রস্থান।) খেদায় বড় বড় হাতী ধরিতে হইলে যেমন কুনকী হাতীর সাহায্য লইতে হয়, আমিও সেইরূপ এদেশের কতকগুলা হতভাগ্যকে জব্দ করিতে আর কতকগুলা হতভাগ্যের সাহায্য লইতেছি।

(রামচাঁদের প্রবেশ।)

সেলাম রাজা!

রাম। সেলাম হুজুর। তবে এমন অসময়ে গোলামকে তলব করেছেন কেন?

হেষ্টিংস। গোলাম বলিবেন না—আপনি আমার বন্ধু। তবে রাজা! আপনাকে বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখাইতে পারিতেছি না বলিয়া আমি বড়ই দুঃখিত।

রাম। আচ্ছা সে কথা পরে হবে, এখন তলব করেছেন কেন?

হেষ্টিংস। একটা সৎ পরামর্শের জন্য।

(বারওয়েলের প্রবেশ।)

বার। May I come in?

হেষ্টিংস। Yes. রাজা কিয়ৎক্ষণের জন্য অপর কক্ষে বিশ্রাম করুন। (রামচাঁদের প্রস্থান) All right?

বার। All right. সুজাউদ্দৌলা পলাইয়াছে, বর্গী দেশে চলিয়া

গিয়াছে। ঠগীদের আড্ডা ভূমিসাৎ। যে বালক ক্যাপ্টেনের গুলিতে হত হইয়াছে, সন্ধানে জানিলাম সে মীরকাসিমের পুত্র।

হেষ্টিংস। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। But do you know, Francis is opposing me in the council?

বার। If I be at your back, what can Francis alone do to harm you? আমি সহায় থাকিলে, একা ফ্রান্সিস তোমার কি করিতে পারে।

হেষ্টিংস। আমি অনিচ্ছায় রেজাখাঁকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিয়াছি।

বার। By Jove! How could you do that?

হেষ্টিংস। Under compulsion. তা হউক, তাহাতে আমাদের আর কোনও ক্ষতি হইবে না। যে জন্য সেই মূর্খের হাতে দেশের এত বড় একটা কার্য্যের ভার দিয়াছিলাম, সে ভয় ঘুচিয়াছে। নন্দকুমার এখন কলিকাতায় নজরবন্দী। সামান্য মোহন প্রসাদের যা ক্ষমতা আছে, তাহাও এখন তার নাই, তখন সে পশুকে আর পদস্থ রাখিবার প্রয়োজন কি? Let him be cast off as worn-out boots.

বার। All right.

হেষ্টিংস। Good bye. (বারওয়েলের প্রস্থান) রাজা!

(রামচাঁদের প্রবেশ।)

রাম। বারাওল সাহেব, হম্‌ক ধম্‌ক হয়ে এলো, আবার ছুটে গেল! কোন কিছু দুর্ঘটনা হয়নিত হুজুর?

হেষ্টিংস। কিছু নয়। ও কাউন্‌সিলের একটা গোপন কথা ছিল। এখন আপনাকে কি বলিব শুনুন। আপনি শুনিয়াছেন, তিনজন মেম্বর পাঠাইয়া, ডাইরেকটরেরা আমার ক্ষমতার অনেকটা খর্ব্ব করিয়াছেন। আমার সহযোগীরা এদেশে আসিয়াই আমার শত্রুতা করিতেছে। এই

যে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল, তাহারা বলিতেছে যে, সে সমস্ত ঘটিয়াছে আমার দোষে।

রাম। রাম রাম রাম! একজন লোকের দোষে দেশে আকাল হ'ল এওকি মানুষের যোগ্য কথা! দু'বৎসর আকাশে জল হ'লনা। জলের অভাবে তৃণ গাছটী—গাছের লতাটী পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল। দেশে কি কিছু ছিল, তা লোকে খাবে? যা যৎকিঞ্চিৎ ছিল, তা' বিলিতি দুঃখী সকলকে খাওয়াতে জাহাজে রপ্তানি করতে হল—বিলিতি কাদার মাদার বাঁচলে তবেত আমরা।

হেষ্টিংস। সাক্ষী যদি দিতে হয়, তাহ'লে আপনাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে।

রাম। আমিত পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আপনার। লেফাপায় আমাকে পূরে ছাপ মেরে শীল মোহর ক'রে রেখে দিন—আমি আপনার মোকদ্দমার নথী হয়ে পড়ে থাকি। আপনার সাহায্য করবো, একথা আবার আপনি জিজ্ঞাসা করছেন!

হেষ্টিংস। আপনাকে ধন্যবাদ! আমি নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে নিজামতের দেওয়ান করিতেছি।

রাম। সেকি! রেজাখাঁ যে দেওয়ান রয়েছেন।

হেষ্টিংস। রেজাখাঁ দুর্ভিক্ষের সময়ে নিজে ব্যবসা করিয়া প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছেন।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। হুজুর! নায়েব্ সুবা মহম্মদ রেজাখাঁ।

হেষ্টিংস। বেশ হইয়াছে। সে ব্যক্তি যখন নিজে আসিয়াছে, তখন সমস্ত কথা তাহারই মুখে শুনিতে পাইবেন। নায়েব সুবাকে সেলাম দেও—(প্রহরীর প্রস্থান) তবে সে বড়ই অনুরোধ করিবে। কিন্তু আমি

কিছুতেই তাহার অনুরোধ রাখিতে পারিব না, সুতরাং রাজা শেষ রক্ষা আপনাকে করিতে হইবে।

রাম। কি করবো হুকুম করুন।

হেষ্টিংস। চাকরী আর তার হইবে না। তবে আনুষঙ্গিক যে বিপদ আছে, তাহা হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেটা যে কি প্রকারে হইবে, আপনি অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন।

রাম। খুব পারছি।

হেষ্টিংস। এখন পার্শ্বের ঘরে থাকিয়া কি আমাদের কথা হয় শ্রবণ করুন।

(রামচাঁদের প্রস্থান ও রেজাখাঁর প্রবেশ)

রেজাখাঁ। সেলাম মিলাড!

হেষ্টিংস। সেলাম।

রেজাখাঁ। এ কি করলেন! তিন মুলুকের নায়েব সুবে করে, শেষকালে সামান্য কয়েদীর মতন সেপাই দিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করিয়ে আনালেন! আমার সব ইজ্জত দরিয়ায় ডুবিয়ে দিলেন!

হেষ্টিংস। আমি কি করিব, সুবে সাহেব,—এখন সমস্ত ক্ষমতা কাউন্সিলের হাতে পড়িয়াছে। কাউন্সিল আপনার কার্য্যে অনেক দোষ দেখিয়াছেন। আপনি দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজার সাহায্য না করিয়া, বরং তাহাদের উপর জুলুম করিয়াছেন।

রেজাখাঁ। প্রজার উপর জুলুম! আমি করেছি! কবে? বরঞ্চ হুজুরের গোমস্তা—

হেষ্টিংস। আপনি দেখিতেছি পাগল। ব্যাপারীর উপর জুলুম করিয়া তিন টাকা করিয়া চাউলের মণ কিনিয়াছেন। সেই চাউল পোনেরো টাকা মণ মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া আপনার

দোরের সম্মুখে মরিয়াছে, তথাপি আপনি গুদাম হইতে চাউল বাহির করিতে দেন নাই। সে কি আমাদের গোমস্তা করিয়াছে?

রেজাখাঁ। সে কি আমারই হুকুমে—আপনারা কি—

হেষ্টিংস। বেশ, বিচারের সময় সেই কথা বলিবেন।

রেজাখাঁ। বিচার! আমার বিচার!

হেষ্টিংস। এই এত প্রজা আপনার দোষে মরিল, তার বিচার হইবে না?

রেজাখাঁ। য়ঁ্যা! তাহ'লে কি হবে?

হেষ্টিংস। বিচারে প্রমাণ হয় জেল হইবে, হত্যার প্রমাণ হয় ফাঁসি হইবে।

রেজাখাঁ। ও আল্লা! ফাঁসি! দোহাই খোদাবন্দ রক্ষা কর।

হেষ্টিংস। আমি ত রক্ষার উপায় দেখিতেছি না।

রেজাখাঁ। উপায় করতেই হবে—মেহেরবান! আমি আপনার হুকুম ছাড়া কিছু করিনি। রক্ষা কর মাষ্টর হেষ্টিংস।

(রামচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

রাম। কি হয়েছে—এ কি নায়েব সুবো! কি হয়েছে—

হেষ্টিংস। আমিত পারিবে না—তবে রাজা যদি আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন—(প্রস্থান)

রেজাখাঁ। দোহাই জনাব বলে যাও।

রাম। আবার সাহেব বলবে কি! নায়েব সুবো—একি একটা হেজিপেঁজি যে সে—তার ফাঁসি এও কি একটা কথা!

রেজাখাঁ। দোহাই রাজা রক্ষা করুন।

রাম। আ! রক্ষা ত হয়েই গেছেন—কিছু হাতে—বুঝলেতো তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে—চলে আসুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নন্দকুমারের বাটী।

নন্দকুমার ও ফ্রান্‌সিস্।

নন্দ। আর কেন সাহেব? বন্দী হয়ে তোমাদের এখানে অবস্থান করছি—মানসম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা সব জলাঞ্জলি দিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছি। আর কেন আমাকে নিয়ে টানাটানি সাহেব?

ফ্রান্‌সিস্। আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না। শুধু হেষ্টিংস কোথায় কাহার কাছে কি ঘুষ লইয়াছে, কেবল তাহার একটা লিষ্ট দিন।

নন্দ। মহিষের সিং বাঁকা, যোঝবার সময় একা। এরপর আপনাদের বিবাদ মিটে যাবে, মাঝে পড়ে আমিই মারা যাবো।

ফ্রান্‌সিস্। আপনাকে কিছুই ভয় করিতে হইবে না। ডাইরেক্টরেরা আপনাকে শ্রদ্ধা করেন। ক্লাইব আপনাকে মান্য করেন! তাঁহাদের ইচ্ছামতই আমি আপনার কাছে আসিয়াছি। হেষ্টিংসের দোষ প্রমাণ করিয়া একবার তাকে অপদস্থ করিতে পারিলে, আমরা আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এ দেশে বাণিজ্য করিব।

নন্দ। প্রমাণ আমার হাতে আছে।

ফ্রান্‌সিস্। অনুগ্রহ করিয়া আপনি তাহা আমাকে দিন। দেখুন আমি কতদূর কি করিতে পারি। হেষ্টিংসকে সাগর পার করিয়া তবে আমি নিশ্চিন্ত হইব। আপনার এই যে সে অকারণ অপমান করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইব। আমি আপনার বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করিতেছি। দুর্ভিক্ষে বহুলোক মরিয়াছে শুনিয়া ডাইরেক্টারেরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন।

নন্দ। সে কি শুধু মরা সাহেব! সে নিদারুণ দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। লক্ষ লক্ষ লোক 'হা-অন্ন' 'হা-অন্ন'— মা ছেলেকে ফেলে—স্বামী পত্নীকে পরিত্যাগ করে—ক্ষিপ্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে 'হা-অন্ন' 'হা-অন্ন' করে ছুটোছুটি করেছে। ক্ষুধার জ্বালায় জলশূন্য তড়াগের মৃত্তিকা মুখে মেখে শতশত জীবন্ত প্রেত তড়াগের মধ্যে লতা-গুল্মের অন্বেষণ করেছে। এ দিকে নায়েব সুবার গুদোম ভরা চাল। তিন টাকা যখন পোনেরো হ'ল, পাপিষ্ঠ তখন সেই গুদোমের দোর খুললে।

ফ্রান্সিস্। রাজা! সে পাপিষ্ঠ গুলাকে শাস্তি দিতে আমার সাহায্য করুন।

নন্দ। আর তাদের শাস্তি দিয়ে লাভ কি? তারা সোণার বাংলা আগে হতেই শ্মশান করে দিয়েছে। বুঝতে পারছি বাংলার সে শ্রী আর ফিরবে না। ঢাকার পবিত্র নবাব সায়েস্তা খাঁ চালের দর টাকায় আটমন ক'রে, এক ফটক নির্ম্মাণ ক'রে লিখে গিয়েছে, "যে নবাব আবার কখন ওইদরের চাল দিয়ে প্রজার উদর-পূর্ত্তি করতে পারবে, সে যেন সেই ফটকের ভেতর দিয়ে সহরে প্রবেশ করে।" দেখতে দেখতে সে মহানুভবের বাক্য স্বপ্ন-কথায় ডুবে গেল। আর এলোনা—আর আসবে না। দুর্ব্বৃত্তের শাস্তিতে সে দিন ত আর ফিরে আসবে না। তখন আর কেন মাষ্টার ফ্রান্সেস্!

ফ্রান্সিস্। ওইরূপ সুলভ করিতে না পারি, যতটা সুলভ করিতে পারিব তাহার চেষ্টা করিব।

নন্দ। বেশ, সাত দিন অপেক্ষা কর। সাত দিন পরে আমি কি করতে পারি না পারি বলব।

ফ্রান্সিস্। পারি না পারি নয়, আপনাকে করিতেই হইবে।— সেলাম—

নন্দ। সেলাম। [ফ্রান্সিসের প্রস্থান।

কি আপদ! এ যে ছেড়েও ছাড়ে না দেখছি। ভাঙ্গা কুঁড়েতে ঝড় লেগেছিল। ভেতরে আমি একা। যে বেড়ায় ধাক্কা লাগে সেই বেড়াতে পিঠ দিয়ে সারারাত্রি ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ঘর খানাকে কোনও রকমে আমি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম। প্রভাতমুখে ক্লান্তি বসে তন্দ্রার আবেশে যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, অমনি এক সামান্য ধাক্কায় ঘর খানা পড়ে গেল। ঠেলাঠেলির দায় থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি হরিনামের মালা হাতে করেছি। এখন আবার এ বয়সে কূট রাজনীতি নিয়ে নিজেকে অস্থির করা কেন? কিন্তু যথার্থই কি আমি নিশ্চিন্ত! আমার হাতের প্রান্ত দিয়ে সোণার জন্মভূমি গভীর তরঙ্গাকুল সাগরে ডুবতে চলেছে। ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গুর ন্যায় আমি কাছটীতে বসে সে নিদারুণ দৃশ্য দেখছি। এ দেখে কি মানুষে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। আবার কে নাকি সাহেব এসেছিল মহারাজ?

নন্দ। এসেছিল।

রাণী। কে সে?

নন্দ। ও কাউন্‌সিলের নতুন মেম্বর হয়ে এ দেশে এসেছে।

রাণী। তা আপনার কাছে কেন?

নন্দ। বিলেতে আমার নাম শুনেছে। তাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

রাণী। আর দেখা কেন—গৌড়াধিকারী আজ তুচ্ছ বণিকের কাছে বন্দী! এ লাঞ্ছিতের আবার সম্মান দেখান কেন? কোন পরামর্শ করতে আসেনি ত?

নন্দ। একেবারে যে নয় তা কেমন ক'রে বলবো।

রাণী। না মহারাজ! আর ও ইংরেজদের কুহকে ভুলবেন না। ওদের ভালমন্দ বুঝতে পারলুম না।

নন্দ। তা যা বলেছ। তবে কি না এতে আমার কোনও হাঙ্গামা নেই। ওদের ঘরোয়া বিবাদ বেধেছে—আমার কাছ হতে শুধু একটু ইন্ধন দিতে পারলে আগুনটো একটু বজায় থাকে।

রাণী। পুড়বে কে ?

নন্দ। আবার কে—আমার চির শত্রু হেষ্টিংস।

রাণী। ঠীক পুড়বে বলতে পারেন ?

নন্দ। তাতে আর সন্দেহ আছে ? এ ব্রহ্মাগ্নি জ্বালিয়ে দিলে আর কি তাকে না পুড়িয়ে নিরস্ত হবে! এখান থেকে পালালে বিলেত পর্য্যন্ত এ অগ্নিশিখা তার পেছন পেছন ছুটে যাবে। তাকে পুড়তেই হবে।

রাণী। আততায়ী জাতির দমন করতে গিয়ে, সমস্ত ইংরেজ শাসনে কৃতসঙ্কল্প হয়ে, শেষে কি আপনার ক্রোধ এক জনের ওপরে এসে পড়ল মহারাজ !

নন্দ। আপাততঃ তাই। তবে পরিণামে যে ফল না ফলতে পারে এমন নয়। হেষ্টিংসকে অপদস্থ করতে পারলে, আমি এই বন্দী অবস্থাতেই আবার বাংলার শাসনদণ্ড হাতে করতে পারি।

রাণী। না মহারাজ! কাজ নেই—মা বঙ্গভূমির সে অদৃষ্ট নয়। নইলে মুক্তির মুখে তাকে নিগড় পায়ে দিতে হ'ত না।

নন্দ। যা করি না করি, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে করছি না।

রাণী। দেখবেন মহারাজ!

নন্দ। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

রাণী। গুরুকন্যার কোনও সন্ধান পেলেন না ?

নন্দ। রাধাচরণ দেশ তন্নতন্ন করে এসেছে—কোথাও তার সন্ধান পায় নি।

রাণী। আর পাবেনওনা। এই দারুন দুর্ভিক্ষের পীড়ন—এক

অসহায় বালক নিয়ে পথে পথে পথে বেড়িয়েছেন—পুত্রের সঙ্গে, না খেয়ে তাঁরা মারা গেছেন।

নন্দ। অসম্ভব নয় রাণী! কিন্তু সে মর্ম্মভেদী কথা তুমি তুলতে এসেছ কেন? তা যদি তোল, তা'হলে হেষ্টিংসের ওপর আমার আন্তরিক ক্রোধ দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠবে। সে কথা মনে উঠলেই আমি আত্মহারা হয়ে যাই। আর যদি সে কথা তোল, তাহ'লে আর আমি তোমার কোন অনুরোধ গ্রাহ্য করবো না। প্রাণপণ চেষ্টায় আমি হেষ্টিংসের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করবো। চেষ্টার কি পরিণাম হবে, তাও পর্য্যন্ত ভাববনা।

রাণী। না মহারাজ! আর তুলবো না।

নন্দ। মহারাজ নন্দকুমারের গুরুকন্যা অনাহারে পথশায়িনী হয়েছে এ কলঙ্ক যুগান্ত পর্য্যন্ত আমার নামের সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে।

রাণী। থাক্ মহারাজ আমি গর্হিত কার্য্য করেছি। তার নামের টাকাটার কি করবেন?

নন্দ। তিনিই নেই ব'লে বুলাকীদাসের বিধবার কাছে আজও সে টাকা গ্রহণ করিনি। মারা গেলে পাছে জামাইরে না দেয়, এইজন্যে সে টাকাটা জগৎশেঠদের কুঠীতে আমার নামে জমা রাখিয়েছি, মোহনপ্রসাদ কদিন ধরে খতখানা ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। টাকাটা সম্বন্ধে এখনও মীমাংসা করতে পারিনি ব'লে, খত ফেরত দিইনি। বুলাকীর স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায়—সে আর টাকাটার ঋণ রাখতে চাচ্ছে না।

রাণী। দিতে চায় নিন। নিয়ে, তাতে আরও কিছু দিয়ে ঠাকুর কন্যার নামে একটা অতিথিশালা নির্ম্মাণ করে দিন। দিলে পরলোকে তাঁর আত্মার তৃপ্তি হবে।

নন্দ। বেশ, তাই করবো।

তৃতীয় দৃশ্য।

নন্দকুমারের বাটীর অপরাংশ।

(নন্দকুমার ও রাধাচরণের প্রবেশ)

নন্দ। কি করি রাধাচরণ ?

রাধা। ফ্রন্সিস্ বিলাতে একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক। বিলাতে ফ্রান্সিসের মতন হেষ্টিংসের সমাজে মর্য্যাদা নাই।

নন্দ। তা বুঝেছি, নইলে বন্দী আমি, হেষ্টিংস তবু আমার খোসামোদ করে। কিন্তু কাল যখন দেশের বহু ওমরাওয়ের আবেদন উপেক্ষা ক'রে সে আমার পুত্রকে মর্য্যদা দিয়েছে, তখন কেমন ক'রে আবার তার সঙ্গে শত্রুতা করি ?

রাধা। আর এখন শত্রুতা ক'রে লাভই বা হবে কি ? বড় জোর না হয় হেষ্টিংস অপদস্থ হয়ে বিলেত চলে যাবে। কিন্তু তাতেই বা ফল কি। ওই গবর্ণরী বত্রিশ সিংহাসনে যে বসবে সেই হেষ্টিংসি চাল চালবে।

নন্দ। হেষ্টিংসকে সরাতে পারলে এখনও যে নিজামতে নবাবের অবস্থা ফেরাতে না পারি, তা আমার মনে হয় না।

রাধা। আপনি কি মনে করেন হেষ্টিংসকে অপদস্থ করতে পারবেন ?

নন্দ। যদি বিচারে একবার ফেলতে পারি, তাহ'লে পারি। হেষ্টিংস এযাবৎ যেখানে যা ঘুষ নিয়েছে, সমস্ত তালিকা রেখেছি। যেখানে যা দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করতে পেরেছি সব হস্তগত করেছি। সে সব অকাট্য প্রমাণ নাকোচ করবার ক্ষমতা কারও নেই।

রাধা। সে আপনি বুঝুন। কিন্তু যদি তাকে পাড়তে না পারেন, তা হ'লে তার সমস্ত রাগ আপনার ওপর পড়বে।

নন্দ। পড়ে আর বেশি অনিষ্ট আমার কি করবে !

রাধা। আমি আর আপনাকে পরামর্শ দেব কি! আপনি সকল বিজ্ঞতার আধার। তবে কি জানেন মহারাজ! রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে আজ আপনি সাধারণ লোকের চেয়েও হীনাবস্থ। এর ওপর যদি আপনার আরও অধিক অনিষ্ট হয়ে পড়ে, তা মনে করতেও আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

নন্দ। বেশ, নিবৃত্তই না হয় হলুম। তুমি নিজামতে কোন একটা কাজ নেবে?

রাধা। না মহারাজ! আপনার পার্শ্ব থেকে আপনার সেবারূপ যে কার্য্য, তা থেকে অন্য কার্য্য আমি চাইনা। আপনি কি মনে করেন, হেষ্টিংসের শত্রুতা করতে প্রবৃত্তি নাই বলে কি, তার ওপর আমার কম ঘৃণা আছে? আমি তার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করবো!

নন্দ। এই গুণেই বাপ তুমি আমার পুত্রের চেয়েও প্রিয়। তবে যাও, আজকের মত বিশ্রাম করগে। এখনও ভাববার সময় আছে।

রাধা। যদি বোঝেন হেষ্টিংসকে অপদস্থ করতে পারলে দেশের উপকার হবে, তাহ'লে এ কাজে অগ্রসর হন; নইলে একজনের ওপর শুধু প্রতিহিংসা নিতে যাওয়া রাজা নন্দকুমারের শোভা পায় না।

[রাধাচরণের প্রস্থান।

নন্দ। আগে অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গুরুর ভালবাসা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তাই তার দত্ত আশীর্ব্বাদী ফুল আমি অবহেলায় ভূমে নিক্ষেপ করেছি। নইলে হেষ্টিংস আজ তোমাকে আমার সিংহাসনের তলার ধূলি-কণা মাথায় করে ধন্য হ'তে হ'ত। তোমাকে শিক্ষা দিতে আমার এই ক্ষুদ্র শৃগাল বুদ্ধির প্রয়োগ করতে হ'ত না।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ!

নন্দ। কি রাণী!

রাণী। দেখুন দেখি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

নন্দ। ব্যাপার কি?

রাণী। শতগ্রন্থীবাসা, কঙ্কালময়ী, অবগুণ্ঠনবতী অন্দরের বাগানে কি জানি কেমন ক'রে প্রবেশ করেছে। অন্ধের মত গাছের তলায় তলায় ঘুরছে—আমি দাসী দিয়ে তাকে ঘরে এনেছি। কিন্তু কে সে রমণী কোথা থেকে এলো, কেমন ক'রে এলো, কেন এলো—জিজ্ঞাসায় জানতে পারিনি। বলে রাজার কাছে নিয়ে চল—সেখানে বলবো।

নন্দ। কই, কোথায়, চল দেখি, দেখি।—এই যে—রমণী আপনিই এদিকে আসছে। কে তুমিগা?

(প্রমোদার প্রবেশ)

প্রমোদা। মহারাজ! আমায় চিনতে পারেন?

নন্দ। চেহারায় পারিনি—স্বরে পেরেছি। রাণী! তোমার গুরু-কন্যা, আসন দাও।

প্রমোদা। থাক্,—অভ্যর্থনার প্রয়োজন নেই। ভিখারিনী পথ-পরিত্যক্তার আবার অভ্যর্থনা কেন? অন্নাভাবে আমার এই অবস্থা। ক্ষুধার জ্বালায় দৃষ্টিশক্তিহীন হয়েছি।

রাণী। মা! কৃপা ক'রে আসনে উপবেশন করুন।

প্রমোদা। আসন—আবার আসন—হাজার হাজার ক্ষুধার্ত্ত মরণোন্মুখ সন্তানের সঙ্গে ভূমি শয্যায় শয়ন করেছি—রাজার আসন—বড় আনন্দে সহস্র বালক বালিকার কঙ্কাল বেষ্টিত হয়ে বসেছি। এই ভূমি সর্ব্বশান্তি-দাত্রী পবিত্রতাময়ী জন্মভূমি—মায়ের এই শীতল বক্ষ—(উপবেশন) এই খানে বসি। মহারাজ! ভিক্ষা—

নন্দ। মীরকাসিমের পুত্র।

প্রমোদা। আমি তারই জন্য ভিক্ষা করতে এসেছি। যে টাকা

আপনি আমাকে দিতে চেয়েছিলেন, তাই আমাকে দান করুন,—আমি সেই বালকের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করবো।

রাণী। সে'ও কি অনাহারে মরেছে ?

প্রমোদা। না, বিধাতা কৃপা ক'রে আগে হ'তেই তার মৃত্যুরূপী বন্ধু পাঠিয়েছিলেন। ইংরেজ পশুর মত গুলি ক'রে তাকে হত্যা করেছে। মহারাজ মহাকালীর মন্দির সম্মুখে বলির স্বরূপ তার মৃতদেহ এখনও পড়ে আছে—আমি দেখতে পাচ্ছি—এখনও তার দেহ অটুট।

নন্দ। মীরকাসিম! আমিই তোমার পুত্রকে হত্যা করেছি।

প্রমোদা। শুধু তাই—বাংলার সুখের সংসারের সহস্র সহস্র নরনারী—কে তাদের হত্যা করেছে ? না থাক্—ভিক্ষা করতে এসেছি।

নন্দ। না না—বল প্রমোদা—আমার প্রচণ্ড পাপানলে শান্তিজল পড়ুক।

প্রমোদা। মহারাজ আপনিই হত্যা করেছেন। ভবিষ্যদ্দর্শী পিতা সেই সন্তানগুলিকে রক্ষা করতে নিজের কন্যা আপনাকে উপহার দিয়েছিলেন।

নন্দ। কন্যা!

প্রমোদা। মহারাজ! রাধিকা আমার ভগিনী।

রাণী। এনে দাও মা এনে দাও—এখনও যদি আনতে পার, আমি তাঁকে সর্ব্বস্ব দিয়ে বনে যেতে প্রস্তুত। এনে দাও মা, এনে দাও।

প্রমোদা। সে তার হাতের অলঙ্কার ভেঙ্গে, আপনাকে বিধবার বেশে সাজিয়েছে। বলে আমার স্বামী থাকলে, আজ আমার লক্ষ লক্ষ সন্তান অনাহারে মরে! বাংলার এক তৃতীয়াংশ গৃহ জনশূন্য হয়! সে পাগলিনী—ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদে আপনার জ্ঞান ডুবিয়ে দিয়েছে। রাজা! ভিক্ষা—

নন্দ। এখনি টাকা দেবার ব্যবস্থা করছি। রাণী, ভগিনীকে ঘরে নিয়ে তার সুশ্রূষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাধাচরণ! (রাধাচরণের প্রবেশ) আজ রাত্রেই উত্তর নিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে চলে যাও।

রাধা। হেষ্টিংসের সঙ্গে বিরোধ করাই কি আপনার যুক্তি হ'ল?

নন্দ। তাই যুক্তি। যদি বিরোধের ফলে আমার মৃত্যু আসে তাও ভাল। মৃত্যু—রাধাচরণ—মৃত্যুই আমার মঙ্গল। আর মোহনপ্রসাদ কলকেতায় আছে—তাকে খত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে পাঠাও। টাকা আমি গ্রহণ করলুম।

চতুর্থ দৃশ্য।

হেষ্টিংসের কক্ষ।

হেষ্টিংস ও মোহনপ্রসাদ।

মোহন। কি মি লাড! তোমাদের নাকি ভেতরে ভেতরে গোলমাল বেধেছে?

হেষ্টিংস। মোহনপ্রসাদ! বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছি। ফ্রান্সিস আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মূর্খ বুঝিতেছে না যে আমার অনিষ্ট হইলে বাংলায় বৃটিশ প্রেষ্টিজ নষ্ট হইবে। অনারেবল কোম্পানীর সর্ব্বনাশ হইবে।

মোহন। কি আশ্চর্য্য! ইনটারে ইনটারে কোয়ারল্!

হেষ্টিংস। আমি যে কি করিব এখনও বুঝিতে পারিতেছি না! মোহনপ্রসাদ! আমি বড়ই চিন্তায় পড়িয়াছি।

মোহন। কিছু না, কিছু না—ডোন্‌ট্ ফল্ অন্ লার্জ থট্। চিন্তার হাবড়ে পড়লে মাথা গুলিয়ে যাবে। ইউ ফল্ অন্ থট্‌স্ হাবড়, হেড্ উইল গো রাউণ্ড। তোমাদের ও ঝগড়া থাকবে না—কোয়ার্‌ল্ নট্ রিমেন! ছুদিন বাদেই সব মিটে যাবে—টু ডেজ্ সব্‌ট্রাক্ট অল স্থইট গো।

হেষ্টিংস। না মোহনপ্রসাদ, মিটিতেছে না। সে লোক বড়ই অব্‌-ষ্টিনেট আছে। সে আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই দেশ হইতে আসিয়াছে।

মোহন। একেবারেই মিটবে না!

হেষ্টিংস। মিটিবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আজই কাউ-ন্‌সিলে ফ্রান্‌সিসে আমাতে বিশেষ লড়াই বাধিবে। তার মুখ বন্ধ যদি করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি গেলাম।

মোহন। একেবারে এমন?

হেষ্টিংস। তাহা হইলে আমার মতন ছুর্ভাগ্য আর জগতে থাকিবে না।

মোহন। ডোন্‌ট্ সে সো মিলাড্।

হেষ্টিংস। আজ আমি গবর্ণর হইয়া সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছি —কাল আমাকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় মাথা হেঁট করিয়া বাংলা ত্যাগ করিতে হইবে। তখন—তুমি আমার বন্ধু—তুমিও আমাকে পায়ে দলিতে ছাড়িবে না।

মোহন। ব'ল না হুজুর! ও কথা বলতে নেই। তোমাদের ঝগড়ায় বরং আমাদেরই সর্ব্বনাশ। ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। বুলে বুলে ওয়ার বি, উলুরীড্‌স লাইফ গো। ও কথা মুখেও এনোনা সাহেব! ফ্রান্‌সিস্ সাহেব বলে কি?

হেষ্টিংস। আমি নাকি দেশের লোকের নিকট হইতে বরাবর ঘুষ লইয়া আসিতেছি।

মোহন। (কাণে হাত দিয়া) রাম রাম! ও কথা শুনলে পাপ হয়। ইউ টেক ব্রাইব! ইউ রিলিজন্‌স্ সন যুধিষ্ঠির—ইউ টেক ব্রাইব্!

হেষ্টিংস। তাইত সে প্রমাণ করিতে চায়।

মোহন। প্রমাণ পাবে কোথা? ফ্রান্‌সিস্ সাহেবত এ দেশে এসেছে কাল।

হেষ্টিংস। আমার বোধ হয় দেশের লোক কেহ তার সাহায্য করিতেছে।

মোহন। দেশের লোক হুসো প্লম্‌চারকোল? এমন কুলাঙ্গার কে?

হেষ্টিংস। ফ্রান্‌সিস্ একদিন নন্দকুমারের বাড়ীতে গিয়াছিল।

মোহন। নন্দকুমার! (হাস্য) ভয় নেই সাহেব! নিশ্চিন্ত থাক। নন্দকুমারকে প্রমাণ দিতে দেব না।

হেষ্টিংস। কেমন করিয়া?

মোহন। মহারাজা নন্দকুমার আমার হাতে।

হেষ্টিংস। নন্দকুমার তোমার হাতে! ইউ ফুল।

মোহন। ফুল নয় মিলাড্ ফুল নয়—হ্যাজ্—মিনিং হ্যাজ্—মহারাজা তোমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা বিশ্বাস করিয়ে দিচ্ছি। সে দিন নন্দকুমারকে কেমন ক'রে গ্রেপ্তার করেছিলুম? এই দেখ—

হেষ্টিংস। এ কি! ভান্সিটার্ট কেমন করিয়া এ গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সই করিয়াছিল! তুমিত মুরশিদাবাদ হইতে বরাবর ভদ্রপুরে গিয়াছিলে। ভান্সিটার্টত সে সময় কলকেতায় ছিল।

মোহন। উড়তে জানি মিলাড আমি উড়তে জানি। কলকেতায় উড়ে এসে ভান্সিটার্ট সাহেবের সই করে নিয়ে গিছলুম—নাও, আর একটা দেখ। এ সই চিনতে পার?

হেষ্টিংস। ও! ইউ রোগ্! তুমি মীরকাসিমের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছ।

মোহন। কে বল্‌লে সাহেব?

হেষ্টিংস। তুমি কি মনে করিয়াছ আমি মীরকাসিমের লেখা চিনি না। তোমায় জেলে দিব।

মোহন। রাগ ক'র না সাহেব—নাও, এইটে দেখে ঠাণ্ডা হও।

হেষ্টিংস। তোমায় খুন করিব। র‍্যাস্কাল, আমার মেম তোমায় পত্র লেখে। তোমাকে আমি এখনি হত্যা করিব।

মোহন। তুমিত নিজেই তাকে লিখতে বলেছ সাহেব! এখন গরীবকে খুন করলে চলবে কেন?

হেষ্টিংস। ড্যাম লায়ার! আমি বলিয়াছি?

মোহন। বলা কেন—লেখা। ডকুমেণ্টো হ্যাজ—দলিল আছে। এই দেখ। কি—কি মিলাড! কার—কার লেখা?

হেষ্টিংস। এ কি! এ কি সব জাল আছে? এ বিদ্যা তুমি কোথায় পাইলে?

মোহন। পাকা গুরুর কাছে সাহেব—পাকা গুরুর কাছে।

হেষ্টিংস। জান তোমায় ফাঁসি কাষ্ঠে লটকে দিতে পারি।

মোহন। সে কি—সাহেব! এই বিদ্যের জোরে আমার গুরু ক্লাইব হ'ল লাট—আর চেলার বেলায় ফাঁসিকাঠ!

হেষ্টিংস। You are a dangerous man.

মোহন। এখন বুঝতে পেরেছ, কি করে নন্দকুমারকে হাত করেছি। বুলাকীদাস রাজা নন্দকুমারকে যে খত লিখে দেয়, তা এই জাতীয়।

হেষ্টিংস। কি রকম? খত কি বুলাকি লেখে নাই?

মোহন। ওই খতই যা লেখা। তারপর—সাক্ষী—সাক্ষী পথের মাঝে কাকে পাই—কাজেই বুঝতে পেরেছ—শীলাবৎ বলে যে সাক্ষীর নাম সেটা (ইঙ্গিত) বুঝতে পেরেছ? শীলাবৎ তখন রাজা নবকৃষ্ণের কাছে—কোথায় তাকে পাব—কাজেই দুর্গা বলে খস্ খস্। টাকা দিয়ে

আজ সবে রাজার কাছ থেকে খত ফিরিয়ে এনেছি। এই দেখ কাণ ছেঁড়া—রাজা তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

হেষ্টিংস। নন্দকুমার! এই বারে তোমাকে হাতে পাইয়াছি।

(বারওয়েলের প্রবেশ)

বার। Hastings, we are lost. You are accused of taking bribes from the Nizamat.

হেষ্টিংস। Who is the accuser?

বার। That rogue Nuncoomar. He will to-morrow lay papers on the table. কাল রাত্রে কাগজ লইয়া সে কাউন্‌সিলে যাইবে।

হেষ্টিংস। Never mind!

বার। Don't be too sanguine. He is furnished with many documents.

মোহন। থাক ডকুমেণ্টো—চল সাহেব—আমি সাহস দিচ্ছি ভয় কি। এই ডকুমেণ্টো নাও, নিয়ে রাজাকে আটকে ফেল।

হেষ্টিংস। Barwel! Please go and see if Impey is in the Chamber.

[বারওয়েলের প্রস্থান।

মোহনপ্রসাদ! শীঘ্র তুমি বুলাকীর জামাতাকে লইয়া আইস। তাকে দিয়া নালিশ রুজু করাইয়া দাও। জলদি যাও—জলদি যাও। Clive forget Watson's name—Well—Well—but it had the dignity of diplomacy.

পঞ্চম দৃশ্য।

কাউন্‌সিল গৃহ।

ফ্রান্‌সিস্, নন্দকুমার ও মেম্বরগণ।

ফ্রান্‌সিস্। Now you see, gentlemen! the Governor's guilt is undoubtedly established here. রাজা! গবর্ণরের বিরুদ্ধে আপনি যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কাউন্‌সিলের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে। এবং আপনার এই disinteresting সহায়তার জন্য তাঁহারা অনরেবল কোম্পানীর হইয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। Now gentlemen! please send for the Governor to answer these serious charges in the presence of the Maharaja.

১ম কাউ। As a member of the Council he ought to have been here.

(হেষ্টিংসের প্রবেশ—সকলের উঠিয়া অভ্যর্থনা।)

ফ্রানসিস। I see, Mr. Governor, serious charges have been brought against you.

হেষ্টিংস। By whom? By you or by that wretch Nundcoomar?

ফ্রানসিস। You should not abuse the gentleman in our presence.

হেষ্টিংস। Call it abuse? I don't know what other epithet can more fitly describe him.

ফ্রান্‌সিস। Why? Because he has the courage to bring charges against the Hon'ble Governor!

হেষ্টিংস। charge উহার আনিবার কি অধিকার আছে? ওই scoundrelকে উপলক্ষ করিয়া আপনারা এই মিথ্যা অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে উপস্থিত করিয়াছেন।

নন্দ। দেখুন জেন্‌টুমেন, গবর্ণর সাহেবের আমার ওপর একবার রাগটা দেখুন।

ফ্রান্‌সিস্। Don't forget yourself, Mr. Hastings! Take a chair, please.

হেষ্টিংস। I can't submit to the indignity of sitting with a criminal, a forgerer.

(মোহনপ্রসাদের প্রবেশ)

সকলে। এই ইউ—এইও—

ফ্রান্সিস্। তোম্ কোন্ হ্যায়।

মোহন। কোন্ নেহি হ্যায় হুজুর—কর্ণার নট্—লম্বাচৌড়া চৌদ্দ-পো-মানুষ—লঙ ব্রড ফোর্টিন কোয়াটার ম্যান। কোম্পানীর ফ্রেণ্ড।

সকলে। বাহার যাও—বাহার যাও।

মোহন। ওয়ার্ক হ্যাজ—আউট নট গো—আমি ফ্রেণ্ড—ধামাধরা নেহি—নট বাস্‌কেট ক্যাচার।

ফ্রান্সিস্। What does this fool say?

হেষ্টিংস। He has many things to say—more than can be contained in your record.

নন্দ। তুমি এখানে কেন মোহনপ্রসাদ?

(বেলিফ ও প্রহরিগণের প্রবেশ)

বেলিফ। Good morning, Gentlemen! Here is a warrant for Raja Nuncoomar from the Hon'ble Supreme Court.

মোহন। থাড়া পরোয়ানা স্যার্—ষ্টানডিং ওয়ারেণ্ট—

বেলিফ। এই রাজা নন্দকুমার?

মোহন। হাঁ হুজুর!

বেলিফ। তুমি সনাক্ত করিতেছ?

মোহন। হাঁ হুজুর! সনাক্ত কি—উনি মহারাজ নন্দকুমার—ছাপ-মারা চেহারা—স্বনাম-ধন্য—ওকে না চেনে কে? কত অন্ন খেয়েছি—এখন চিনিনি বল্‌লে কি ধর্ম্মে সইবে?

বেলিফ। রাজা! আপনি বুলাকিদাসের খত জাল করিয়াছেন; এই জন্য কোর্টের আদেশে আপনি গ্রেপ্তার হইলেন।

নন্দ। আমি জাল করেছি!

হেষ্টিংস। না, আমি করিয়াছি—ও চার্জ্জটাও না হয় আমার নামে কাউন্‌সিলে পেশ কর।

নন্দ। এই জন্যই কি মোহনপ্রসাদ, তুমি ব্যস্ত হয়ে আমাকে টাকা দিতে গিয়েছিলে?

মোহন। কি করি ধর্ম্মাবতার! যার নুন খাই তার গুণ গাই—হুজ্ সল্ট্ ইট্, হিজ্ গনি ক্লথ্ সিং। এ কিছুই নয়—সবই মহামায়ীর খেলা—আপনি ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির—সুতরাং একবার নরক দর্শনটাতো চাই। তারপর সশরীরে স্বর্গে যাবেন।

নন্দ। আমি করতলগত প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যকে মূর্খতায় পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করেছি। সম্মুখে বরাভয়করা বিশালাক্ষী—বামে অধ্যাত্মরূপিনী প্রেমভারনমিতাঙ্গী—রূপ, জয়, যশদায়িনী শত্রুসংহার-প্রার্থিনী বাণী—আর দক্ষিণে জ্ঞানোজ্জ্বল দিব্যদেহ আশ্রয়দানেচ্ছু ব্রাহ্মণ! তাদের আশ্রয় আমি যে দিন ত্যাগ করেছি, সেই দিনই আমি সাধ ক'রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছি।

(রাধাচরণের প্রবেশ)

রাধা। এ কি হ'ল মহারাজ !

নন্দ। এইত দেখতে পাচ্ছ।

রাধা। (ফ্রান্‌সিসের প্রতি) কি সাহেব, কি করলে ?

ফ্রান্‌সিস্। বাবু ! কোর্টের আদেশ অমান্য করিতে আমার অধিকার নাই।

নন্দ। রাধাচরণ ! বাড়ীতে খবর দাও। ভাবে বোধ হচ্ছে আর বাড়ীতে ফিরতে পারবোনা। নাও, সাহেব, বাঁধ। জাত্যভিমানে অন্ধ হয়ে, করুণাময় গুরুর দান উপেক্ষা করে, আমি জাতি, ধর্ম্ম, দেশ, সমস্ত নষ্ট করেছি। কোটী কোটী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের হত্যার অপরাধী আমি—নির্ম্মম হস্তে কঠিন নিগড়ে আমায় বন্ধন কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রামচাঁদের বাটী

১ম কর্ম্ম। কি শুনলি ?

২য় কর্ম্ম। শুনলুম যা তাতো বিষম ব্যাপার ! রাজা তিনদিন জেলে বসে আছে—একবিন্দু জল স্পর্শ করেনি ! ফিরিঙ্গিরে ভট্‌চায্যির বিধেন এনেছে—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাতে সই দিয়েছে—মহারাজা সে বিধেন আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—আজ যদি মহারাজার মুখে জল কেউ না দেওয়াতে পারে, তাহ'লে মহারাজা বাঁচবে না। ওরে, রাজা আর রাধাচরণ বাবু।

[প্রস্থান।

(রামচাঁদ ও রাধাচরণের প্রবেশ)

রাম। কি বলছ রাধাচরণ বাবু! একি বিশ্বাসযোগ্য কথা!

রাধা। বিশ্বাস করতে মানুষের প্রবৃত্তি হবে না। কিন্তু রাজা, তাই হয়েছে—বাংলা বিহার উড়িষ্যার সমস্ত অধিবাসীর পুজ্য, নমস্য— মহারাজা নন্দকুমার আজ হীন অপরাধীর মত কারাগারে বন্দী।

রাম। ব'লনা ব'লনা—একথা শুন্‌তে নেই—শুনলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। গৌড়াধিকারী মহারাজ নন্দকুমার কারাগারে!

রাধা। দেখে আসুন—দেখে আসুন—যে ঘরে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তার এককোণে বিধর্ম্মী চোর, ঘৃণিত দস্যু, অপর কোণে নরঘাতক।

রাম। না, না—বলবেন না—বলবেন না—রাধাচরণ বাবু! ও কথা শুনলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়! চলুন—দেখে আসি—বিশ্বাস করতে পারছি না।

রাধা। আর কিছু করতে পারুন, আর না পারুন, অন্ততঃ কারা- গারে তাঁর উপবাস মৃত্যু হ'তে রক্ষা করুন। নানাজাতীয় নীচ লোকের সঙ্গে একঘরে বাস করছেন বলে, রাজা আজ তিনদিন অন্ন জল ত্যাগ করেছেন।

রাম। য়্যাঁ! বলছেন কি রাধাচরণ বাবু!

রাধা। রাজার জিহ্বা নীরস হয়েছে, চক্ষু জ্যোতিহীন হয়েছে— আমরা পুত্র জামাতা অনুরোধ ক'রে—এমন কি পায়ে ধ'রে ও তাঁকে এক গণ্ডুষ জল খাওয়াতে পারিনি।

রাম। আপনি যান—আমি এখনি যাচ্ছি—হেষ্টিংস সাহেবকে ব'লে এখনি কারাগার থেকে মুক্ত করছি।

রাধা। তাহ'লে আর বিলম্ব করবেন না।

রাম। তাঁকে না জল খাইয়ে আমি জল গ্রহণ করবো না। আপনি যান, আমি এখনি যাচ্ছি। [রাধাচরণের প্রস্থান।

তাইত! একি হ'ল! বাংলা বিহার উড়িষ্যার এক সময়ের মালিক আজ সামান্য অপরাধীর মতন কারাগারে—চোর খুনের সঙ্গে এক হাজতে! তাইত একি করলুম!

(ছদ্মবেশে মণিবেগমের প্রবেশ)

মণি। খোদাবন্দ!

রাম। ভ্যালা আপদ! যাবার মুখেই বাধা! কি চাও?

মণি। খোদাবন্দ! ভিক্ষা।

রাম। এখন নয়, বৈকালে আসিস্।

মণি। আর কি আপনার দেখা পাব?

রাম। কেন পাবিনি—এখন পেলি কি ক'রে? আর এক সময় আসিস্—মন আমার বড়ই চঞ্চল।

মণি। মেহেরবাণী কর রাজা—মেহেরবাণী কর।

রাম। আরে—এত ভ্যালা বিপদে পড়া গেল। কি চাস্—পয়সা? আচ্ছা বাইরে গিয়ে দাঁড়াগে যা—আমি খাজাঞ্চিকে ডেকে বলে দিচ্ছি।

মণি। আর কাউকে ডাকবেন না, আমি পর্দ্দানসীন।

রাম। আরে বেটী! রাজার খাসকামরায় এলি, তুই আবার কি রকম পর্দ্দানসীন! নে, পথ আগলে দাঁড়াস্নি। আমার মন বড় খারাপ। দেশের মাথা ব্রাহ্মণ—বুঝেছিস্—সে আজ ইংরেজের হাজতে—যা নবাবের আমলে হয়নি—যা কেউ কখন শোনেনি, তাই ঘটেছে—প্রাণে বড় কষ্ট—বুঝি ব্রহ্মহত্যা হয়রে—ব্রহ্মহত্যা হয়।

মণি। প্রাণে কি তোমার যথার্থই কষ্ট হচ্ছে রামচাঁদ?

রাম। য়্যাঁ—কে আপনি?

মণি। এখন আর আমি কে চিন্‌তে পারবে না রাজা! পূর্ব্ব মনিবকে পরিত্যাগ ক'রে, নূতন মনিব পেয়েছ। সামান্য মুহুরী থেকে

রাজা হয়েছো—এখন আর আমাকে চিনতে পারবে না। কিন্তু নবাব মীরজাফর যখন ভিখারীর বেশে কলকেতায় এসেছিল, তখনও তার প্রিয়বেগমকে চিনতে পেরে সম্ভ্রম দেখিয়েছিলে।

রাম। কেও—বেগম সাহেব! অপরাধ ক'রেছি—মাফ কর মা মাফ কর।

মণি। কিন্তু রাজা! সে দারুণ দুরবস্থার সময়েও আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করিনি। আজ করছি। মেহেরবাণ! ভিক্ষা দাও।

রাম। কি চাই মা! বল—গোলামের যা আছে, সবইত তোমার দৌলতে।

মণি। নিজামতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জহরত খোয়া যাচ্ছে—এই নাও রাজা! এই সমস্ত জহরত নিয়ে যদি সেই জহরত ফিরিয়ে দিতে পার, এই নাও রাজা, সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে সমর্পণ করছি—

রাম। বুঝতে পেরেছি মা!

মণি। রাজা! মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণ ভিক্ষা চাই।

রাম। ওমা! আমারও প্রাণ ফেটে যাচ্ছে—এ রকম হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে মা! ইংরেজ আমাদের বাঁদর নাচিয়েছে মা—বাঁদর নাচিয়েছে।

মণি। তাহ'লে বুঝলুম রাজা, এখনও হিন্দুর ধর্ম্ম আছে।

রাম। আমি এখনি চলেছি মা—প্রাণপণে তাঁর উদ্ধারের উপায় করবো—যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও যদি তাঁকে বাঁচাতে পারি, ত তাও করবো।

মণি। ধর্ম্ম আছে, এখনও তবে আশা আছে—নিরাশ হয়ে এসেছিলুম, অগাধ আশা নিয়ে ফিরলুম। রাজা! খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

রাম। তুলে নাও মা, তোমার সমস্ত সামগ্রী তুলে নাও। নিয়ে গোলামের ঘরে পদধূলি দাও।

মণি। না রাজা! ভিখারিণীর বেশ ধ'রে মুরশিদাবাদ ত্যাগ করেছি—থাকতে আর আমাকে অনুরোধ করবেন না।

রাম। নিশ্চিন্ত হও মা! প্রাণ দিয়ে যদি রাজার উদ্ধার করতে হয় ত তাও করবো।

(মণিবেগমের প্রস্থান—রামচাঁদের মাতার প্রবেশ)

রা মা। রামচাঁদ!

রাম। কি মা!

রা মা। গঙ্গাতীরে গেলুম, কেউ আমার দান গ্রহণ করলে না।

রাম। গ্রহণ করবার উপায় করছি মা!

রা মা। গঙ্গাজলে হাত দিলুম, মা জাহ্নবী আজ উষ্ণ।

রাম। ওমা, ক্ষান্ত দাও মা!

রা, মা। পথে ঘাটে ছেলে বুড়োয় তোমার মায়ের অখ্যাতি করছে। ও রামচাঁদ! বৃদ্ধ বয়সে মায়ের কলঙ্কের সাক্ষী হ'লি! ও রামচাঁদ! কায়স্থ ব'লে আর তোকে যে কেউ ডাকবে নারে!

রাম। ওমা—পায়ে ধরি মা, ক্ষান্ত দাও—আমি এখনি রাজার উদ্ধারে চলেছি মা!

রা, মা। যদি বামুনের মুখে জল দেওয়াতে পারিস্, তবেই তোর ঘরে জল গ্রহণ করবো—না পারিস্—ব্রহ্মহত্যার কথা শুনতে পারবো না—গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরবো।

[প্রস্থান।

রাম। তাইত কি করলুম! তুচ্ছ মান সম্ভ্রমের জন্য ব্রহ্মহত্যা করলুম!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজ পথ।

জনতা—নাগরিকগণ।

১ম না। আরে তাও কি কখন হ'তে পারে!

২য় না। আর হ'তে পারে না—সব হ'ল যে! ঘোর কলি! ধর্ম্ম গেল—ধর্ম্ম গেল! বুঝি ব্রহ্মহত্যা হ'ল রে।

১ম না। ওহে না, না—তা হ'তে পারে না—তা হ'তে পারে না—এখনি শুনবে মহারাজা খালাস হয়েছে। কর্ম্মবশে লাঞ্ছনা ছিল, সে লাঞ্ছনা হয়ে গেল। মানীর মান - সেইটেই কেবল ভেঙ্গে গেল। উতলা হয়োনা ব্রাহ্মণ—উতলা হয়োনা।

২য় না। ওরে মানীর মান কি যায় রে—এ প্রাণ গেল--প্রাণ গেল।

সকলে। হেমা দুর্গা! মহারাজাকে রক্ষা কর মা—গরীব দুঃখীর মা বাপ্‌কে রক্ষা কর।

(৩য় নাগরিকের প্রবেশ)

কি হ'ল কি হ'ল—কি দেখলি!

৩য় না। সঙ্গীন মোকদ্দমা—দু'পক্ষেই বাঘ ভালুকের মতন সাক্ষী—গতিক ভাল নয়, বুঝিবা ব্রহ্মহত্যা হয়।

১ম না। আরে ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মহত্যা করছ কেন? একি আর খুনে আসামী যে প্রমাণ হ'লে ফাঁসী হবে! প্রমাণ হয়—বড় জোর দু'চার মাস, আমরা সবাই মিলে স্বস্ত্যয়ন করবো, যাতে মহারাজা বেঁচে থাকে।

২য় না। ওহে তুমি চলে এলে কেন?

৩য় না। লোকে লোকারণ্য—আদালত ঘরে দাঁড়াবার জায়গা পেলুম না। কিছু শুনতেও পেলুম না। আর দাঁড়িয়ে থেকেই বা করবো

কি—কিছুত উপকারে আসবো না—যা হবে, সকলে যেমন শুনবে, আমিও তেমনি শুনবো। (নেপথ্যে কোলাহল)

সকলে। কি হ'ল—কি হ'ল!

৩য় না.। বুঝি মহারাজা খালাস পেয়েছেন।

১ম না। খবর নাও ভাই—খবর নাও।

২য় না। খালাস পেলেন! কই মহারাজের নামেত জয়ধ্বনি উঠলো না।

সকলে। হে মা কালী! মহারাজকে রক্ষা কর মা! মহারাজকে রক্ষা কর। (নেপথ্যে কোলাহল ও পদশব্দ)

(সারজেণ্ট ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পাহারা। এই হটো হটো—হট যাও।

সকলে। কি হ'ল ভাই! কি হ'ল পাহারাওয়লা সাহেব! (ইত্যাদি শব্দ)

পাহারা। কি হইবে! কোম্পানী বাহাদুরকে কেউকি ঠকিয়ে যাবে।

সারজেণ্ট। বাত মাৎ কও—ক্রাউড হটায়কে দেও।

পাহারা। হটো হটো।

(৪র্থ নাগরিকের প্রবেশ)

৪র্থ না। ভাই সব, স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গকে নিয়ে আজই গঙ্গাপার হও। যদি ব্রাহ্মণ হও, এ অভিশপ্ত ভূমে আর জলগ্রহণ ক'রনা।

সকলে। কি হ'ল ভাই! কি হ'ল।

৪র্থ না। ফাঁসী—ফাঁসী।

২য় না। ফাঁসী কিহে!

সকলে। ফাঁসী কিহে!

২য় না। আর কেন—চলে এস—ব্রহ্মরক্তে ভূমি ভাসলো—পালাও পালাও—স্থানত্যাগ কর। [প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কারাগার।

নন্দকুমার, রাধাচরণ ও সহচরবর্গ।

নন্দ। তদ্বির! ফাঁসি মাপের দরখাস্ত আর কেন রাধাচরণ? আর আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা কেন? মৃত্যু আমার হয়ে গেছে—এখন কেবল এ দেহটার প্রজ্বলিত চিতানলে যে কোন রকমে পর্য্যবসান। রাধাচরণ! আমার এ অবস্থার জন্য আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই—কেবল দুঃখ, যাকে বাল্যকাল থেকে পুত্রস্নেহে প্রতিপালন ক'রে এসেছি, সেই জগচ্চাঁদ মোহ-মুগ্ধ হয়ে কুচক্রীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

রাধা। মর্ম্ম ভেদ হয়ে যাচ্ছে মহারাজ! মা! একবার এসে আপনাকে দেখতে চান। আপনার কন্যারাও আপনাকে দেখবার জন্য কাতর হয়েছে।

নন্দ। আমিই গেছি—আবার তার সঙ্গে বংশ মর্য্যাদাকে নষ্ট করতে চাও কেন! গুরুদাসকে গিয়ে সংবাদ দাও, আজই সে যেন আমার সমস্ত পরিবারকে ভদ্রপুরে নিয়ে যায়, এখানে আর একজনেরও থাকবার প্রয়োজন নেই। তোমারও থাকবার প্রয়োজন ছিল না। তবে তোমার জেদ ছাড়বে না—তুমিই কেবল শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে থাক।

(রামচাঁদের প্রবেশ)

রাম। রাধাচরণ বাবু!

রাধা। আসতে আজ্ঞা হয়—রাজা আসুন আসুন।

রাম। মহারাজা সুস্থ হয়েছেন?

রাধা। হাঁ রাজা! আপনার কল্যাণে মহারাজা আপাততঃ জলগ্রহণ করেছেন। রাজার উদ্যোগেই আপনার জন্য জেলের ভিতর স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত হয়েছে।

নন্দ। দূরে দাঁড়িয়ে কেন রাজা, এগিয়ে আসুন।

রাম। আর সম্মান দেখাবেন না। নরাধম আমি, ব্রহ্মঘাতক কায়স্থ-কুলাঙ্গার।

নন্দ। আপনিই আমার প্রকৃতবন্ধু—আমার ধর্ম্মরক্ষা করেছেন।

রাম। বুঝতে পারিনি মহারাজ! মোহগ্রস্ত—মোহগ্রস্ত—মোহবশে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি।

নন্দ। মোহগ্রস্ত বাংলার কে নয় ভাই! আমিও কি মোহের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছি? রাজা রাজা! কোথা থেকে কি এক মায়া-রাক্ষসী এসে বাংলাকে আশ্রয় করেছে। বাংলার আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাতে ডুবে গেছে। রাজা, তোমারও দোষ নাই—কারও দোষ নাই—কর্ম্মদোষ। যাক্—আপনি যে আমার ধর্ম্ম রক্ষা করতে পেরেছেন, এতেই আমি আপনার কাছে ঋণী। এর অধিক প্রত্যাশা আমি করি না।

রাম। এখন আমি কি করতে পারি অনুমতি করুন।

নন্দ। আর আপনাকে কিছু করতে হবে না। তবে আমার পুত্র গুরুদাসকে দেখবেন। সে সরল—রাজনীতির কুটকৌশল বোঝে না। দেখবেন, নিজামতের দেওয়ানী করতে গিয়ে তাকেও যেন আমার দশায় না পড়তে হয়।

রাম। যে আজ্ঞে। যাতে আপনি দণ্ড থেকে নিস্কৃতি পান, তার চেষ্টা করবো।

নন্দ। মিছা চেষ্টা করবেন—ফল হবে না।

রাম। তথাপি একবার চেষ্টা করে দেখি না।

নন্দ। আমার ইচ্ছা নয়, হেষ্টিংসের ভিক্ষাদত্ত জীবন এদেহে ধারণ করি। দেহ অতিপরিশ্রমে আগে হতেই জীর্ণ—আর অতি অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট। তখন এ বৃদ্ধের জীবন রক্ষার জন্য ইংরেজের দ্বারে ভিক্ষার অঞ্জলি পেতে মর্য্যাদা নষ্ট করবেন কেন ? রাজা, আপনি বুদ্ধিমান হয়েও আত্মহারা হবেন না। ইংরেজ আপনার কথা রাখবে না।

রাম। বুঝতে পারছি দেশ নবাবের হাত থেকে স'রে গেল ! আর এমন শক্তিমান কেউ দেখিনে যে এ অবস্থা ফেরাতে পারে। আপনি কেন অঙ্গীকার পত্র লিখে দিন না যে, শেষ জীবনে আর ইংরেজের কার্য্যে বাধা দেবেন না।

নন্দ। স্বভাব ত্যাগ ক'রবার অঙ্গীকার কেমন কোরে করি রাজা ! আপনার পূজনীয়া পবিত্রা গর্ভধারিণীর ওপর অত্যাচার ভবিষ্যতে নিশ্চয় হবে জানতে পারলে, আপনি প্রতিবাদ করবো না বোলে শত্রুর কাছে অঙ্গীকার ক'র্‌তে পারেন ?

রাম। না, পারি না ; বুঝতে পেরেছি পার্ব্বেন না ; উঃ ! অজ্ঞান—মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে কি ক'র্‌লুম ! [প্রণামান্তে প্রস্থান।

নন্দ। রাধাচরণ আর এখানে কেন ? যাও সেইখানে যাও, দেখো যেন দেহান্তে স্পর্শ-দোষটী না ঘটে।

[রাধাচরণের প্রস্থান।

(সেরিফ ম্যাক্‌রাবির প্রবেশ)

ম্যাক। গুডমর্ণিং মহারাজা !

নন্দ। আসুন আসুন—সেলাম।

ম্যাক। আপনি ইহার মধ্যে শয্যাত্যাগ করিয়াছেন ! রাত্রে কি ভাল নিদ্রা হয় নাই ?

নন্দ। হ্যাঁ, নিদ্রা গিয়েছিলেম বৈ কি, তবে শেষ রাত্রে শয্যা ত্যাগ করাতো আমার চির অভ্যাস ; আপনার বসবার একটা জায়গা—

ম্যাক। না, আমি বেশ আছি—আপনি ব্যস্ত হইবেন না।

নন্দ। ও! বুঝেছি, তবে কি সময় হয়েছে?

ম্যাক। আপনি আপনার সময় লইতে পারেন, আমি অপেক্ষা করিতেছি।

নন্দ। আমি প্রস্তুত আছি, প্রাতঃসন্ধ্যাদি সব সেরে নিয়েছি।

ম্যাক। মহারাজ!—

নন্দ। অনুমতি করুন, কি বলছিলেন বলুন।

ম্যাক। আশা করি আপনি জানেন আপনাকে এখন কোথায় যাইতে হইবে!

নন্দ। কোথায়—তা আপনি জানেন; তবে মৃত্যুর জন্যে যে যেতে হবে এটা আমি নিশ্চয় জানি।

ম্যাক। মহারাজ! আমি বড় দুঃখিত, আপনার মুখ চাহিয়া আমি কথা কহিতে পারিতেছি না; লজ্জায় আমার মস্তক নত হইয়া যাইতেছে।

নন্দ। কেন, আপনার কর্ত্তব্যপালন ভিন্ন আপনিতো আমার সহিত কোন দুর্ব্যবহার করেন নি? প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর সহিত আপনি যে ভদ্রতা, যে সদ্ব্যবহার করেছেন, তা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার স্মরণ থাক্‌বে।

ম্যাক। আমার প্রতি আর কিছু অনুমতি আছে?

নন্দ। অনুমতি! অনুমতির দিন আর এখন নেই, তবে—একটা অনুরোধ করতে পারি কি? জেনারেল সাহেব কর্ণেল মনসন আর ফ্রানসিস্ সাহেবকে আমার অভিবাদন দিয়ে বলবেন যেন আমার পুত্র গুরুদাসের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখেন; আর এখন থেকে তাকেই বঙ্গের ব্রাহ্মণসমাজের মুখ্য ব'লে গণ্য করেন। আপনার প্রতিও আমার এই অনুরোধ। এক্ষণে চলুন।

ম্যাক। মহারাজ! আপনি সত্যই জানেন যে আপনার শেষ মুহূর্ত্ত নিকট, নগরবাসিগণের আবেদনে কোন ফল হয়নি তা জানেন?

নন্দ। হ্যাঁ তা জানি। আবেদনটা করাই ভাল হয়নি! চলুন—আমি প্রস্তুত।

ম্যাক। মহারাজ! আপনার মতিস্থির আছেতো? জেলারের নিকট শুনিলাম যে রাত্রে আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইবার পর বেশ সহজ-ভাবে লেখা পড়া করিয়াছেন, হিসাবপত্র দেখিয়াছেন, ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইতেছি!

নন্দ। কিসের আশ্চর্য্য সরিফ সাহেব? সংসার কারাগারে যতক্ষণ আবদ্ধ থাকতে হবে ততক্ষণ কর্ম্ম করতেই হবে। আপনাদের এই জেলের ভিতর যে সব কয়েদীরা আছে, তাদের মধ্যে কারুকে খালাসের আগের দিন তার খাটুনী মাফ করেন?

ম্যাক। মহারাজ। আর আধঘণ্টাও যে বিলম্ব নাই, আর আপনি এম্‌নি সহজ ভাবে আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন! আমি ইংরাজ! বীর-কুলে আমার জন্ম! কিন্তু এখন, এই ভয়ানক মুহূর্ত্তে আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমি যেন নিজে ছোট হইয়া যাইতেছি! কি আশ্চর্য্য!—আর এই বাঙ্গালীকে আমরা ভীরু বলিয়া থাকি!

নন্দ। তা বলতে পারেন, হয়তো আপনারা যাকে সাহস বলেন আমাদের তা বেশী নেই, কেউ সাহস ভরে মানুষ মারতে মারতে মরে, আর কেউবা নির্ভীক প্রাণে মানুষের সেবা করতে করতে মরতে প্রস্তুত! কেউবা কালরূপী কামানের গোলাকে বুক পেতে নেয়, কেউবা যমদ্বারে পতিত বসন্তরোগীকে কোল পেতে নেয়।

ম্যাক। আপনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি—

নন্দ। কিছু না, মৃত্যু দ্বারে উপস্থিত—আর ভয় কি সাহেব?

ভয় ছিল যতক্ষণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সংসারেই সর্ব্বদা ভয়,—স্বপক্ষকে ভয়, বিপক্ষকে ভয়, পরকে ভয়, আত্মীয়কে ভয়, শত্রুকে ভয়, প্রভুকে ভয়, দাসকে ভয়,—কিন্তু যখন সেই শঙ্কাসঙ্কুল সংসার চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে অনন্তধামে সেই ভয়হারীর চরণ স্মরণে যাচ্ছি, তখন আর ভয় কাকে? এখন আমি যে বিচারালয়ে যাচ্ছি সেখানে সাক্ষী নেই, দলীল নেই, উকীল নেই, উৎকোচ নেই, জুরী নেই, জুয়োচুরী নেই,—সেখানে বিচারকর্ত্তা অন্তর্য্যামী, ন্যায়ের মূর্ত্তি, করুণার আকর,—চলুন সাহেব—দূর্গা দুর্গা।

ম্যাক। আসুন, আপনার পাল্কী প্রস্তুত।

নন্দ। আর সেই ব্রাহ্মণেরা?

ম্যাক। প্রস্তুত! কি অমানুষিক দৃঢ়তা আপনার! কি অদ্ভুত মানসিক বল! কি বিশ্বাস! আমি এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা কখনো চক্ষে দেখি নাই, গল্পে শুনি নাই, পুস্তকে পাঠ করি নাই! আজ আপনাকে দেখিয়া বুঝিলাম—কেন আপনাদের দেশে লোকে ব্রাহ্মণকে দেবতা বলে।

নন্দ। তারা!

ম্যাক। প্রাণদণ্ড আজ্ঞা বিচারপতির! তার উপর আমার কোন হাত নাই;—তা ছাড়া এখন হইতে আমাকে গুণমুগ্ধ বন্ধু—অনুগত সেবক বলিয়া জানিবেন; আপনার অনুমতি বা ইঙ্গিত না পাইলে আমি কোন কার্য্যই করিব না।

নন্দ। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

[উভয়ের প্রস্থান।

———

নবম দৃশ্য ।

ফাঁসী-কাষ্ঠে নন্দকুমার ।

(বাপুদেব শাস্ত্রীর প্রবেশ ।)

বাপু । দেখলে ? বাঙালী ! দেখলে ? খুব ভিড় কোরে এসেছিলে তো ! খুব হায় হায় করলে—বুক চাপড়ালে,—চোখের জলে মাটী ভাসালে ; কিন্তু বুঝ্‌লে কি কিছু ? ব্রাহ্মণ সব কলকেতায় আজ অন্নগ্রহণ করবে না, গঙ্গাপার হোয়ে যাবে ! কিন্তু কর্ম্মনাশা পার হবার কি করছো ? এই ভারতবর্ষের উদীয়মান মহানগরীর বায়ু এক সঙ্গে দুটী সামগ্রী লয়ে খেলা ক'রছে ! বামে দুর্গশীরে একটী রক্তবর্ণ পতাকা, আর দক্ষিণে এই রজ্জুলম্বিত ব্রাহ্মণের দোদ্দুল্যমান শব । হিন্দু—তোমার সিংহ-বাহিনীর সিংহ আজ অশ্বের অঞ্চল আশ্রয় কোরেছে, আর তোমার ব্রাহ্মণ আজ শক্তিহারা শব । নন্দকুমার ! ব্রাহ্মণ নেই ! ব্রাহ্মণ নেই ! ব্রাহ্মণ আজ শক্তিহারা শব । আমিও স্নেহের মোহে স্বার্থান্ধ হোয়ে কন্যাকে রাজরাণী দেখ্‌তে চেয়েছিলেম ! নন্দকুমার ! দুলুক, দুলুক, তোমার ঐ যজ্ঞোপবীত বিভূষিত বপু বায়ুতে আন্দোলিত হোক । দুলতে দুলতে তোমার শব হিন্দুকে স্মরণ করিয়ে দিক যে, ব্রাহ্মণশক্তির অবসানে সকল বর্ণের শক্তিলোপ ! শক্তিলোপেই আর্য্যজাতির পতন । যদি কোন সাধক কখনো তোমার শবে আসন কোরে এই মহাশ্মশানে বোসে নির্ভীক হৃদয়ে, চৈতন্যস্বরূপিনী, অসুরনাশিনী, বরাভয়দায়িনী মহাশক্তিকে ডাকতে পারে, আবার অন্তরস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত কোরে আবার ভারতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্রাহ্মণশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তবেই—থাক, আর স্বপ্ন দেখবার অবকাশ নেই—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।"

যবনিকা ।